চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • ধোয়াই • উনাকোটি
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
সিস্টার
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 25 July 2019 ■ আগরতলা, ২৫ জুলাই, ২০১৯ ইং ■ ৮ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। বৃষ্টির ঝাপ্টা থেকে এখনই নিস্তার নেই অসমবাসীর। একইসাথে ত্রিপুরা-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্য রাজ্যেও ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস মিলেছে। আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ বুধবার এবং আগামীকাল অসম ও মেঘালয়ে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হবে। তাছাড়া, ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর এবং মিজোরামেও ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট বলেছে, বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের কারণে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কয়েকটি রাজ্যে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গুয়াহাটিতে অবস্থিত আঞ্চলিক আবহাওয়া বিজ্ঞানকেন্দ্র জানিয়েছে, আজ ও আগামীকাল অসম এবং মেঘালয়ে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হবে। প্রসঙ্গত ইতিমধ্যে নিম্ন অসমে টানা তিনদিন বৃষ্টিপাতের কারণে পরিস্থিতি আবারও অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নিম্ন অসমের কোকরাঝাড়ে ১২২.৪ এমএম এবং গোসাঁইগাঁওয়ে ২৭১.৬ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, অসমের বঙাইগাঁও, বরপেটা, চিরাং, কোকরাঝাড়, বাকসায় টানা তিনদিন ধরে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। গতকাল গোসাঁইগাঁওয়ে ভারী বর্ষণের কারণে রেল পরিষেবা ব্যাহত হয়েছিল।

আবহাওয়া বিভাগের রিপোর্টে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গত ২৪ ঘণ্টায় বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ জানা গিয়েছে। তাতে দেখা গেছে, মৌসিনরামে ১৯০ এমএম, নাড়-মাথনগুড়িতে ১৪০ এমএম, কাজলগাঁওয়ে ১৩০ এমএম, তেজুতে ১২০ এমএম, পানবাড়িতে ১১০ এমএম, বঙাইগাওয়ে, শিলচরে ১০০ এমএম, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সন্ত্রাস দমনে লোকসভায় পাশ হল ইউএপিএ বিল
বিরোধীদের দাবি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে হস্তক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই ।। বিরোধীদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় পাশ হল ইউএপিএ সংশোধনী বিল। এই বিলের পক্ষে সায় দিয়েছে ২৮৭ জন সাংসদ এবং বিপক্ষে গিয়েছে ৮ জন সাংসদ। এই সংশোধনী বিলকে স্ট্যান্ডিং কমিটিতে না পাঠানোর জন্য কংগ্রেস, ডিএমকে এবং এনসিপি সাংসদেরা অধিবেশন কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করে।

এদিন লোকসভায় সন্ত্রাসবাদ দমনে শক্তিশালী আইন প্রণয়ন পক্ষে সবকটি দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, রাজনীতি উর্দ্ধে উঠে সবকটি রাজনৈতিক দলগুলির উচিত সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করার জন্য এই আইনকে সমর্থন করা। এই আইনকে কোনও ভাবে অপব্যবহার করা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

পাশাপাশি এই আইন যে কংগ্রেস সরকারের আমলে ঘটেছিল তার উপর জোর দিয়ে অমিত শাহ বলেন, কংগ্রেস সরকার যখন ক্ষমতায় থেকে কিছু করে তখন তা সঠিক এবং বিজেপি কিছু করলে তা ভুল। এমন ধারণা একেবারে ভুল। প্রথমবার এই আইন প্রণয়ন করা হয় ১৯৬৭ সালে। তখন কেন্দ্রে ছিল কংগ্রেস সরকার। এরপর ২০০৪, ২০০৮, ২০১৩ সালে আইনটিকে সংশোধন করা হয়। তখনও কেন্দ্র কংগ্রেস সরকার ছিল।

কংগ্রেস নেতা মণীশ তিওয়ারি বলেন সংশোধনে এমন কঠোর ধারা যুক্ত করার কারণ কি। এর উত্তরে অমিত শাহ বলেন, সন্ত্রাস দমন করতে হলে আইনকে শক্তিশালী করা হবে। কোনও বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনকে নিষিদ্ধ করে দিলে সেটি অন্য নামে আরও একটি সংগঠন খোলা হয়।

শহরাঞ্চলের মাওবাদ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, শহুরে মাওবাদীদের প্রতি কোনও ভাবেই নমনীয় মনোভাব পোষণ করবে না কেন্দ্র। মাওবাদকে কোনও ভাবেই আদর্শগত ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

এই সংশোধনী বিল পাশ হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর হস্তক্ষেপ করা হবে বলে দাবি করে বিরোধী শিবির এই বিষয়ে কংগ্রেসের ঘাড়ে দায় চাপান অমিত শাহ। তিনি আরও বলেন কোনও ব্যক্তিযদি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যুক্ত থাকে তবে তার ল্যাপটপ, কম্পুটার ও অন্যান্য বিষয় বাজেয়াপ্ত করবে এনআইএ।

এদিকে, এপর্যন্ত রাজ্যসভায় পাশ হওয়া ১৬টি বিলের মধ্যে ৭টি বিলই জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটিতে পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন বিরোধীরা। এর মধ্যে রয়েছে সদ্য পাশ হওয়া আরটিআই (সংশোধনী) বিল, তিন তালাক বিল এবং ইউএপিএ বিল পার্লামেন্টে বুধবার বিরোধীদের একটি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এ ব্যাপারে এদিন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন এদিন টুইটারে লিখেছেন, 'রাজ্যসভায় এদিন তিনটি বিল পাশ হওয়ার কথা। যার মধ্যে একটিরও মূল্যায়ন করা হয়নি। সরকার কি চায়, আমরা নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকব?' এর আগে বিরোধী দলের তীব্র অসম্মতির মধ্যে সংসদের উভয় কক্ষে আরটিআই (সংশোধনী) বিল পাশের ঠিক পরের দিনই মঙ্গলবার ইউপিএ চেয়ারপারসন সোনিয়া গান্ধী বলেছিলেন, আরটিআই আইনটি অবলুপ্ত করতে চায় কেন্দ্র। এই সংশোধনী বিলের তীব্র বিরোধিতা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণপিটুনি, অসহিষ্ণুতা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি ৪৯ তারকার

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই।। গণপিটুনি এবং ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা নিয়ে সরব হলেন বিদ্বজনেরা। দলিত ও মুসলিমদের ওপর গণপিটুনির ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোট ৪৯ জন বুদ্ধিজীবী চিঠি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে। এই ধরনের ঘটনায় জামিন ব্যতিরেকে যাবজ্জীবন সাজার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। গায়িকা শুভা মুদগল, অভিনেত্রী ও পরিচালক কঙ্কণা সেন শর্মা, পরিচালক মণি রত্নম, শ্যাম বেনেগাল এবং অনুরাগ কাশ্যপ-সহ আরও অন্যান্য ক্ষেত্রের মোট ৪৯ জন তারকার সাক্ষর রয়েছে ২৩ জুলাইয়ের ওই চিঠিতে।

অন্যদিকে 'দেশে গণতন্ত্র অক্ষুণ', বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে খারিজ করে দেওয়া হল অসহিষ্ণুতা ও গণপিটুনি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেওয়া বিদ্বজনেদের চিঠি। দলিত ও মুসলিমদের ওপর গণপিটুনির ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোট ৪৯ জন বুদ্ধিজীবী চিঠি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে। ২৩ জুলাই তারিখের সেই চিঠি নরেন্দ্র মোদীর দফতরে পৌঁছায় বুধবার। বিদ্বজনদের চিঠিতে পাল্টা দাবি দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন বিজেপি-র কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাসউ চিঠি পাঠানোর পর বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে পরিচালক তথা অভিনেত্রী অপর্ণা সেন প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন "কেন জোর করে বলানো হচ্ছে জয় শ্রী রাম"।

চিঠিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে বুদ্ধিজীবীরা জানিয়েছেন, '২০০৯-এর ১ জানুয়ারি থেকে ২০১৮ সালের ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত ধর্মজনিত ২৫৪টি হেটক্রাইমের অভিযোগ উঠেছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৬ সালে দলিতদের ওপর হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে ৮৪০টি।' এরপরই ওই চিঠিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁদের প্রশ্ন, এই সব ঘটনার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? চিঠিতে উঠে এসেছে "জয় শ্রীরাম" প্রসঙ্গও। বলা হয়েছে, 'দুঃখজনকভাবে বর্তমানে উস্কানিমূলক স্লোগানে পরিণত হয়েছে "জয় শ্রীরাম" ধ্বনি, যার ফলে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে। এই নাম করেই বহু গণপিটুনির ঘটনা ঘটছে।' চিঠিটিতে স্বাক্ষর রয়েছে আদুর গোপালকৃষ্ণণ, মণি রত্নম, অপর্ণা সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক সেন, অনুরাগ কাশ্যপ, বিনায়ক সেন, কঙ্কনা সেন শর্মা, রেবতী, শ্যাম বেনেগাল, শুভা মুদগল, রূপম ইসলাম, অনুপম রায়, অঞ্জন দত্ত, গৌতম ঘোষ, পরমব্রত ও ঋদ্ধি সেনের মতো বিশিষ্টজনের। এই বিদ্বজনেরা জানিয়েছেন, পার্লামেন্টে গণপিটুনির যে নিন্দা করেছেন প্রধানমন্ত্রী, তা "যথেষ্ট নয়"। এই ধরনের ঘটনায় অভিযুক্তদের জামিন অযোগ্য যাবজ্জীবন দন্ড ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা। ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'সরকারের সমালোচনা করার অর্থ দেশের সমালোচনা নয়। ক্ষমতাসীন দলের সমালোচনা ছাড়া গণতন্ত্র হয় না। সুতরাং, সরকার বিরোধী অবস্থানকে দেশদ্রোহী মনোভাবের সঙ্গে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাব্রুম লাইনে ত্রুটি, পুনরায় সুরক্ষা পর্যবেক্ষনে সিসিআরএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই ।। রেলের ইতিহাসে নজিরবীহিন ঘটনার সাক্ষী হল ত্রিপুরা। রেললাইন সুরক্ষা পর্যবেক্ষনে ত্রুটি ধরা পড়েছে। তাই, বিলোনীয়া-সাব্রুম লাইনে পুনরায় সুরক্ষা পর্যবেক্ষন অনুষ্ঠিত হবে। চিফ কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি এবার বিলোনীয়া-সাব্রুম লাইনে সুরক্ষা পর্যবেক্ষন করবেন। সম্ভবত, আগস্টের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় সপ্তাহে ওই লাইনে সুরক্ষা পর্যবেক্ষন অনুষ্ঠিত হবে।

চলতি মাসের ১ জুলাই বিলোনীয়া-সাব্রুম লাইনে ৪০ কিমি রেল লাইন পর্যবেক্ষন করেন কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি আর কে শর্মা। ওই রেললাইন

পর্যবেক্ষনে তিনি কোনও ত্রুটির বিষয়ে জানান নি। কিন্তু, রেলওয়ের বোর্ডকে দেওয়া রিপোর্টে তিনি ত্রুটি কথা জানিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। তাই, বিলোনীয়া-সাব্রুম লাইনে পুনরায় সুরক্ষা পর্যবেক্ষন হবে।

রাজ্যে এই যাবত কালের মধ্যে কোনও রেললাইনে সুরক্ষা পর্যবেক্ষনে ত্রুটি ধরা পড়েনি। স্বাভাবিক ভাবেই এখন এই ঘটনাকে নজীরবিহীন বলেই মনে করা হচ্ছে।

রেলওয়ের নির্মান আধিকারিকদের দাবি, বৃষ্টির কারণে রেললাইনে ত্রুটি দেখা দিয়েছে। তাই, পুনরায় সুরক্ষা পর্যবেক্ষণে মুখ্য সুরক্ষা কমিশনার আসছেন। সাব্রুম পর্যন্ত রেল পৌছে গেলে রাজ্যের প্রায় সমস্ত প্রান্ত রেল নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হবে। সাব্রুম লাইনের নির্মাণ কাজ খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়েছে। সুরক্ষা পর্যবেক্ষনও যথা সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফলে, ধারনা করা হচ্ছিল স্বাধীনতা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন নাগরিককুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। সমস্যায় জর্জরিত আগরতলা পুর নিগমের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের ৩৪ নম্বর বুথ এলাকার স্থানীয় জনগণ আজ কাউন্সিলারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, অর্থ ও শ্রমিক অভাবের অজুহাতে এলাকাকে জঞ্জালে পরিপূর্ণ করে রেখেছেন বাম সমর্থিত কাউন্সিলার।

৩৪ নম্বর বুথের বিজেপি সভাপতি উৎপল আচার্যি আজ এলাকাবাসীকে নিয়ে ডেপুটেশন দিতে এসে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে নালা পরিষ্কার করা হচ্ছে না। রাস্তার দুই ধারে জঙ্গল হয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, স্ট্রিট লাইটের জন্য আবেদন জানানো হলেও, কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্বাদশ ও মাধ্যমিকের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার্থী ৫৬৫৪ জন, পরীক্ষা হবে ১৮টি কেন্দ্রে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা আগামী সোমবার অনুষ্ঠিত হবে। দ্বাদশ এবং মাধ্যমিকে পরীক্ষার্থীরা ওই পরীক্ষায় বসবেন। পর্ষদ সভাপতি ভবতোষ সাহা আজ জানিয়েছেন, এবছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক বেশি। এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৭৩ জন এবং মাধ্যমিকে ৫১৮১ জন সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার্থী রয়েছেন। তাই প্রতি জেলায় এবছর ২/৩টা করে পরীক্ষাকেন্দ্র করা হয়েছে। তাঁর কথায়, এবছর ৮ জেলায় ১৮টি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা দেবেন। সেই লক্ষ্যে আজ পর্ষদের মিলনায়তনে ১৮টি বিদ্যালদের প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিন তিনি জানান, অন্যান্য বছর প্রতি জেলায় একটি করে পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা দিতেন। কিন্তু এবছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক বেশি। তিনি জানান, এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৭৩ জন এবং মাধ্যমিকে ৫১৮১ জন সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার্থী রয়েছেন।

তিনি বলেন, আগামী সোমবার দুপুর ১২টা থেকে পরীক্ষা শুরু হবে। নির্দিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেবেন। তিনি বলেন, এবছর প্রতি জেলায় একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরাই পরীক্ষা পরিচালনা করবেন। তিনি জানান, আজ ওই বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষকদের পরীক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে তাঁদের পরীক্ষা পরিচালনার যাবতীয় বিষয় বোঝানো হয়েছে। তিনি জানান, কয়েকটি বিদ্যালয়ে কখনই পর্ষদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

আজ পর্ষদ সভাপতি বলেন, এবছর মাধ্যমিকে অংক বিষয়ে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেবেন। এ-বিষয়ে তিনি বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে বলেন, মাধ্যমিকে ৩৫৫৮ জন, বিজ্ঞানে ৮০০, সোস্যাল স্টাডিজে ৬৩৬ জন পরীক্ষা দেবেন। এছাড়াও বাংলা ও ইংরেজীতে ৫০ জন, হিন্দিতে ১ জন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে যান দূর্ঘটনায় আহত জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৪ জুলাই।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার থানা এলাকায় মোবাইল ডিউটি করতে গিয়ে গাড়ি থেকে পড়ে এক টিএসআর জওয়ান গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। তার নাম পলাশ দেওয়ান। বাড়ি জলেয়ায়। জানা যায় গতকাল রাতে শান্তিরবাজার থানা থেকে একটি মোবাইল ভ্যান আসামী ধরার জন্য যাচ্ছিল। আসামী ধরতে গিয়ে গাড়ি থেকে নামার সময় পড়ে যায় ওই টিএসআর জওয়ান। তাতে গুরুতরভাবে আহত হয়। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে স্থানীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রত্যাবর্তনে ২৮৩১৭ ব্রু শরণার্থী শনাক্ত, মিজোরাম সরকারের সুপারিশে আধার ও ব্যাঙ্কে খাতা খুলে দিচ্ছে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। বেড়েছে মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে রাজ্যে আশ্রিত ব্রু শরণার্থীদের সংখ্যা। ৪৭৭৭ পরিবারের ২৮,৩১৭ জনকে শনাক্ত করেছেন মিজোরামের আধিকারিকরা। তবে, এখনো ১৩৯২ পরিবারের ৮৩৪৩ জনকে শনাক্ত করা হয়নি। উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসক রেভেল হেমেন্দ্র কুমার বলেন, রাজ্য সরকার ব্রু শরণার্থীদের মিজোরাম সরকারের সুপারিশে আধার কার্ড এবং ব্যাঙ্কে খাতা খুলে দিয়েছে। প্রায় ৯৫ শতাংশ ব্রু শরণার্থীদের এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকিদেরও নিয়েও চিন্তাভাবনা চলছে, বলেন তিনি।

আজ তিনি জানিয়েছেন, কাঞ্চনপুর মহকুমায় নাইসিংপাড়া, আশাপাড়া, হেজাছড়া এবং পানিসাগর মহকুমায় কাসকাউ, খাকচাং ও হামলাপাড়ায় ব্রু শরণার্থীরা আশ্রিত রয়েছেন। তিনি জানান, মহকুমা শাসকের রিপোর্ট অনুসারে কাঞ্চনপুর মহকুমায় তিনটি শিবিরে ৪৮৫৪টি পরিবারের ২৮৯০১ জন এবং পানিসাগর মহকুমায় তিনটি শিবিরে ৯৮৮টি পরিবারের ৬২০৭জন শরণার্থী রয়েছেন। তাদের মধ্যে ২২ জুলাই পর্যন্ত কাঞ্চনপুর মহকুমার তিনটি শিবিরের ৩৫৭৪টি পরিবারের ২১১১৪ জন এবং পানিসাগর মহকুমায় ১২০৩টি পরিবারের ৭২০৩ জন শরণার্থীদের মিজোরাম আধিকারিকরা মিজোরাম নাগরিক হিসেবে শনাক্ত করেছেন। তবে, এখনো কাঞ্চনপুর মহকুমায় তিনটি শিবিরে ১২৮০ পরিবারের ৭৭৮৭ জন এবং পানিসাগর মহকুমায় তিনটি শিবিরে ১১২ পরিবারের ৫৫৬ জনকে মিজোরামের নাগরিক হিসেবে শনাক্ত করেনি মিজোরামের আধিকারিকরা।

তিনি আরও জানান, মিজোরাম সরকারের সুপারিশ মেনে ব্রু শরণার্থীদের আধার কার্ডের বন্দোবস্ত করেছে ত্রিপুরা সরকার। গত ২২ জুলাই পর্যন্ত কাঞ্চনপুর মহকুমায় তিনটি শিবিরে ২০১৬২ জনের আধার কার্ড দেওয়া হয়েছে। বাকি রয়েছেন ৮৭৩৯ জন। তেমনি পানিসাগর মহকুমায় ৫৮৬০ জনকে আধার কার্ড দেওয়া হয়েছে। বাকি রয়েছে ১৩৪৩ জন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় ছয়টি শিবিরে ৬০৫৭ পরিবারের ৩৬১০৪ জনের ব্রু শরণার্থীদের মধ্যে ২৬, ০২২ জনকে আধার কার্ড দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বাকি রয়েছেন ১০,০৮২ জন।

এদিকে, মিজোরাম সরকারের সুপারিশে ব্রু শরণার্থীদের ব্যাঙ্কের খাতাও খুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানান উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসক। তিনি বলেন, গত ২২ জুলাই পর্যন্ত কাঞ্চনপুরে তিনটি শিবিরে আশ্রিত ৪৮৫৪ পরিবারের মধ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্দিষ্ট সময়ে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য দপ্তর সচিবদের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। রাজ্যে যেখানে দুধের ভালো যোগান রয়েছে সেখানে ডেয়ারি প্ল্যান্ট বসানো যায় কিনা, তা খতিয়ে দেখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। দুগ্ধ শিল্পের মাধ্যমে ত্রিপুরায় নয়া অর্থনেতিক বিপ্লব চাইছেন তিনি। তাই, শীঘ্রই এই কাজটি সম্পন্ন করতে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরকে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবার রাজ্যের উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে বিভিন্ন দফতরের মাধ্যমে রাজ্যের যে সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে সেই সব প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক পর্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হন। সচিবালয়ে আয়োজিত বৈঠকে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, পর্যটন, শিক্ষা, মৎস্য, বন, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ ইত্যাদি ৩৩টি দফতরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে

এমন কেন্দ্রীয় প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি পর্যালোচনা করেছেন।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী দেব বলেন, কেন্দ্রীয়ভাবে চালু রয়েছে এমন প্রকল্পগুলির মধ্যে যেগুলিই রাজ্যে রূপায়ণ করার সুযোগ রয়েছে এমন সকল ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট দফতরকে এর সুযোগ নিতে উদ্যোগী হতে হবে। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ণে আর্থিক অনুমোদন পাওয়ার জন্য প্রতিটি দফতরকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের সাথে যথাযথ সমন্বয় রেখে কাজ করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন স্বাস্থ্য দফতরের কাজের পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত-এ যেখানে বিনামূল্যে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে তা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে মিশন মুডে বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নিতে হবে। পর্যটন দফতরের প্রকল্প নিয়ে পর্যালোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নারিকেলকুঞ্জ ও ডম্বুর জলাশয় রাজ্যের অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রগুলির মতো আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র। একে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য সেখানকার পরিকাঠামো উন্নয়ন ও অন্যান্য বিষয়ের সার্বিক উন্নতিকল্পে বিশেষ নজর দিতে হবে।

হস্ততাঁত ও রেশম শিল্প দফতরের প্রকল্প সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে ক্লাস্টার পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেধা অন্বেষণ পরীক্ষায় ৭৫ হাজার ছাত্র ছাত্রীকে যোগ্য করে তোলার উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই ।। সারা ভারত মেধা অন্বেষণ পরীক্ষায় গত ৩ বছরে ত্রিপুরার কোনও ছাত্র ছাত্রী সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ সংক্ষরিত আসন ত্রিপুরার ছাত্র ছাত্রীরা সুযোগ নিতে পারেনি। তাই, রাজ্য সরকার ৭৫ হাজার ছাত্র ছাত্রীকে ওই পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জনে যোগ্য করে তোলার উদ্যোগ নিতে চলেছে। তাই, উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে বিজ্ঞানের পৃথক শাখা খুলতে চলেছে রাজ্য সরকার। সম্ভবত, আগামীকাল মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পেশ করবে শিক্ষা দপ্তর।

সূত্রের খবর, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত সরকারি, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত, কেন্দ্রীয় এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ের ৪০০ ছাত্র ছাত্রীদের বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে বৃত্তি প্রদান করবে রাজ্য সরকার। এই লক্ষ্যেই বিজ্ঞানের পৃথক শাখা খুলতে চলেছে রাজ্য সরকার। সূত্রের দাবি, রাজ্যের ছাত্র ছাত্রীদের বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে আকর্ষণ খুবই কম। ফলে, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা তারা নিতে ব্যর্থ হন। সূত্রের কথায়, এবছর একাদশ শ্রেণীতে ৩২,২২৩ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছেন। তাদের মধ্যে জীববিজ্ঞানে ৩৬৯০ জন এবং ভৌত বিজ্ঞানে ৩১১৪ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছেন।

প্রসঙ্গত, সারা ভারত মেধা অন্বেষণ পরীক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরাকে নির্দিষ্ট সংক্ষরিত আসন বরাদ্দ করেছে। দুর্ভাগ্যবশত গত ৩ বছরে ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীরা সেই সুযোগ নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। সূত্রের দাবি, ২০১৬ সালে ১২০০ ছাত্রছাত্রী ওই পরীক্ষায় আবেদন করেছিলেন। তাদের মধ্যে ৯৩৩জন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ২৮১ ◘ ২৫ জুলাই ২০১৯ ইং ◘ ৮ শ্রাবণ ◘ বৃহস্পতিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ক্ষমতার গরম ও রাজনীতি

লোম বাছিতে না কম্বল উজার হইয়া যায়। এমন ভাবনা অবশ্য এখন ত্রিপুরায় বিজেপি দলে আছে এমন ভাবিবার কারণ নাই। কারণ দল এখন নবশক্তিতে বলিয়ান। বিরোধী দলগুলি ধরাশায়ী। যে সিপিএম এতকাল রাজ্য শাসন করিয়াছে, এত রমরমা ছিল যে দলের সেই দল এখন চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। লোকবল নাই, দীর্ঘ দিনের সাথী কমরেডরা দুধ সর ঘি মাখন খাইয়া এখন বিজেপি দলে ঠাঁই নিয়াছেন। এই নব্য বিজেপি কর্মীরাই সিপিএম কর্মীদের উপর হামলা ভীতি দেখাইয়া চলিয়াছে। অনেকে ব্যক্তিগত শত্রুতার প্রতিশোধ মিটাইতেছেন এমন অভিযোগও পাওয়া গিয়াছে। দীর্ঘকাল এই রাজ্যে লাল বাহিনী যাহা করিয়াছে তাহারই যেন পুণরাবৃত্তি করিয়াছে গেরুয়াবাহিনী। এই সিপিএমের দেখানো পথেই তো চলিতেছে রাজনীতি। বিরোধী শূণ্য গণতন্ত্রের স্বপ্ন কি এরাজ্যে বামেরা দেখেন নাই? গ্রাম গঞ্জে কমরেডরা প্রকাশ্য মিছিলেই তো হুমকি দিতেন ধোলাই হইবে পেটাই হইবে বলিয়া। বিরোধীদের মিছিল মিটিংএ সিপিএম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নাই? সেই পথেরই তো অনুসারী হইয়াছে গেরুয়া বাহিনী। তবে, লালবাহিনীর চাইতে কয়েক ডিগ্রী উপরে গেরুয়া বাহিনী। এই দলে এখন পাঁচ লক্ষ সদস্যপদ সংগ্রহ হইয়া গিয়াছে। কম কথা নহে। কংগ্রেস দল তো এখন এরাজ্যে আরও ক্ষীণবল হইয়াছে। কর্মীরা দিকভ্রান্ত। রাজনৈতিক ভবিষ্যত কি? কবে দল আলো বিকিরণ করিবে এই প্রতীক্ষা যেন ঘন অন্ধকারে বসিয়া। এক সময়ে এরাজ্যে কংগ্রেসের মোমবাতি যিনি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন সেই অশোক ভট্টাচার্য্য মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীত্ব এমন কি কোনও সরকারী সম্মানজনক পদও পান নাই। অথচ অকাতরে কংগ্রেসের মোমবাতি জ্বালাইয়া গিয়াছেন। তিনি আজ নাই। কংগ্রেসের এই এমন একনিষ্ঠ নেতা কম দেখা যায়।

এখন বিজেপির রমরমা। দলের সুদিনে ভীড় লাগিয়াই থাকে। এই ভীড় সিপিএম দলেও ছিল। আজ বিজেপির এই রমরমা অবস্থাতেও গোষ্ঠী কোন্দল দলকে বেকায়দার ফেলিতেছে। দলের ভাবমূর্ত্তি ক্ষুন্ন করার অভিযোগ বিজেপির এক ঝাঁক নেতা নেত্রীকে শোকজ নোটিশ ধরানো হইয়াছে। কারণ দর্শানোর নোটিশ যাহাদের দেওয়া হইবে তাহাদের মধ্যে আছেন মন্ডল কমিটির নেতারা। দলের নেতা কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে শৃঙ্খলার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য রাজ্য নেতৃত্ব কঠিন সিদ্ধান্ত নিবে। দলের মধ্যে শৃঙ্খলারয়নতাকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে পর্যালোচনা চলিতেছে। দলের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে আর্থিক দূর্নীতির অভিযোগ উঠিয়াছে। এইসব ঘটনা রাজ্যে দলের ভাবমূর্ত্তিকে মাটিতে মিশাইয়া দিতে জোর তৎপরতা চলিতেছে। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন নিয়া নানা কীর্তির অভিযোগ আছে। দলের নেতাদরে বিরুদ্ধে দিনে দিনেই অভিযোগের পাহাড় হইতেছে। দেরীতে হইলেও মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি প্রদেশ সভাপতি বিপ্লব কুমার দেব তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। ত্রিপুরায় সিপিএমের একশ্রেণীর নেতা কর্মীর কান্ড কীর্তিতে তিতিবিরক্ত মানুষ গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে ঢালিয়া ভোট দিয়াছে। সিপিএমের বিরুদ্ধে ক্ষোভ মিটাইয়াছে বিজেপিকে ভোট দিয়া। বিজেপিকে ভালবাসিয়া জয়ের মালা পরাইয়া দেন নাই। আর আজ একশ্রেণীর নেতা কর্মীর আচার আচরণ দুর্নীতি ইত্যাদির অভিযোগই এক সময় বিজেপিকে বিরাট মাশুল গুনিতে হইবে। তাহা আঁচ করিতে পারিয়াই কঠোর ব্যবস্থা নিতে চলিয়াছে দল। অঙ্কুরেই যদি তাহা মোকাবিলা করা না যায় তাহা হইলে দল জনগণের সামনে ক্ষোভর কারণ হইয়া উঠিবে। এই মুহুর্তে ত্রিপুরায় বিরোধী দলগুলি দূর্বল। কিন্তু শাসক দল যদি শৃঙ্খলাহীনতায় আক্রান্ত হয়, নেতা কর্মীরা নীতি নিয়মের শৃঙ্খলার ধারে কাছেও থাকিতে না চায় তাহা হইলে একদিন দলকে চরম মাশুল গুনিতে হইবে। ইতিহাস তো এই শিক্ষাই দিয়াছে। রাজনীতির উত্থান ও পতনের ইতিহাস তো চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে। এই ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট বাহিনীর জয়জয়কার যেমন মানুষ দেখিয়াছে। তেমনি কংগ্রেসের বিশালত্বও কেমন হাওয়া হইয়া গেল। সেই অভিজ্ঞতা যেখানে আছে সেখানে নেতারা কতখানি শিক্ষা নিয়াছেন তাহাইতো বড় কথা।

জাতীয় নাগরিক পঞ্জিই কী শেষ সমাধান?

গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল

নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দ্বিতীয় বারের মত বিজেপি দল কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর প্রত্যাশিত ভাবেই জাতীয় নাগরিক পঞ্জি ইস্যুকে সামনে নিয়ে এসেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত সাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং থেকে শুরু করে শাসক দলের অনেকে একযোগে বলতে শুরু করেছে যে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি তথা এন আর সির যথাশীঘ্র সম্ভব গোটা দেশেই চালু করা হবে। তবে গোটা দেশের কথা পরে। অন্তত অসম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবাংলা সহ বাংলার অঞ্চলিগুলিতে যে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার এন আর সির প্রয়োগ বদ্ধ পরিকর তা তাদের হাভভাবে ও ইতিমধ্যেই গৃহীত পদক্ষেপ থেকেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। কারণ এর মধ্যেই অসমে ৪০ লক্ষাধিক ও পরে আর ও ১ লক্ষ মানুষ যারা মূলত বাঙালী তাদেরকে এন আর সির আওতায় আনা হয়েছে। এন আর সির চূড়ান্ত তালিকা চলতি জুলাইয়ের ৩১ তারিখ প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তালিকা তৈরি করতে গিয়ে কিছু ভুল ভ্রান্তি হয়েছে ও পদ্ধতিগত কিছু ত্রুটির উল্লেখ করে এন আর সির তথা বিদেশীর তালিকা ঘোষণা পিছিয়ে দেবার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ হতে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এতে হয়ত তালিকা প্রকাশ একটু পিছিয়ে যাবে। কিন্তু হবে। আর যা হবে তা মূলত বাঙালীর সর্বনাশ। কারণ এন আর সির প্রয়োগে অসমে এপর্যন্ত যে ৪০ লক্ষাধিক বিদেশী চিহ্নিত হয়েছে। তারা মূলত বাঙালী-হিন্দু বা মুসলমান যে পরিচয়েই হোক না কেন। ডিটেনশান ক্যাম্পে অমানবিক অত্যাচার ও বিদেশী চিহ্নিত হওয়ার ভয়ে অসমে অনেকেই এরই মধ্যে আত্মহত্যার মাধ্যমে এই অবস্থা থেকে মুক্তির পথ বেচে নিয়েছে। বাকারা অজানা ভবিষ্যতের আশঙ্কায় তটস্থ।

ত্রিপুরা দখলের পর পশ্চিম বাংলা দখল করার জন্যে বিজেপি এখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বিগত লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ হতে ১৮টি রাজ্য দখল বিজেপিকে যে বাড়তি অক্সিজেন যুগিয়ে চলেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পারলে যেন আজ বাদে কালই বিধানসভা দখল হয়ে যায়-এই তাদের মানসিকতা। আর দখল করতে পারলেই কেল্লা ফতে। অর্থাৎ ত্রিপুরায় যখনই এন আর সি চালু হোকনা কেন পশ্চিমবাংলায় চালু করতে দেরী করবেনা। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের পরে পশ্চিম বাংলার বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন যে, বাংলায় ক্ষমতা দখলের সাথে সাথেই তারা এন আর সির প্রয়োগ করবে। এরা এও বলতে ছাড়ছেনা যে, বাংলাকে তথা ভারতবর্ষকে শরণার্থীদের তথা উদ্বাস্তুদের দেশ হতে দেবে না। প্রশ্ন হচ্ছে এদেশে শরণার্থী কারা? উদ্বাস্তুই বা কারা? কেনই বা তারা স্বভূমি ছেড়ে এদেশে পাড়ি জমাতে বাধ্য হয়েছিল? এর জন্যে দায়ী কে? কী ছিল দেশভাগের সময় দেওয়া জাতীয় প্রতিশ্রুতি? এই প্রতিশ্রুতি কতটা কার্যকর হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তারজন্যে দায়ী কে? উল্লেখিত প্রশ্নগুলি মিমাংশা না করে ভারতের স্বাধীনতার মূল কাণ্ডারী বাঙালীকে কেন বলির পাঁঠা বানানো হচ্ছে? যারা বিদেশী চিহ্নিত হয়েছে, ভবিষ্যতে যারা হবে তাদের দায়িত্ব নেবে কে?

এটা সবাই জানেন যে জাতিগত সংঘর্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে অস্থায়ীভাবে যদি মানুষ একা স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে গিয়ে থাকে তারাই শরণার্থী হিসাবে পরিচিত হবে। যেমন বিয়াং শরণার্থী, রোহিঙ্গা শরণার্থী ইত্যাদি। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক কারণ বা জাতীয় প্রতিশ্রুতির কারণে স্থায়ীভাবে যদি মানুষ বাস্তভিটে ত্যাগ করে নুতন জায়গায় বসতি স্থাপন করে তারা হচ্ছে উদ্বাস্তু।

এই বিচারে দেশভাগের বলি বাঙালী ও পঞ্জাবীরা হল উদ্বাস্তু। উদ্বাস্তুদের দায় নিতে ভারতসরকার বাধ্য। কারণ দেশভাগ জনিত পরিস্থিতি কারণেই বাঙালী ও পাঞ্জাবীদের তাদের স্বভূমি (যদিও বর্তমান ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ সহ পুরোটাই ছিল অখণ্ড ভারতের অংশ বিশেষ) ছেড়ে বর্তমান ভারতবর্ষে এসে ঠাঁইনিতে হয়েছে। তখন জাতীয় প্রতিশ্রুতি ছিল Whenever the minorties tlis of East Bengal will accross the boarder they will be welcome পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু পঞ্জাবীদের জন্যে উল্লেখিত প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হলেও উদ্বাস্তু বাঙালীদের জন্যে তার এক শতাংশ ও করা হয়নি। গোটা দেশের প্রতিটি রাজ্যে রাজ্যে ফুটপাত বা রেললাইনের কিনারে, গাছের তলায় এখনো যারা শিয়াল কুকুরের মত দিন যাপন করছে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে তাদের নিরানব্বই শতাংশই দেশভাগজনিত পরিস্থিতির বলি বাস্তুচ্যুত সেই হতভাগ্য বাঙালী। যারা দেশ ভাগের জন্যে দায়ী, যারা জাতীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল অথবা যাদের জন্যে বর্তমানে স্বাধীনতার হোতা বাঙালীদের বর্তমান দুর্দশা চলছে তারা আছে বহাল তৈবিয়তে। আর হতভাগ্য বাঙালীদের ঘাড়ে ঝুলছে এন আর সির খড়্গ। বাঙালীদেরকে অসম চুক্তি, ৫১ সাল, ৭১ সাল ইত্যাদি দেখানো হচ্ছে। জাতীয় প্রতিশ্রুতি বাস্তুবায়ন না হলে বাঙালীরা কেন মানবে এই সমস্ত সাল বা চুক্তি। বাঙালীকে ভারতবর্ষের. son of soil ও স্বাধীনতারজন্য সবকিছু উজার করে দেবার পর কেন একন তাদেরকে এন আর সির অজুহাতে রক্ষাহান করার চক্রান্ত চলছে। এন আর সির যারা দাবীদার তারা বলতে চাইছে হিন্দুদের নাকি কোন ভয় নেই। অথচ বাস্তব পরিস্থিতি তথা অসমের চিত্র কিন্তু বলছে অন্য কথা। পুরুষানুক্রমে বসবাস করে, চাকরি বাকরি করে অবসর গ্রহণ করেছেন এমন বহু হিন্দু বাঙালী কিন্তু এন আর সির আওতায় পড়ে অসমে বিদেশী চিহ্নিত হয়েছে। কী বলবেন হিন্দু প্রেমি এন আর সির দাবীদার বন্ধুরা? অন্যদিকে সংবিধান অনুযায়ী ভারতবর্ষ যেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ (Secular country) সেখানে হিন্দুদের শুধু এদেশে থাকার, বাঁচার অধিকার থাকবে অন্যদের থাকবে না বা অধিকার সঙ্কুচিত করে দেওয়া হবে এটা কী সংবিধান সন্মত হবে? দেশে বর্তমানে জাতীয়নাগরিক পঞ্জি যদি নাগরিকদের পরিচিতর একমাত্র মাধ্যম হয় তবে সংবিধানে বর্ণিত নাগরিকত্ব আইনের কী হবে? তাহলে কী দেশের নাগরিকদের রেশনকার্ড,পি আর টি সি কার্ড আইকার্ড বা আধার কার্ডের কোন মূল্য নেই?

বাস্তবে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি চালু নিয়ে বিতর্ক হওয়ার কথা ছিলনা। প্রশ্নটা ওঠেছে বিজেপির হিন্দুত্ব স্লোগান, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বাঙালী বিদ্বেষী রাজনৈতিক কার্যক্রমের জন্যে। কিছুদিন আগে কৌশল করে শিক্ষার পাঠ্যক্রমে হিন্দুভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে মুখোসের আড়ালে বিজেপির আসল চেহারাটা বেড়িয়ে পড়েছে। তারা ভারতের বহুত্ত্ববাদকেই ধ্বংস করে দিতে চায়। অন্যদিকে এন আর সি ছাড়াও বিজেপির বাঙালী বিদ্বেষ ও এখন আর চাপা নেই। যেমন সম্প্রতি মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের একটি নির্দেশ নামায় দেখা যায় যে, এখন থেকে বিভিন্ন মামলার সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রতিলিপি বাংলা বাদে হিন্দুসহ কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষাতে ও প্রকাশ করা হবে। অথচ বাংলা হচ্ছে সংবিধান স্বীকৃত বৃহত্তম ভাষা ও আন্তরর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত ভাল। এবিষয়ে আমরা বাঙালীও তৃণমূল কংগ্রেসেরমত কয়েকটি জাতীয় দল প্রতিবাদ করলেও এরাজ্যে বা পশ্চিমবাংলায় বিজেপি দলের বিশেষ কোন প্রতিবাদ চোখে পড়েনি।

এন আর সি ইস্যুতে যে শুধু বিজেপির স্বরূপই প্রকাশ পেল তা নয়, কংগ্রেস সি পি এম সহ সবারই আসল চেহারাটা বেড়িয়ে এসেছে। অন্তত বাঙালীর অধিকার প্রশ্নে এরা কেউ যে বাঙালীর পক্ষে নেই এত দিনে তা প্রমাণ হয়ে গেছে। এদের হয়ত ভয়, পাচ্ছে যদি সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ তাদের গায়ে লাগে (?) কিন্তু এভাবে কী বাঙালীর মত একটা উন্নতজাতি নির্যাতন সইতে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাবে? না, তা হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উক্তি প্রনিধান যোগ্য। তিনি বলেছেন—'হিংসা দুঃসময়ের পিঠের উপর চড়ে বিভীষিকার পথ উত্তীর্ণ হতে হবে। বাঙালী অদৃষ্ট কর্তৃক অপমানিত হয়ে মরবে না। ভীষণ মার খয়েও সে মারের উপরে মাথা তুলবে।' তখন কিন্তু বাঙালীকে যারা শেষে করে দিতে চায় তারা পালাবার পথ খুঁজে পাবেনা।

বস্তুত বেআইনী অনুপ্রবেশ বর্তমান দিনে শুধু ভারতেরই সমস্যা নয়, গোটা পৃথিবীরই সমস্যা। সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি কারণে গোটা বিশ্বজুড়েই মানুষ বাধ্য হয়ে একদেশ ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি দিচ্ছে। সিরিয়া, লিবিয়াসহ গোটা মধ্যপ্রাচ্য মায়ানমার হল তার জ্বলন্ত উদাহরণ। আর যারা শরণার্থী হয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ ইটালি, ফ্রান্স,জার্মান, বাংলাদেশে আশ্রয় প্রার্থী হচ্ছে তাদেরকে কী সংশ্লিষ্ট দেশগুলি তাড়িয়ে দিচ্ছে? না কারণ তা করলে মানবতা বিরোধী কাজ হবে। তাই তাদের জন্যে আশ্রয় ও খাদ্য পানীয়ের ব্যবস্থা করে তারা মানুষ হিসাবে মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার নিদর্শন রেখে চলেছে। আর ভারত সরকার ও এদেশের রাজনৈতিক দলগুলি সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে এন আর সির মাধ্যমে ঠিক উল্টোটাই করে চলেছে। কেউ কেউ বলবেন এন আর সির মাধ্যমে যারা বিদেশী চিহ্নিত হচ্ছেন তারা তো শরণার্থীনন উদ্বাস্তনন বেআইনি অনুপ্রবেশকারী। বাস্তবে কিন্তু তা নয়। এরা সবাই দেশভাগের বলি, পরিস্থিতির শিকার। আর কেউ যদি বেআইনি পথে এদেশে এসেই থাকে তবে রয়েছে আন্তর্জাতিক আইন। সর্বোপরি বেঁচে থাকার জন্যে রয়েছে মানুষের প্রতি মানুষের দায় ও মানবতা। সেই সঙ্গে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে যেখানে আইনী বা বেআইনী পথে মানুষ দেশান্তরিত হয় তা হল অধিক রুটি রুজি ও মর্যাদা নিয়ে বেচে থাকার জন্যে। দেখা যায় যে, অনুন্নত দেশগুলি হতে অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলিতে প্রতিনিয়তই গিয়ে ভিড় জমাচ্ছে মানুষ অধিক সুখ তথা বাঁচার নিশ্চিত গ্যারান্টি পাবে বলে। আর যারা যেখানে থাকছে সেটাই তার নিজদেশ হয়ে যাচ্ছে। যেমন বসিত বা কার্যসূত্রে এখন লক্ষ লক্ষ ইন্ডিয়ান হয়ে গেছে আমেরিকান, রাশিয়ান, ইটালিয়ান বা ইউরোপীয়ান আবার বিপরীতটা ঘটেছে। এদেশে ও। মানুষের বেচে থাকার জন্যে পথ চলার এই প্রবাহ চলতে থাকবে ততদিন যতদিন পর্যন্তনা গোটা পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চল সমানভাবে বিকশিত হয়ে উঠবে, শোষণ বঞ্চনার অবসান ঘটবে। তার জন্যে রাজনৈতিক বরাদ্দ বা জি ডি পির গ্রোথের পরিমাণ বৃদ্ধির স্বপ্ন ফেরী করলেই হবেনা চাই বাস্তবোচিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সঠিক রাজনৈতিক দিশা।

ভারতের অর্থনীতি আমেরিকা, চিন বা জাপানের মত ততটা উন্নত না হলেও পাশের বাংলাদেশ, পাকিস্তান আফগানিস্তান, নেপাল, মায়ানমার বা শ্রীলংকার চেয়ে অবশ্যই উন্নত। সঙ্গত কারণেই সংশ্লিষ্ট দেশ ও সেখানকার মানুষজনদের একটা স্বাভাবিক মোহ রয়েছে ভারতে এসে ভাল ভাবে বাঁচার। আর এভাবেই কিন্তু প্রতিনিয়ত ভারতে জন্য জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে।এই বাড়তি জন সংখ্যার চাপ মোকাবিলায় একাদিকে যেমন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া ও সুসম্পর্ক তৈরি করা জরুরী তেমনি দেশের অফুরন্ত প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদকে কাজে লাগিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ শোষণ মুক্ত সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন করতে হবে। এভাবে যখন দেশে প্রতিটি মানুষের খাওয়া বাঁচার নিশ্চিত গ্যারান্টি হবে তখন জাতি বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা অনেকাংশেই দুরীভূত হবে। তা করে কী হবে যদি এন আর সির নাম করে ভারত থেকে ২ কোটি বাঙালীকে (দাবীদারদের মতে ভারতে নাকি ২ কোটির মত বিদেশী আছে) এদেশে থেকে তাড়িয়ে দিলে? বাকীরা সুখে সাচ্ছন্দে থাকতে পারবে তো? আর এন আর সির মত একই অজুহাত দেখিয়ে অন্য দেশ যে সমস্ত ভারতীয় বিদেশে রয়েছে তাদেরকে যদি এদেশে ঠেলে দেয় তখন কী হবে জাতীয় নাগরিক পঞ্জীর দাবীদারগণ দয়া করে বলবেন কী?

চার রাজ্যের পর এবার রাজধানীতে করমুক্ত "সুপার ৩০"

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি. স.) : বিহারের ঘরের ছেলে আনন্দ কুমারের জীবনের উপর তৈরি "সুপার ৩০" ছবিটি সর্বপ্রথম করমুক্ত করেছিল বিহারের রাজ্য সরকার। অনুপ্রাণিত হয়ে "মন ছুঁয়ে যাওয়া" সেই ছবিকে ট্যাক্স ফ্রি করে গুজরাট সরকার। এরপর সেই পথেই হেঁটেছে উত্তর প্রদেশ এবং গুজরাট। চার রাজ্যের পর এবার রাজধানী দিল্লিতেও করমুক্ত হল হৃত্বিক রোশন অভিনীত ছবি "সুপার ৩০"। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর বুধবার দুপুরে মাইক্রো ব্লগিং সাইট টুইটারে নিজের হ্যান্ডেল থেকে সেকথা ঘোষণা করেন দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীষ সিসোদিয়া।

করমুক্ত করাই শুধু নয়। দিল্লির সরকারি স্কুলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের অনলাইনে এবার থেকে ভার্চুয়াল ক্লাসও নেবেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ আনন্দ কুমার। সেকথাও এদিন টুইট করে জানিয়েছেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী। বিহারের এই বিখ্যাত "অংকের স্যার"এর জীবন নিয়ে তৈরি "সুপার ৩০" ছবি মন কেড়েছে সিনেমাপ্রেমী দর্শক থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতাদের। চেনা ছকের বাইরে একেবারে অন্য ধরনের চরিত্রে অন্য ভূমিকায় মাত করেছেন হৃত্বিকও। ছবির বিষয়বস্তু এবং সিনেমাটি ঘিরে দর্শকদের উচ্ছ্বাস দেখে দিল্লিতেও "সুপার ৩০"-কে ট্যাক্স ফ্রি করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। এই খবর জানার পর ছবিটির নায়ক নিজেই ট্যুইট করে মণীষ সিসোদিয়া-কে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখছেন, 'শ্রী মণীষ সিসোদিয়া জি, দেশের নির্মাতাদের দলের অংশ হওয়ার যোগ্য হিসাবে আমাদের বিবেচনা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

ক্যারিবিয়ান সফরের ভারতীয় দল নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সৌরভ

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি.স.) : ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর থেকে শুভমান গিল, অজিঙ্ক রাহানের মতো ক্রিকেটার বাদ যাওয়াতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডে বিসিসিআইকে প্রশ্ন তুললেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এই দুই ক্রিকেটারকে বাদ দেওয়ায় টুইটারে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সৌরভ। রবিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের জন্য ভারতীয় দল ঘোষণা হয়েছে। এম এস ধোনি নিজেকে আগে থেকেই সরিয়ে নিয়েছিলেন। বোর্ড সূত্রের খবর, বিরাট কোহলিকেও বিশ্রামের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তবে তিনি রাজি হননি।

সৌরভ মনে করেন, নির্বাচকদের এখন এমন ক্রিকেটারদের বেছে নেওয়া প্রয়োজন যাঁরা তিন ফর্ম্যাটেই সাবলীলভাবে খেলতে পারবেন। সৌরভ আরও জানিয়েছেন, খুব কমসংখ্যক ক্রিকেটার তিন ফর্ম্যাটে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন। তাঁর বক্তব্য, """"ধারাবাহিকভাবে ভাল পারফর্ম করা ক্রিকেটারদের নিয়েই বিশ্বমানের দল গড়া সম্ভব। সবাইকে সব সময় খুশি করা সম্ভব নয়। তবে যেটা দেশের জন্য ভাল সেটাই করতে হবে।"""" সৌরভ আরও বলেছেন, """"স্কোয়াডে এমন অনেকে আছে যারা তিন ফরম্যাটেই সাবলীলভাবে খেলতে পারে। শুভমান গিল ও অজিঙ্ক রাহানেকে একদিনের স্কোয়াডে না দেখে অবাক হলাম।""""

ভারতীয় এ দলের হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এ দলের বিরুদ্ধে সম্প্রতি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছেন শুভমান। তা ছাড়া আইপিএলে কলকাতার হয়েও লাগাতার ভাল পারফরম্যান্স করে গিয়েছেন। তা সত্ত্বেও নির্বাচকদের নজর তাঁর দিকে পড়েনি। সৌরভের মতো আরও অনেকেই আসন্ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে শুভমানকে দেখতে পাবেন বলে আশা করেছিলেন।

'দাও ফিরে সে আরণ্যে'র ডাক এল লালজলে

প্রভাত ঘোষ

লালজল গুহা পাহাড় প্রাগৈতিহাসিক যুগের হেমালবুরু আনুমানিক ৭০ হাজার বছর আগে চোটনাগপুর থেকে আদিম মানুষেরা প্রথমে বসবাস শুরু করেছিলেন এসব গুহায়। সে কারণেই নৃবিজ্ঞানীদের কাছে হেমালবুরুর গুরুত্ব অপরিসীমা। এই লালজল গুহা পাহাড়ের এক বৃহৎ ঝরণার উৎসই তারাফেনী নদীর অন্যতম উৎপত্তিস্থল হিসাবে চিহ্নিত। লাল জল গুহা পাহাড় ও তারাফেনী নদীর উপত্যকায় আদিম মানুষের ব্যবহৃত বহু অস্ত্র, নানান নিদর্শন পাওয়া গেছে । এ অঞ্চলের শাল পিয়াল কুসুম কেন্দ্র মহুল ইত্যাদি গাছের নিবিড় অরণ্যে বাঘ-ভালুকের আনাগোনাও ছিল। এখন বুনো শুয়োর, হরিণ, অজগর, সজারু ইত্যাদির বিচরণ ক্ষেত্র। অথচ অতি সম্প্রতি অরণ্য দ্রুত ধ্বংস বা সাবাড় হয়ে বন্যপ্রামীদের, কীট-পতঙ্গের প্রাণ শুধু বিপন্ন নয়, বসতি মানুষেরও জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ক্রমশ। এই শাল পিয়াল মহুয়া, কেন্দ্র কুসুম আসন গাছের বীজ সংগ্রহ এ অঞ্চলের মানুষের জীবনধারণের আয়ের আশ্রয়। ধীরে ধীরে গাছ কমছে দিনে দিনে বসতী-মানুষ নিঃস্ব হচ্ছে। বদলে যাচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ, মহত্ব হারাচ্ছে পাহাড়, বিপন্ন সমগ্র প্রাণীজগৎ।

এ সময়ের অন্ধকারে আলোর পথ দেখাতে হাল ধরেছেন হপন মাঝি। ওরফে মনোরঞ্জন মাহাত। এক নতুন ভাবনার সূচনায় লালজল গ্রামের ৫টি স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর ৫০ জন মহিলাদের নিয়ে ভাবনার আদাল-প্রদান করে উদ্বুদ্ধ করলেন। মায়েরাও বঝলেন, নতুন গাছ না বসালে তাদের আয়ের পথও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তখন বীজ সংগ্রহ, তসর কীট বা লাক্ষকীট তৈরি বা কুরকুট সংগ্রহ সবই ক্রমশ কমে সংসারে সংকট ডেকে আনবে। তাই সমস্ত বিবাদ ভুলে গাছ বাসানো বাঁচানো এবং বনসম্পদ রক্ষা করে এ তল্লাটে পর্যটক আকর্ষণ বাড়ানোর কথাও তাদেরই ভাবতে হবে। কেননা যত পর্যটক সংখ্যা বাড়বে তাতে গ্রামবাসীর নতুন আয়ের পথও বাড়ার সম্ভাবনা প্রবল হবে।

পরদিন গুরুপূর্ণিমার সকালে পাঁচটি স্ব-সহায়ক দলের মায়েরা সাবল, গাঁইতি, জলের বালতি-মগ, গাছের বীজ ও চারা নিয়ে শুরু হল এক অভিনব ভাবনার রূপায়ণ। এই ভাবনাকে স্বাগত জানাতে সম-মনোভাবান্ন বন্ধুরাও জড়ো হলেন লালজল পাহাড়ে। এলেন সুদূর দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে প্রলয় হাঁসদা ও তাঁর তিন বন্ধু, বাঁকুড়ার সারেঙ্গোর সুব্রত দাস, রোড শালবনীদহ থেকে বিশ্বজিৎ নন্দী, পুরুলিয়া থেকে সাধন মাহাত এলেন ৩৫০টা পলাশ চারা নিয়ে, সঙ্গে জলধর মাহাত, কলকাতা থেকে ড. প্রভাত ঘোষ। বেলপাহাড়ীর সজল মন্ডল, খড়গপুরের অরূপ ঘোষ, কালীডাঙার পিন্টু দত্ত, ঝাড়গ্রামের রাকেশ মুদলি প্রমুখ সদর্থক সমাজসেবীরা। সূচনা হল ও পাহাড়ে ৭০ বছর ধরে গরু-ছাগল চরানো চুনারম মাহাত ও তার পরিবার এবং ৫০ জন স্ব-সহায়ক মায়েদের হাত দিয়ে শাল পিয়াল কুসুম কেঁদমহল পলাশ আসন অর্জুন বেল আম জাম কাঁঠালের বীজবপন ও চারারোপন। লালজল পাহাড়র পাদদেশে পবিত্র ভূমিতে তখন এক বনমহোৎসবে ধামসা-বাদন। কেউ চারা পুঁতছেন, কেউ বীজ পুঁতছেন কেউ জল দিচ্ছেন, কেউ বীজ ছড়াচ্ছেন সবেমিলে আনন্দমুখর হল বনাঞ্চলের ট্যাঁড়ভূমি। প্রায় ১৬০০ গাছের বীজ এবং ১১০০ গাছের চারা প্রাগৈতিহাসিক হেমোলবরু লালজল গুহা পাহাড়কে স্ব-মহিমায় ফেরানোর প্রয়াসে লাগানো হল। যাতে লালজলে তারাফেণী নদীর অন্যতম ঝর্ণার উৎসকে ফের জীবন্ত করে তোলা যায়। এখনও পাহাড়ে টিকে থাকা কয়েকটি অজগর, সজারু সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর নিরাপদ আশ্রয় গড়ে দেওয়ার এবং অজস্র বন্যকীট পতঙ্গ পাখীদের অবাধ বিচরণের পরিবেশ তৈরি করে দেওয়ার প্রয়াস। এইশব বৃক্ষশিশুদের দেখভালের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছেন লালজল গ্রামের স্ব-সহায়ক দলের মহিলারা আর পাহাড়ে পাহাড়ে গরু-ছাগল চরানো বনজ সম্পদ সংগ্রহকারী মহিলারা।

তাই এক নতুন ভাবনার জন্ম হল, যাতে মহিলা পুরুষ হতে নানা প্রান্তের পরিবেশ ভাবনার পথিকদের মেলবন্ধনে চলমান বহমান হয় জীবন। অরণ্যকে গড়ে তুলে, বাঁচিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচতে দেওয়া ও বাঁচানোর অনন্য প্রয়াস। স্ব-সহায়ক দলের মায়েরা পাবেন দশটি করে ফলের চারা যথা আম, জাম, লিচু, জামরুল, কাঁঠাল, সবেদা ইত্যাদি। নিজেদের বাস্তুজমিতে মায়ের বসাবেন যত্নে বড় করবেন। সে গাছ অক্সিজেন জোগাবে, ছায়া দেবে ফল খেয়ে তার বীজ ফিঁকে দিতে হবে বাগানে জঙ্গলে। এ অ ভ্যাস তাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠবে, ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে উঠবে এ পবিত্র ভূমি। এই ভাবনার রূপায়ণ হবে এ গ্রাম হতে ও গ্রাম, এ -ডুংরি থেকে ও ডুরিং হয়ে তারাফেণী তথা সব নদীর দুই তেটে আবহামান। আর জঙ্গল ডুংরির খেঁদড়ে খেঁদড়ে পরিপুষ্ট হয়ে প্রাগৈতিহাসিক স্ব-মহিমায় গৌরবান্বিত হবে। বাঁচবে মা-ভূমি পরিবেশ মানুষ।

এ সময়ের অন্ধকারে আলোর পথ দেখাতে হাল ধরেছেন হপন মাঝি। ওরফে মনোরঞ্জন মাহাত। এক নতুন ভাবনার সূচনায় লালজল গ্রামের ৫টি স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর ৫০ জন মহিলাদের নিয়ে ভাবনার আদাল-প্রদান করে উদ্বুদ্ধ করলেন। মায়েরাও বুঝলেন, নতুন গাছ না বসালে তাদের আয়ের পথও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তখন বীজ সংগ্রহ, তসর কীট বা লাক্ষকীট তৈরি বা কুরকুট সংগ্রহ সবই ক্রমশ কমে সংসারে সংকট ডেকে আনবে।

(সৌজন্যে দৈ স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

বাংলাদেশে বন্যায় তিগ্রস্ত সড়ক-মহাসড়ক ঈদের আগেই সংস্কার : সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৪।। বন্যায় তিগ্রস্ত সড়ক-মহাসড়ক আসন্ন ঈদুল আজহার আগেই সংস্কার করা হবে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

তিনি বলেন,দেশের জেলা-উপজেলায় বন্যায় যে সমস্ত রাস্তাঘাট, সড়ক-মহাসড়ক তিগ্রস্ত হয়েছে তা ঈদের অন্তত এক সপ্তাহ আগেই সংস্কার শেষ করা হবে। ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় থেকে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে, এই কমিটি রাস্তাঘাটগুলোর সংস্কার কাজ তদারকি করবে।

ওবায়দুল কাদের বুধবার সচিবালয়ে ঈদুল আজহার প্রস্তুতি, বন্যায় তিগ্রস্ত সড়ক-মহাসড়ক সংস্কার এবং সমসাময়িক ইস্যু নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান।

গুজব রটিয়ে যাতে গণপিটুনির মতো ঘটনা আর না ঘটে সে বিষয়ে সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ইতোমধ্যে সরকারি ও দলীয়ভাবে আমরা বেশ কিছু পদপে নিয়েছি। গুজব রটিয়ে যাতে গণপিটুনির মতো কোনো ঘটনা না ঘটে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে সারাদেশে দলের নেতা-কর্মী ও সংসদ সদস্যদের (এমপি) নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, সারাদেশের দলীয় নেতাকর্মী ও এমপিদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে তারা মানুষকে সতর্ক ও সচেতন করতে সভা-সমাবেশ করেন।সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু ঘটনা ঘটছে। এসব ঘটনা সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কিনা, দেশকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আশা করছি এ রকম পরিস্থিতি আর হবে না। পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। একই সঙ্গে যারা এ ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে তাদের প্রত্যেককে আইনের আওতায় আনা হবে বলেও জানান তিনি।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে অতি আল্প সময়ের মধ্যে পার্শবর্তী দেশ থেকে কার্যকর ওষুধ আনতে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে বলা হয়েছে জানিয়ে সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, এ বিষয়ে আমি ঢাকার দুই মেয়রকে আরও দায়িত্বশীল হতে বলেছি। ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় দেশের হাসপাতালগুলোতে প্রতিদিনই রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। ডেঙ্গু মোকাবিলায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং ঢাকার উত্তর ও দণি দুই সিটি করপোরেশনের মেয়রদের সঙ্গে আলোচনা করেছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) অধিভুক্ত ৭ কলেজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, ৭ কলেজ অধিভুক্তির বিষয় শির্থীদের যে আন্দোলন, এই আন্দোলনের বিষয়ে আমরা সজাগ রয়েছি। এই বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীকে আমরা জানিয়েছি। তিনি আসলে বিষয়টি বিবেচনা করবেন। কিন্তু এর আগে তারা যেন রাস্তা অবরোধ করে মানুষকে কষ্ট না দেয়, জনদুর্ভোগ সৃষ্টি না করে। সেই ব্যাপারে তাদের অনুরোধ করছি, তারা যেন কাস ও পরীা বর্জনের পথ থেকে বিরত থাকে।তিনি বলেন, শিামন্ত্রীর স্বামী গুরুতর অসুস্থ তারপরও তিনি দু-একদিনের মধ্যে যারা আন্দোলন করছেন তাদের সঙ্গে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কাজেই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যে সমস্যার সমাধান করা যায়, সেখানে পথ অবরোধ করে জনগণকে দুর্ভোগে ঠেলে না দেয়ার পরামর্শ আমি তাদের দিচ্ছি।

জাতীয় সম্মেলনে মতাসীন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৪।।আগামী জাতীয় সম্মেলনে মতাসীন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে। দলের সভাপতিমণ্ডলী ও সম্পাদকমণ্ডলীতেও বেশ কিছু রদবদের সম্ভাবনা রয়েছে। কার্যনির্বাহী সংসদের এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ থেকে পুরানো অনেকে নেতাই বাদ পড়তে পারেন, যুক্ত হতে পারেন নতুন নেতারা।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দলে নতুন নেতৃত্ব তৈরি ও দ এবং যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তুলতেই এ উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে মতাসীন দলটি। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দলের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে পরিবর্তন আসবে ও পুরানোদের জাগায় নতুনরা স্থান পাবেন। দীর্ঘদিন যারা একই পদে আছেন তাদের অনেকেরই পদ পরিবর্তন হবে এবারের সম্মেলনে। এমনকি মন্ত্রিসভায় রয়েছেন এমন অনেককেও দলের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হতে পারে।

দলীয় সূত্র বলছে, চলতি বছরের অক্টোবরে আওয়ামী লীগের বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হবে। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতি তিনবছর পর আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের কথা। গত ২০১৬ সালের ২২ ও ২৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনে আওয়ামী লীগের বর্তমান কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ (কেন্দ্রীয় কমিটি) গঠিত হয়। মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগামী অক্টোবরেই সম্মেলনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছে দলটি।

আওয়ামী লীগের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের একাধিক নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দলে নতুন নেতৃত্ব তৈরি এবং নেতৃত্বকে দ ও যোগ্য করে গড়ে কেন্দ্রীয় কমিটিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হবে। এতে বিভিন্ন পদে রদবদল ও পুরনোদের সরিয়ে নতুনদের আনা হবে। দলের সভাপতিমণ্ডলীতে বর্তমানে যারা রয়েছেন সেখান থেকে ৪/৫ জনকে বাদ দেওয়া হতে পারে।তাদের সরিয়ে উপদেষ্টা পরিষদে নিয়ে যাওয়া হবে। এর আগে ২০০৯ সালের জাতীয় সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্যকে সরিয়ে উপদেষ্টা পরিষদে জায়গা দেওয়া হয়। ওই বছর সভাপতিমণ্ডলীর ও সম্পাদকমণ্ডলীসহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়।উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তরুণ ও নতুন মুখকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে নিয়ে আসা হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তখন পুরনো অনেকেই কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বাদ পড়েন। এবারের সম্মেলনেও তেমনটাই আনা হতে পারে।

দলীয় সূত্র আরও জানা যায়, বর্তমানে দলের কেন্দ্রীয় চার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে তিনজন টানা তিন মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছেন। গত সম্মেলনে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের একটি পদ বাড়িয়ে ৪টি করা হয়। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে তিন মেয়াদে দয়িত্বে থাকা তিনজনের আগামী কমিটিতে বাদ পড়ার সম্ভাবনা বেশি।তবে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক থেকে বাদ পড়লেও তাদের কেউ কেউ সভাপতিমণ্ডলীতে জায়গা পেতে পারেন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদকের পদ রয়েছে ৮টি।

এই পদগুলোতে দায়িত্বপ্রাপ্তদের ৬ জন টানা তিন মেয়াদে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ২০০৯ সালের সম্মেলনে পুরনো সব সাংগঠনিক সম্পাদকদের বাদ দিয়ে এই ৬ জনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারা হলেন,আহমদ হোসেন, আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, বিএম মোজাম্মেল হক, অ্যাডভোকেট মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ, আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন ও খালিদ মাহমুদ চৌধুরী।পুরনো এই ৬ জনের অধিকাংশকেই সংগঠনিক সম্পাদকের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে।তারা কেউ জায়গা পেতে পারেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে। অপর দুই সাংগঠনিক সম্পাদক চলতি মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছেন। তারা হলেন,একেএম এনামুল হক শামীম ও মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল। তাদের বর্তমান পদেই থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদ থেকে বাদ পড়া কারো কারো পদোন্নতি হতে পারে। আবার কেউ কেউ কার্যনির্বাহী সদস্য পদে স্থান পেতে পারেন। এছাড়া সম্পাদকমণ্ডলীর অন্য পদগুলোতেও পরিবর্তন আসবে। সাংগঠনিক সম্পাদকসহ সম্পাদকমণ্ডলীর বিভিন্ন পদে নতুন কিছু মুখ নিয়ে আসা হবে। আওয়ামী লীগের সিনিয়র একাধিক নেতা বলেছেন, এইসব পদে নতুন মুখ হিসেবে ছাত্রলীগ নেতৃত্বসহ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন এবং বর্তমানে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন এমন নেতাদের নিয়ে আসা হবে। নতুনদের আগামীতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে আনতে এই পরিবর্তন আনা হবে।

একটি স্বার্থান্বেষী মহল সুপরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশে গুজব ছড়াচ্ছে : আইজিপি জাবেদ পাটোয়ারী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৪।। পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ড় মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী বলেছেন, একটি স্বার্থান্বেষী মহল সুপরিকল্পিতভাবে দেশকে অস্থিতিশীল করতে গুজব ছড়াচ্ছে। শুধু দেশ নয়, দেশের বাইরে থেকেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ ধরনের পোস্ট শেয়ার করা হচ্ছে।

জাবেদ পাটোয়ারী বলেন, এপর্যন্ত গুজব রটনার অভিযোগে ৬০টি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট, ২৫টি ইউটিউব চ্যানেল ও ১০টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল বন্ধ করা হয়েছে।তিনি আরো বলেন, সারাদেশে গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন আট জন, যাদের কেউই শিশু অপহরণকারী ছিলেন না।

এমনকি যারা গণপিটুনিতে আহত হয়েছেন, তাদের কারও বিরুদ্ধে শিশু অপহরণের অভিযোগ পাওয়া যায়নি। গুজব ও গণপিটুনির অভিযোগে ৩১টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় ১০৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আইজিপি বুধবার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ সব কথা বলেন।আইজিপি বলেন,দেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রাকে রুখে দিতে স্বার্থান্বেষী একটি মহল এসব গুজব উসকে দিচ্ছে। তারা দেশে অস্থিরতা সৃষ্টিতে অন্য উপায়ে ব্যর্থ হয়ে এ পথ বেছে নিয়েছে।তিনি বলেন,বৃক্তের আড়ালে থেকে বা দেশের বাইরে থেকে অনেকে এ ধরনের গুজবের পোস্ট ছড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা তাদের শনাক্ত করার চেষ্টা করছি। ইতোমধ্যে গ্রেফতার হওয়া অনেকেই সরকারবিরোধী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে আমরা তথ্য পেয়েছি। এমনকি দুবাই থেকে এক ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ছড়াচ্ছেন, তিনি সরকারবিরোধী রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমরা তাকেও শনাক্ত করেছি।

তিনি বলেন, গণপিটুনি দিয়ে যারা মানুষ হত্যা করছে এবং গুজব ছড়াচ্ছে তাদের কাউকে ছাড় দেয়া হবে না। কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। যে যত বড় শক্তিশালীই হোক না কেন, আমরা কাউকে ছাড় দেবো না। প্রত্যেককে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

পুলিশ প্রধান বলেন,গুজবে বিভ্রান্ত হয়ে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে আপনি কিন্তু হত্যা মামলার আসামি হয়ে যাচ্ছেন। হত্যা মামলার আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তি হয়ে থাকে। যেখানেই থাকুন না কেন,আমরা আপনাকে খুঁজে বের করবো এবং সর্বোচ্চ শাস্তির জন্য আইনের আওতায় আনা হবে।

তিনি বলেন,বৃহস্পতিবার থেকে দেশজুড়ে গুজব বিরোধী সচেতনতা সপ্তাহ পালন করা হবে। এর অংশ হিসেবে প্রতিটি জেলা, থানা ও মেট্রোপলিটন এলাকায় পুলিশ সদস্যরা উঠান বৈঠক করবেন। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় গিয়ে শিক, শির্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে গুজবে আতঙ্কিত না হওয়ার প্রচারণা চালানো হবে।তিনি বলেন,সচেতনতা সপ্তাহের অংশ হিসেবে শুক্রবার জুমার নামাজের খুতবায় ইমামদেরকে গুজববিরোধী বয়ান করতে বলা হবে।

জাপার ঘরোয়া বিবাদ দেবর-ভাবিই মিটিয়ে ফেলবে : ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৪।। সংসদের প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টির নেতৃত্ব নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে তা 'দেবর-ভাবি' আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

বুধবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি বলেন,এটা তাদের নিজেদের ব্যাপার; বেগম রওশন এরশাদ ও জিএম কাদের তারা তো দেবর ভাবি। আমি আশা করি তারা নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান নিজেরাই বসাবসির মাধ্যমে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করবেন।

গত এপ্রিলে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদ অসুস্থ অবস্থায় নিজের ভাই জিএম কাদেরকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান করেন। গত ১৪ জুলাই এরশাদের মৃত্যুর পর এক সংবাদ সম্মেলনে পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে জি এম কাদেরের নাম ঘোষণা করা হয়।দলের মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ সেদিন ওই ঘোষণা দিয়ে বলেন, মৃত্যুর আগে এরশাদই এ সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন। কিন্তু এরশাদের স্ত্রী, পার্টির জ্যেষ্ঠ কো চেয়ারম্যান রওশন তা মানতে রাজি নন।সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে রওশন বলেন, জি এম কাদেরকে চেয়ারম্যান ঘোষণা করার আগে দলের প্রেসিডিয়াম সদস্যদের মতামত নেওয়া হয়নি। ফলে জি এম কাদের এখনও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানই আছেন।

ওই বিবৃতি 'বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়' মন্তব্য করে মঙ্গলবার সাংবাদিকদের বলেন, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ আমাদের পরিবারে পিতৃতুল্য ছিলেন, সেইভাবেই বেগম রওশন এরশাদ আমাদের মায়ের মত। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নির্দেশনায় ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেছি। এখনও পল্লীবন্ধুর নির্দেশনাতেই চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করছি।

গঠনতন্ত্রের ব্যত্যয় ঘটনার বিষয়ে জি এম কাদের বলেন,জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দ গঠনতন্ত্র অনুসরণ করেই চেয়ারম্যান ঘোষণা করেছেন। তারা যে নামেই সম্বোধন করবে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। জাতীয় পার্টিতে কাজ করাটাই আসল কথা। কোনো সমস্যা থাকলে আমরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান করব।

বুধবার এ বিষয়ে জাতীয় পার্টির জোটশরিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সাংবাদিকরা।উত্তর দিতে গিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন,

ছয়ের পাতায়

মিয়ানমার নাগরিকদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনে চীন সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা দেবে : রাষ্ট্রদূত

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৪।। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে নিজ বাসভূমিতে দেশটির সামরিক বাহিনীর চরম নৃশংসতার শিকার হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া মিয়ানমার নাগরিকদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনে চীন সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা দেবে।

বাংলাদেশে চীনের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত জাং জুও বুধবার বিকেলে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের সঙ্গে এ সৌজন্য সাাৎকালে এ কথা বলেন।রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদিন চীনের রাষ্ট্রদূতকে উদ্ধৃত করে বলেন,আমি নিজে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেছি। জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দুর্দশা আমি দেখেছি। চীন তাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেবে।

বাংলাদেশে সফলভাবে কার্যমেয়াদ সম্পন্ন করার জন্য রাষ্ট্রপতি চীনা রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যকার দ্বিপীয় সম্পর্ক খুবই চমৎকার এবং এ সম্পর্ক ধাপে ধাপে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক চীন সফর এবং এর আরো আগে চীনের প্রেসিডেন্ট লি জিনপিংয়ের বাংলাদেশ সফরের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন,এ সফর বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যকার সম্পর্ক জোরদার করেছে এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগসহ বিভিন্নক্ষে ত্র এ সম্পর্ক আরো সম্প্রসারিত হয়েছে।রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে চীন সরকারের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'এখানে চীনের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় অনেক মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা জাতীয় উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখছে।'

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে চীন সরকারের সহযোগিতার আশ্বাসের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি হামিদ আশা প্রকাশ করেন যে, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত এসব মিয়ানমার নাগরিক অনতিবিলম্বে নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণভাবে তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে সম হবে।জুও বাংলাদেশে অবস্থানকালে তার দায়িত্ব পালনে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য রাষ্ট্রপতি ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

রাষ্ট্রপতির সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম শামীম-উজ-জামান, রাষ্ট্রদূতের সহধর্মিনী ইয়াং ইয়ুয়ানচুন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও চীনা দূতাবাসের উর্ধতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রিয়া সাহাকে গ্রেফতার নয়, নিরাপত্তা দিতে প্রস্তুত : পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৪।। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সাাতের পরিপ্রেতে প্রিয়া সাহা বাংলাদেশে এলে তাকে গ্রেফতারের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি-না সেটা জানতে চেয়েছিল ওয়াশিংটন প্রশাসন। আমরা বলেছি তাকে গ্রেফতারের পরিকল্পনা আমাদের নেই।

বুধবার (২৪ জুন) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন এ কথা বলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও মাল্টা সফর শেষে বুধবার ঢাকায় ফিরেছেন।পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন,যুক্তরাষ্ট্র সরকার আয়োজিত মন্ত্রী পর্যায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলাম আমি। বাংলাদেশ সরকার থেকে চার সদস্যের প্রতিনিধি যোগ দেন। তবে প্রিয়া সাহা সেখানে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেননি।

ড় মোমেন বলেন,প্রিয়া সাহা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সাাতের পরিপ্রেতে বাংলাদেশে এলে তাকে গ্রেফতার বা মামলার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে কিনা যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অ্যালিস ওয়েলস আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন। আমি তাকে বলেছি, প্রিয়া সাহাকে গ্রেফতারের পরিকল্পনা আমাদের নেই। আমরা তার বিরুদ্ধে মামলাও করতে চাই না। আমরা তাকে নিরাপত্তা দিতেও প্রস্তুত।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে গত ১৭ জুলাই বাংলাদেশের নারী প্রিয়া সাহা অভিযোগ করেন, বাংলাদেশ থেকে ৩ কোটি ৭০ লাখ সংখ্যালঘু উধাও হয়ে গেছে। তার ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। মুসলিম উগ্রবাদীরা এটা করেছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।তার এ বক্তব্যে সমালোচনার ঝড় ওঠে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প থেকেও। প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকারও। এ পরিপ্রেতে মঙ্গলবার (২৩ জুলাই) সন্ধ্যায় প্রিয়া সাহা ইস্যুতে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল মিলার পররাষ্ট্র সচিব এম শহীদুল হকের সঙ্গে এক বৈঠকও করেন।

বাংলাদেশে পদ্মা সেতুর বিরোধীরা অপহরণ গুজব ছড়াচ্ছে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৪।। তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, পদ্মাসেতু ও দেশের চলমান উন্নয়নের বিরোধীরা শিশু অপহরণের গুজব ছড়াচ্ছে।

এই সব দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি সতর্ক করেন।

মন্ত্রী বুধবার তার মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।তিনি বলেন,যেসব দুষ্কৃতকারী এ ধরনের গুজব ছড়াচ্ছে সরকার তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনী পদপে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শুধুমাত্র শিশু অপহণের গুজবের উপর ভিত্তি করে গণপিটুনীকে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অত্যন্ত হৃদয় বিদারক উল্লেখ করে ড় হাছান বলেন, এ ধরনের ঘটনা বেআইনী।তিনি আরো বলেন, সম্প্রতি গণপিটুনীতে বেশ কয়েকজন নিরপরাধ লোক মারা গেছেন এবং এই ঘটনাগুলো হত্যাকা-।

পুলিশ তাদের রাজনৈতিক পরিচয় জানে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো ইতোমধ্যেই ৪৪ জনকে গ্রেফতার করেছে।তিনি বলেন, তার মন্ত্রণালয়ও শিশু অপহণের গুজবের উপর ভিত্তি করে গণপিটুনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক প্রচারণা চালাচ্ছে।

মতাসীন আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড় হাছান বলেন,কেউ অপহরণের একটিও প্রমাণ দেখাতে পারবে না। আমি সকলের প্রতি এই গুজবে কান না দেয়ার অনুরোধ করছি।দুষ্কৃতকারীদের সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, এ ব্যাপারে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করা উচিত।

সরকার প্রথম থেকেই মাইকিং করে এ ব্যাপারে পদপে নিয়েছে।এক প্রশ্নের জবাবে ড় হাছান বলেন, সরকার বন্যা দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করছে। কিন্তু বিএনপি ও গণফোরামের ত্রাণ কার্যক্রম শহরের প্রেসকাব ও নয়া পল্টন এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তিনি বলেন,আমি বন্যা দুর্গতদের সাহায্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালানোর জন্য বিএনপি ও গণফোরামের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।আওয়ামী লীগের এই আরো নেতা বলেন, সরকারের পাশাপাশি তার দলও বন্যা দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে।

দলের নেতাকর্মীরা বন্যা দুর্গত মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করছে।

ড় হাছান বলেন, আগামীকাল সাংবাদিক, সংবাদকর্মী ও সংবাদ সংস্থাগুলোর সাথে নবম ওয়েজবোর্ড রোয়েদাদ নিয়ে মন্ত্রিসভা কমিটির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকের পর সরকারি বিধি-বিধান অনুসারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায় পাঠানো হবে।

আমি কখনও ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলিনি : মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৪।। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আমি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে ল্য করছি যে, আমার নামে আবারও একটি ভুয়া ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে বিভিন্ন বক্তব্য, মন্তব্য ও মতামত প্রকাশ করা হচ্ছে।

আমি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, আমি কখনও কোনো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলিনি এবং আমার কোনো ভেরিফাইড ফেসবুক অ্যাকাউন্টও নেই। সুতরাং এই ভুয়া অ্যাকাউন্ট থেকে দেওয়া কোনো মতামতের সঙ্গে আমার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই এবং

ছয়ের পাতায়

১৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ত্রিপুরা মহিলা বিজেপি আগরতলা ওয়ার্ড অফিসে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

খাবারের তালিকায় থাকা জিনিসগুলিই ক্যান্সার ডেকে আনতে পারে

ক্যানসার আমাদের জীবনের এখন একটি অতি পরিচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে গলিতে এখন একটি দুটি করেক্যানসার আক্রান্ত দেখা যায়। চিকিৎসকদের বক্তব্য, দূষণকাজের ধরণ, খাওয়ারের রকমফেরই নাকি এই রোগের উৎস। বহু ক্ষেত্রে অতি সাধারণ জীবনযাপন করেও মুক্তি পাওয়াযাচ্ছে না এই মারণ ব্যাধী থেকে।তবে, আমরা যদি একটু নিজেদের পরিবর্তন করতে পারি তাহলে হয়তো বিপদের আশঙ্কা কিছুটা হলেও রোধ করা যাবে। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে প্রতিদিনের জীবনে আমরা যদি এই খাবারগুলিকে আমাদের খাওয়ারেরতালিকা থেকে বাদ দিতে পারি তাহলে ক্যান্সারে রোখা যায়।

এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কোন কোন খাবারে রয়েছে এই তালিকায়—

১) প্রসেস্ড মিট :কাজের সুবিধার জন্য আজকাল আমরা সব কিছুতেই প্যাকেজড ফুড বা টিন ফুডের ব্যবহার কারি। চটজলদি খাবার তৈরি করা যায়। সঙ্গে ঝঞ্ঝাটও কম এই ধরনের খাবারের ক্ষেত্রে। শাক-সব্জি থেকে মাছ, এমনকী মাংসও আমরা এভাবেই খাই । তবে সমীক্ষায় বলা হচ্ছে টিনড মিট বা প্রসেস্ড মিট -এ প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম নাইট্রেড থাকে। এই রাসায়নিক শরীরে ক্যানসার সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি বস্তু।

২) মাইক্রোওয়েভ পপকর্ন: ফাস্ট ফুড থেকে পটাটো ওয়েফার্স এমনকী পপকর্ন, তরুণ প্রজন্মের কাছে অতি পরিচিত এবং পছন্দের। গোটা দিনটাই তারা এগুলোর উপর কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু, মাইক্রোওয়েভে তৈরি করা পপকর্ণ শরীরে পারফ্লুওরকট্যানোইক অ্যাসিড তৈরি করে। আর এই অ্যাসিড অতি সহজেই ক্যানসারের তৈরির কারণ।

৩) রিফাইন্ড ময়দা ঃ প্যাকেটজাত ময়দা বা আটাও রয়েছে এই তালিকায়। প্রাচীণকালে বাড়িতে মা ঠাকুরদা গম কিনে কলোটা তৈরি করে আনতেন। আর এখন চটজলদি কাজের জন্য মিলছে প্যাকেট করা রিফাইন্ড আটা বা ময়দা। চিকিৎসকরা বলছেন এই আটা ময়দায় থাকে ক্লোরিন গ্যাস। আর তা থেকেই শরীরে তৈরি হতে পারে ক্যান্সার।

৪) রিফাইন্ড চিনি: রিফাইন্ড চিনি। এটি শরীরে নানা ধরনের রোগ তৈরি করার অন্যতম একটি উপাদান বলেমনে করেন চিকিৎসকরা। শরীরে জীবন্ত সেল অতি সহজেই নষ্ট করে দিতে পারে এই চিনি। আর তার ফলেই দেখা দিতে পারে ক্যান্সার। শুধু রিফাইন্ড চিনিই নয়, এই তালিকা রয়েছে রিফাইন্ড নবল ও রিফাইন্ড তেলও। এগুলি প্রতিটিই শরীরে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড তৈরি করে আর তাথেকেই ক্যানসারের উৎপত্তি হতে পারে বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা।

৫) চাষ করা মাছ: যে সব মাছ পুকুরে বা ভেরিতে চাষ করা হয়, সেই মাছ খেতে বারণ করছেন চিকিৎসকরা। মাছ আকারে বড় করতে এবং সুস্থরাখতে সেখানে দেওয়াবিভিন্ন ধরনের ওষুধ। আর এই ওষুধ থেকেই মানুষের শরীরে তৈরি হয় রোগ। বাসা বাধছে ক্যানসারের মতো রোগও।৬) কোল্ডড্রিঙ্ক ঃ বাজারে পাওয়াযায় বিভিন্ন ধরনের সফ্ট ড্রিঙ্ক। গরমে তেষ্টা মেটাতেই হোক বা ফাস ফুডের সঙ্গেই হোক ৮ থেকে ৮০ সকলেই এই সফ্ট ড্রিঙ্ক পছন্দ করেন। অথচ, চিকিৎসকদের মতে এই সব ড্রিঙ্ক-এ থাকে মারাত্মক ক্ষতিকারক সোডা। আর তা থেকেই ক্যানসারের মতো মারণ ব্যাধি বাসা বাধতে পারে শরীরে। শুধু সফ্ট ড্রিঙ্কই য়, নিষেধের তালিকায় রয়েছে কার্বাহিড দিয়ে পাকানো বিভিন্ন ফলও। এই কার্বাহিড থেকেই মানুষের শরীরে ঢুকতে পারে ক্ষতিকারক রাসায়নিক। ৭) প্যাকেটজাত আলুভাজা ঃ প্যাকেটজাত আলুভাজা বা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। বিভিন্ন খাবারের সঙ্গেই হোক বা মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখতে দেখতে, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই-এর কামড় ও সফ্ট ড্রিঙ্কে চুমুক দিতে সকলেরই বেশ লাগে। কিন্তু, এই কামড় ও চুমুকই আপনার শরীরে ডেকে আনতে পারে ক্যানসারের মতো মারাত্মক রোগকে। আপনার অজান্তেই আপনাকে ঠেলে দিতে পারে মৃত্যু মুখে। এর থেকে শরীরে ঢুকে পড়তে পারে ক্ষতিকারক অ্যাক্রিলামাইড অ্যাসিড।

অবসাদ কীভাবে কাটাবেন?

চাপ বাড়ছে মনের উপর। পাহাড় প্রমাণ মানসিক চাপের কারণে একসময় আপনি অবসাদে ভুগতে শুরু করছেন। কিন্তু সামান্য কটা জিনিস মেনে চললে, মানসিক অবসাদ কাটানো অনেক সহজ হয়ে উঠবে।

চোখ বন্ধ করে বুকভরে শ্বাস নিন। মাথা থেকে সব চিন্তা হটানোর চেষ্টা করুন।

দিনের শত ব্যস্ততার মাঝেও ৩০ মিনিট সময় বের করে নিন। ওই ৩০ মিনিট ধ্যান করুন।

শরীর সুস্থ থাকলেই মন ভালো থাকবে। তাই শরীর সুস্থ রাখুন। রোজ সকালে নিয়ম করে তাই যোগা বা জগিং করুন। ব্যায়ামও কতে পারেন। হাসি মন ভাল করে দেয়। প্রাণ খুলে হাসুন। পজিটিভ এনার্জি পাবেন।

অবসর সময়ে বিশ্রাম করে কাটিয়ে দেওয়া নয়। নিজের পছন্দের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। সময় করে ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝে দূরে ঘুরে আসুন। অপরিচিত জায়গা আপনাকে নতুন অক্সিজেন দেবে। একা বাড়ির মধ্যে বসে না থেকে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান।

কোনওভালো সালান বা স্পা পার্লালে গিয়ে বডি মেসেজ বা বডি স্পা করান।

এতেও যদি কাজ না হয়, নিজেকে বারবার বলুন, 'আমার থেকেও অনেকে খারাপ আছে। আমার যা আছে, অনেকের সেটুকুও নেই। আমি অনেক ভালো আছি।" সত্যিই, ভালো আছেন আপনি।

মানসিক চাপমুক্ত ও মন ভালো রাখতে একা থাকুন

একা থাকা মানেই অলস জীবন যাপন, দুশ্চিন্তা আর সময়ের অপচয় মনে করেন অনেকে। কিন্তু সলিটিউড আর লনলিনেস শব্দ দুটি কিন্তু ভিন্ন। বেশিরভাগই এ দু'টোকে এক বলে ভুল করেন। সলিটিউড অর্থ নির্জনতা যেখানে লনলিনেস মানে একাকিত্ব। একা থাকা মানেই একাকিত্ব নয়। নির্জনে শুধুমাত্র নিজেকে সঙ্গ দেওয়া একটি শারীরিক ও মানসিক চহিদা। এতে ফিজিক্যাল ও মেন্টাল রিল্যাক্সমেন্ট হয়।

লনলিনেটেস এর ফলশ্রুতিতে তৈরি হতে পারে মানসিক অবসাদ। কিন্তু মনোবিজ্ঞান বলে, সলিটিউড শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ফলদায়ক। জীবনকে আরও চিন্তাশীল, গতিশীল, সফল ও উৎপাদনশীল করতে দিনের একটি নির্দিস্ট সময় নির্জনেএকা থাকা উচিত বলে মনে করে মানসিক বিশেষজ্ঞরা। এর কিছু সফলতা রয়েছে।

চিন্তার জট মুক্তি

গবেষণায় দেখা গেছে, আমরা যেটুকু সময় নির্জনে একা থাকি সেসময় আমাদরে মস্তিষ্ক ভালো ভালো সিদ্ধান্ত তৈরি ও জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে এবং উদ্যম ফিরে আসে। যা কোলাহল বা লোকজনপূর্ণ স্থানে সম্ভব নয়।

মানসিক চাপ দূর

দৈনন্দিন কাজ, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, মিটিং, ইত্যাদিতে মস্তিষ্কে চাপ তৈরি হয়। দিনে নির্দিষ্ট সময়ে একা থাকুন। এ সময়টায় নিজের যা ভালো লাগে, যা ভালো অনুভব করেন তাই করুণ। ক্লান্তি দূর হয়ে শরীর ও মনে জোর ফিরে আসবে।

সূক্ষ্ম চিন্তা ও বিচারশক্তি

সারাক্ষণ অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বা আলোচনা করলেও অনেক সময় সমাধান পাবেন না। কারণ আপনার মস্তিষ্ক তথ্য নিতে থাকবে কিন্তু তা বিশ্লেষণের জন্য ভুল ঠিক বিচারের সময় প্রয়োজন। সে সময়টি নিন। ইতিবাচক চিন্তা ও সহজ জীবনবোধ নির্জনতা জীবনকে সহজ করে। সারাদিন কী কী করলেন, আপনার দিনের পরিকল্পনা কতোটুকু সফল হলো, কতোটুকু অসম্পূর্ণ থাকলো, সফল হতে আর কী করা যেতে পারে তা ভাবার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় দিনের এ ভাগটাই। এসবছাড়াও সম্পর্কের জটিলতা ও সমস্যাগুলো সমাধানের পথ হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ এ সময়টি। বিচ্ছিন্নতা আপনি একাধারে ঘরে বাইরে দায়িত্ব পালন করছেন। সামলে নিচ্ছেন বিভিন্ন ধারার সম্পর্ক দিনের যেকোনো একটি ভাগে নিজেকে সব বন্ধন থেকে মুক্ত করুন। নির্জন বারান্দায় সময় কাটান, ছাদে বা প্রিয় স্থানে একা সময় পার করুন। ভাবুন এই মুহূর্তে আপনি একমাত্র সত্ত্বা যাকে আপনি চেনেন ও জানার চেষ্টা করছেন। দেখবেন ধীরে ধীরে আপনার সব সমীকরণগুলো মিলে যাবে।একটুখানিই তো সময়, এরপর না হয় ফের যুক্ত হবেন প্রিয় মানুষদের সঙ্গেও ব্যস্ত পৃথিবীতে। ভালো থাকুন।

সুষম খাদ্যের মধ্যে কি ধরনের উপাদান থাকে

বাজার অনেক নানারকম ফল পাওয়া যায়। এনজাইম, মিনারেল, ভিটামিন, প্ল্যান্ট ফাইটোকেমিক্যালে ভরপুর ফল শরীরকে ভাল রাখতে সাহায্য করে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপন করছি আমাদের চারপাশে পাওয়া যায় এমন কিছু ফলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

সুষম খাবার কি?

যে খাদ্যে ভিটামিন, শর্করা, আমিষ, চর্বি, লবণ ও জলের এই ছয়টি উপাদান থাকে।

আমিষ বা প্রোটিন—

প্রোটিন, শ্বেতসার আর স্নেহ পদার্থ আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এরা আমাদের শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে।

বাজারে ওষুধ আকারে বিভিন্ন খনিজ লবণ সমৃদ্ধ ও ভিটামিন ওষুধ কিনতে পাওয়া যায়। তবে আমাদের দেশীয় বিভিন্ন ফল ও শাকসবজি গ্রহণের মাধ্যমে এসব ভিটামিন ও খনিজ লবণ অতি সহজে, সুলভ মূল্যে গ্রহণ করাই বাঞ্চনীয়। কারণ শাকসবজি ও ফলমূল সরাসরি গ্রহণ করলে শরীরের পুষ্টি ও উপকারিতা বেশি পাওয়া যায়।

শর্করা বা শ্বেতসার —

শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাবারগুলো হচ্ছে চাল, আটা, ময়দা, আলু, গুড় চিনি ইত্যাদি।

স্নেহ বা তেলজাতীয় খাদ্য—

ঘি, মাখন, তেল, চর্বি ইত্যাদি চর্বি বা স্নেহজাতীয় খাবার। ভিটামিন। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক সুস্থতা রক্ষায় প্রয়োজন ভিটামিন। এই ভিটামিন আবার এ বি, সি, ডি কে এবং ইত্যাদি নামে পরিচিত। আর এসব ভিটামিন আমরা সহজেই সরাসরি গ্রহণ করতে পারি বিভিন্ন ফলমুল, শাকসবজি ও বিভিন্ন সুগন্ধি মসলাজাতীয় দ্রব্যের মাধ্যমে। দেশী ফলে এসব ভিটামিন প্রচুর রয়েছে। সাধারণ দেশীয় ফলে, যেমন— কলা, পেঁপে, পেয়ারা, বেল, আম, জাম কাঁঠাল প্রভৃতি ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল। খনিজ লবণ--- ক্যালশিয়াম সর্বাধিক পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি খনিজ লবণ। ক্যালসিয়াম আমাদের হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত ও শক্তিশালী করে, ক্ষয়রোধ করে এবং আর্থ্রারাইটিস, বাত জাতীয় রোগের সাথে লড়াই করে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের ক্যালসিয়ামের অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়াও আয়োডিন গলগন্ড, দুর্বলতা, স্তন ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে থাকে। কডলিভার অয়েল, বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ, আয়োডিন মিশ্রিত খাবার লবণ হতে খুব সহজেই আয়োডিন পাওয়া যায়। কডলিভার অয়েলে আয়োডিন ছাড়াও আাছে একটি মুল্যবান উপাদান ভিটামিন এ যা অন্ধত্ব ও রাতকানা প্রতিরোধ করে। এছাড়া আরো আছে ক্যালশিয়াম যা শিসুদের হাড় ও দাঁত মজবুত করে।

জল— সব খাদ্যে কমবেশি জল থাকে। খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক ও শোষণ করতে জলের প্রয়োজন। জল রক্ত তরল রাখে এবং মলমূত্রের সাথে দূষিত পদার্থ দেহ থেকে বের করে দেয়। মানুষের দেহের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জল। জলের অভাবে হজমে সমস্যা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়।

এবার ঘরোয়া উপায়ে সাইনাসের ব্যথা সমাধান করুন!

বিনোদন ডেস্ক : ব্যথা যদি হয় সাইনাসের, প্রতিকারের জন্য রয়েছে ঘরোয়া পদ্ধতি। সাইনাস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মাথার ভেতর দপদপ করে, কপাল, গাল ও চোখেও চাপ অনুভব করেন। এই রোগ সংহভাগ ক্ষেত্রেই ভাইরাসের কারণে হয়ে থাকে, তাই বিশেষজ্ঞরা অ্যান্টি-বায়োটিক ওষুধ সেবনের পরামর্শ দেন।এই ওষুধ ছাড়াও সাইনাসের ব্যথা কমাতে ঘরোয়া প্রতিষেধক ব্যবহার করা যায়। আর এই পদ্ধতিগুলো নিয়ে স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে কয়েকটি পন্থা এখানে জানানো হল।মুখের ভেতরের "ক্যাভিটি" বা খালি জায়গাগুলোতে অতিরিক্ত "মিউকাস" বা শ্লেষ্মা জমে গেলে সেখান থেকে সাইনাসের জটিলতা দেখা দেয়। অন্য ভাষায় বলা যায়, "মিউকাস মেমব্রেইন"য়ে প্রদাহ হওয়ার কারণে এই অসহ্য ব্যথা ও চাপ দেখা দেয়। সমাধানভাপ নেওয়া: নাকের "ক্যাভিটি" বা খালি স্থানে এবং "সাইনাস"য়ের যাতায়াতের পথে "মিউকাস" বা শ্লেষ্মা জমে শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে গরম জলের ভাপ গ্রহণ করলে এই জমে থাকা "মিউকাস" পাতলা হবে এবং এর স্বাভাবিক অপসারণ সহজ হবে।গরম জল দিয়ে স্নান করার সময় লম্বা শ্বাস নিলে উপকার পাওয়া যায়। আবার একপাত্র জল গরম করে তার উপর মুখ রেখে নাক দিয়ে শ্বাস নিলেও কাজ হয়। বাষ্প আটকে রাখার জন্য মাথা থেকে লম্বা তোয়ালে ঝুলিয়ে গরম পানির পাত্র ঢেকে রাখতে হবে। চাইলে ওই গরম জলে কয়েক ফোঁটা "এসেন্সিয়াল অয়েল" মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে।গরম সেঁক দেওয়া: মুখের যে স্থানে সাইনাসের চাপ অনুভব হচ্ছে সেখানে এক টুকরা গরম কাপড় দিয়ে চাপ দিলে আরাম পাওয়া যায়। চোখ ও নাকের উপর সেঁক দিলে বন্ধ নাক খুলে যায।ঝাল খাবার: শুনতে অবাক লাগলেও ঝাল খেলে সাইনাসের সমস্যার সাময়িক সমাধান পাওয়া যায়। ঝাল লঙ্কা থাকে "ক্যাপসাইসিন" নামক উপাদান যা প্রাকৃতিক ব্যথানাশক। আর এই উপাদানের কারণে ঝাল খেলে নাক দিয়ে জল আসে।গুনগুনিয়ে গান গাওয়া: আঙ্কেল গুড্ডুম হয়ে যাওয়া এই উপায়ও নাকি কার্যকর, দাবি করেছেন কিছু সুইডেনের বিশেষজ্ঞ। এক মিনিট বা তারও বেশি সময় প্রিয় গানটি গুনগুনিয়ে গাইলে সাইনাসজনীত মাথাব্যথা কমে। এর কারণ হল গুনগুনিয়ে গান গাওয়ার কারণে বাতাসের প্রবাহ বাড়ে, যা সাইনাস পরিষ্কার রাখে।জল পান: যত বেশি জল পান করবেন, মিউকাস বা শ্লেষ্মা ততই পাতলা থাকবে। আবার পর্যাপ্ত জল পান করলে সাইনাস আর্দ থাকবে, ফলে ভালো অনুভব করা যাবে। আর গলা শুকিয়ে যায় এমন যেকোনো খাবার বা পানীয় থেকে বিরত থাকতে হবে।দারুচিনি: এই মসলায় রয়েছে প্রদাহরোধক গুণ। সাইনাসের ব্যথা অতিরিক্ত হয়ে গেলে দারুচিনিতে মধু মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

দর্শক ভালো ছবি চায়, সহজ চিত্রনাট্য পছন্দ করি না: আয়ুষ্মান খুরানা

মহানগর ওয়েবডেস্ক: "এই মুহূর্তে জীবনের সবথেকে ভালো সময় কাটাচ্ছি। কেরিয়ারে কোনও চাপ নেই। এইসবের পেছনে রয়েছে আমার কাজ যা দর্শকরা পছন্দ করছেন" বলে জানালেন অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানা। তিনি বলেন, আমি আশা করছি সিনেমা এবং মানুষের মধ্যে যে মেলবন্ধন রয়েছে তা যেন বক্স অফিসে ভালো ছাপ ফেলে।

বক্স অফিসে অভিনেতার প্রত্যেকটা ছবি সুপারহিট। শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি "আর্টিকেল ১৫" বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করেছে। তাঁর মতে, দর্শক এখন ভালো ছবি দেখতে পছন্দ করছেন, গল্প, চিত্রনাট্য যদি ভালো হয়, সেই ছবি দেখতে বাধ্য তারা। আয়ুষ্মান বলেন, আমি কখনই সহজ চিত্রনাট্য গ্রহণ করি না। একটু কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং বিষয়ে কাজ করতে ভালো লাগে।তিনি বলেন, কেরিয়ারের শুরু থেকে এখনও অবধি সহজ চিত্রনাট্য গ্রহণ করিনি এবং পছন্দও করি না। আমি জানি না সহজ ছবি কী।

ছবি নিয়ে ঝুঁকি নিতে পছন্দ করি কারণ, নিজের ওপর বিশ্বাস আছে আমি পারব।

ছবিতে কাহিনির মাধ্যমেই মানুষ থিয়েটারে ছুটে আসবে এবং দর্শকেরা এখন ভালো ছবি দেখতে পছন্দ করে বলে জানান অভিনেতা। "দাম লাগা কে হাইশা", "শুভ মঙ্গল সাবধান", "বাঁধাই হো, "আন্ধাধুন" এবং "আর্টিকেল ১৫"-এর মতো ছবিতে আয়ুষ্মান অসাধারণ অভিনয় করেছেন। তিনি জানান, এই সব ছবির পেছনে গল্প রয়েছে। "শুভ মঙ্গল" এবং "বাঁধাই হো" আমার জীবন পালটে দিয়েছে। সমকামীতা নিয়ে মানুষের যে চিন্তাভাবনা রয়েছে তা বদলাতে শুরু করেছে। "বাঁধাই হো" ছবিতে এমন একজন দম্পতির কাহিনি দেখানো হয়েছে যা দেখার পর সমাজ অনেকটাই বদলে যাবে বলে মত আয়ুষ্মানের। তবে বলিউডের ব্যস্ততম অভিনেতাদের মধ্যে একজন হলেন তিনি।উল্লেখ্য, "ড্রিম গার্ল", "বালা", "গুলাবো সিতাবো", এবং "শুভ মঙ্গল জায়দা সাবধান" ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে। ইতিমধ্যেই তিনি "বালা" ছবির শ্যুটিং শেষ করে ফেলেছেন। "গুলাবো সিতাবো"-তে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে কাজ করছেন আয়ুষ্মান খুরানা।

কার আদলে সিম্বা, বাস্তবের সেই সিংহশাবককে চেনেন?

সিম্বাকে দেখে এলেন? না পরিকল্পনা করছেন এই সপ্তাহের শেষে বাড়ির বাচ্চাদের সঙ্গে সিম্বার পরিচয় করিয়ে দেবেন? তবে তার আগে চিনে নিন বাস্তবের সেই সিম্বাকে, যাকে দেখে অ্যানিমেটররা পর্দার সিম্বাকে এত সুন্দর করে পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তার "বাড়ি" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডালাস চিড়িয়াখানায়।ডালাস চিড়িয়াখানার যে সিংহ শাবককে সামনে রেখে পর্দায় সিম্বাকে আঁকার কাজ শুরু হয়েছিল তার নাম "বাহাতি"। তখন তার বয়স ছিল মাত্র এক মাস।"দ্য লায়ন কিং" মুক্তির দিনই ডালাস চিড়িয়াখানার ফেসবুক পেজে একটি ১৩ সেকেন্ডের ভিডিয়ো প্রকাশ করা হয়। ভিডিয়োর শিরোনাম দেওয়া হয়েছে "বাহাতি না সিম্বা?"ছোট্ট এই ভিডিয়োটিতে দেখা যাচ্ছে, একটি সিংহ শাবক মাথা ঘোরাচ্ছে, গর্জন করার চেষ্টা করছে। এই সবই ফুটে উঠেছে অ্যানিমেটেট সিম্বার মধ্যে। তাই পর্দাতে আপনি বার বারমিল খুঁজে পাবেন বাহাতির সঙ্গে সিম্বার।ভিডিয়োটি প্রকাশ পাওয়া মাত্রই তা সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। পর্দার সিম্বার মতোই ভালবাসা পাচ্ছে বাহাতি। ইতিমধ্যেই ডালাস চিড়িয়াখার তরফে প্রকাশিত ভিডিয়োটি ৫৩ হাজারের বেশি বার দেখা হয়েছে।ভিডিয়োটির সঙ্গে পোস্টে লেখা হয়েছে, যখন দ্যলায়ন কিং

তৈরির জন্য ভিডিয়ো তুলে ডিজনিকে দেওয়া হয়। তখন বাহাতির বয়স ছিল মাত্র এক মাস। সেই সময় বাহাতি কী ভাবে টলমল পায়ে হাঁটত, তার মুখ থেকে কী ভাবে দুধের ফেঁটা ঝরে পড়ছে, সব কিছু ক্যামেরাবন্দি করে পাঠানো হয় ডিজনিকে। এই ভিডিয়ো দেখে ডিজনির অ্যানিমেটররা সিম্বাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।ভাবছেন এখন বাহাতির বয়স কত? চিড়িয়াখানার তরফে জানানো হয়েছে, সেদিনের সেই ছোট্ট বাহাতি আজ পরিণত সিংহ, বয়স দু" বছর।

বুধবার তুইসিন্দ্রাইবাড়ি মুক্ত মঞ্চে আয়োজিত জনসমাবেশে বিজেপির কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

অসহিষ্ণুতার চিঠিকে স্বাগত জানালেন মমতা

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি.স.) : দেশে 'অসহিষ্ণুতা' নিয়ে ৪৯ জন বুদ্ধিজীবীর চিঠিকে স্বাগত জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
জয় শ্রী রাম'-এর নামে গণপিটুনি থামান। সেই সঙ্গে বন্ধ করুন সংখ্যালঘু এবং দলিতদের উপর নিগ্রহ। কার্যত এভাবেই নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিলেন দেশের ৪৯ জন বুদ্ধিজীবী। তাঁদের দাবি গণপিটুনিতে দোষীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে হবে। আর এই ইস্যুতে বিতর্ক শুরু হলেও বুদ্ধিজীবীরা পাশে পেয়ে গিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বুধবার এক অনুষ্ঠানের পাশে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন, সঙ্গত কারণেই সরব হয়েছেন বুদ্ধিজীবীরা। এটা একেবার উচিত সময়। সবাই জানে দেশে কী চলছে।
দেশে কী হচ্ছে, কেমনভাবে হচ্ছে তা সকলেরই জানা। আমি সকলকেই সম্মান করি।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, যারা চিঠি দিয়েছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে সমর্থন করেন না, আবার কেউ সমর্থন করেন। কিন্তু তাতে কিছুই এসে যায় না। কারণ এটাই ব্যক্তি স্বাধীনতা। তবে ওদের এই আশঙ্কার একটা সঙ্গত কারণ রয়েছে। তাই এই চিঠি দেওয়া হয়েছে। আশা করব সরকার এই নিয়ে সদর্থক ভূমিকা নেবে।
চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'দুঃখজনকভাবে বর্তমানে উস্কানিমূলক যুদ্ধের স্লোগানে পরিণত হয়েছে জয় শ্রী রাম। যার ফলে দেশ তথা প্রতিটি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে। ধর্মের নাম করেই বহু গণপিটুনির ঘটনা ঘটছে। যা সভ্য সমাজের কাছে একেবারেই কাঙ্খিত নয়'।
এদিনের চিঠিতে সই করেছেন আদুর গোপালকৃষ্ণণ, মণি রত্নম, অপর্ণা সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক সেন, অনুরাগ কাশ্যপ, বিনায়ক সেন, কঙ্কণা সেনশর্মা, শ্যাম বেনেগাল, শুভা মুদগল, রূপম ইসলাম, অনুপম রায়, অঞ্জন দত্ত, গৌতম ঘোষের মতো বিশিষ্টজনেরা। কেন্দ্র তথা মোদি সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে অবিলম্বে ধর্মের নামে এই উন্মাদনা বন্ধ করার অবেদন জানিয়েছেন সমাজের বিবিধ ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। চিঠিতে সই করেছেন চিত্র পরিচালক, অভিনেতা, লেখক, সাহিত্যিক, ফ্যাশন ডিজাইনার, সমাজসেবী, চিকিৎসক, পরিবেশবিদ, ভাস্কর, গায়ক, শিক্ষাবিদরা। দেশে ধর্মের নামে যে অসহিষ্ণুতা তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

তিন বাবা ও এক বাচ্চা- জট তো খুলতে হিমসিম পুলিশ

কলকাতা,২৪ জুলাই (হি স) :তিন বাবা ও এক বাচ্চা- জট তো খোলেই নিউ বুধবার এক অর্থে তা আরও ঘোরালো হয়েছে।
দীপঙ্কর পাল, হর্ষ ক্ষেত্রী, প্রদীপ রায়- তিনজন 'বাবা'। সকলেই দাবি করেছিলেন,— শনিবার বেসরকারি হাসপাতালে স্বপ্না মিত্রর জন্ম দেওয়া শিশুকন্যার বাবা তিনিই।পরিস্থিতির জট কাটাতে স্বপ্না মিত্রকে রাতভর পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে। সেখানেই তিনজন তিন জনের মধ্যে এক জনকে নিজের স্বামী হিসেবে জানায়। স্বপ্নার স্বামী হর্ষ যে শিশুটির বাবা,সে কথা মঙ্গলবারই হাসপাতালকে জানায় পুলিশও। কিন্তু বুধবার সকালেই ফের বাঁক নেয় ঘটনা।
বুধবার সকালে স্ত্রী এবং কন্যাকে নিতে হর্ষবাবু হাসপাতালে যান। টাকাপয়সা মিটিয়ে,স্ত্রী স্বপ্না ও তাঁর সন্তানকে নিয়ে বেরিয়ে আসার পরেই স্বপ্না আচমকাই জানিয়ে দেন,হর্ষর সঙ্গে তিনি কোথাও যাবেন না। এর পর একপ্রকার দৌড়ে উঠে পড়েন একটি অটোতে। সংবাদমাধ্যম তাঁকে ঘিরে ধরলে স্বপ্নার বলেন, "আমার তো কোনও সমস্যা নেই বাচ্চাকে নিয়ে। আমি কোনও মিডিয়া ডাকিনি,পুলিশও ডাকিনি।" আর ঠিক এর পরেই অটোতে করে চলে যান তিনি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান,হর্ষবাবু বোঝানোর চেষ্টা করেন স্বপ্নাকে। কিন্তু লাভ হয়নি। উল্টে স্বপ্না হুমকি দেন পুলিশ ডাকবেন বলে।স্বপ্না চলে যাওয়ার পরে কার্যত অসহায়ভাবে তখনও হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন হর্ষবাবু। তিনিই বলেন, "আমিই ওর স্বামী। আমিই ওর সন্তানের বাবা। ওকে বাড়ি নিয়ে যাব বলে এসেছিলাম,সব ঠিক ছিল। কিন্তু ও পুলিশ ডাকার কথা বলে চলে গেল"। হর্ষবাবুর অভিযোগ,তাঁকে স্বপ্নার মা ও দীপঙ্কর পাল হুমকি দিচ্ছেন। তবে তিনিও আইনি পদক্ষেপ করবেন বলে জানান।
প্রসঙ্গত,গত শনিবার বিকেলে হুগলির উত্তরপাড়ার বাসিন্দা ২১ বছরের স্বপ্না মিত্রকে নিয়ে গাঙ্গুলিবাগানের আইরিস হাসপাতালে আসেন দীপঙ্কর পাল। নিজেকে স্বপ্নার স্বামী বলে পরিচয় দিয়ে গর্ভবতী স্বপ্নাকে সেখানে ভর্তি করেন তিনি। হাসপাতালের বিলেও স্বামী হিসেবে লেখা হয় দীপঙ্করের নাম। স্থানীয় রবীন্দ্রপল্লির বাসিন্দা এই দীপঙ্কর। রবিবার অস্ত্রোপচার করে একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন স্বপ্না। এর পর রবিবার সকালে হাসপাতালে এসে উপস্থিত হন নিউটাউনের ভিস্তা গার্ডেনের বাসিন্দা হর্ষ ক্ষেত্রী। এর পর সোমবার সন্ধ্যায় ফের প্রদীপ রায় বলে এক ব্যক্তি এসে দাবি করেন, তিনিই নাকি স্বপ্নার ওই সন্তানের বাবা। এই তিন বাবাকে নিয়ে এখনও দ্বন্দ্ব কাটেনি।
সন্তানের বাবা কে?না,এ কোন যাত্রাপালার নাম নয়! গাঙ্গুলিবাগানের এক বেসরকারি হাসপাতালে এক সদ্যোজাত কন্যাসন্তানের বাবার পরিচয় নিয়ে তৈরি হয়েছে এই অভূতপূর্ব বিতর্ক। আর তা নিয়ে শোরগোল পড়েছে গোটা শহরে। দীপঙ্কর পাল,হর্ষ ক্ষেত্রী এবং প্রদীপ রায়এই তিন ব্যক্তিই ওই সদ্যোজাতের বাবা বলে দাবি করলেও পুলিসের কাছে শেষমেশ প্রসূতি জানিয়েছেন,হর্ষই তাঁর স্বামী। তিনি তাঁর সন্তানের বাবাও। কিন্তু,তার পর ঘটে বুধবার সকালের ঘটনা।
বিতর্কিত এই ঘটনায় কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না পুলিস। তারা জানিয়েছে,ওই তিন দাবিদারের সঙ্গে শিশুর ডিএনএ ম্যাচ করে দেখা হবে। সেই রিপোর্ট যা বলবে,— দুয়ের শিশুটি তাঁর পরিচয় পাবে। ঠিক সেই কারণে পিতৃত্বের অন্যতম দাবিদার হর্ষ ক্ষেত্রীর নামে বাচ্চার জন্মের কাগজপত্র তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হলেও,পুলিসের আপত্তিতে সেই কাজ বন্ধ হয়ে যায়।
সূত্রের খবর,শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ গাঙ্গুলিবাগানের রবীন্দ্রপল্লির বাসিন্দা পরিচয় জানিয়ে ২১ বছরের ওই প্রসূতি ওই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতে আসেন। ডাঃ সীমা সুরানা নামে এক চিকিৎসকের অধীনে তাঁর চেক-আপ চলছিল। তাঁরই অধীনে ভর্তি হন ওই তরুণী। ভর্তির সময় সঙ্গে ছিলেন দীপঙ্কর পাল নামে এক ব্যক্তি। আর ছিলেন তাঁর মা। ভর্তির কাগজপত্রে নিজেকে স্বামী পরিচয় দেন সঙ্গে আসা দীপঙ্কর। যখন প্রসব প্রক্রিয়া চলছে,এমন সময়ে ঘটে চমকপ্রদ ঘটনা। হন্তদন্ত হয়ে হাসপাতালে আসেন হর্ষ ক্ষেত্রী নামে নিউটাউন-রাজারহাট এলাকার এক বাসিন্দা। বলেন,তিনিই আসল স্বামী। দু'জনের বিয়ের শংসাপত্রও দাখিল করেন। এই বিতর্কের মধ্যে সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন প্রসূতি।
এর পরে শুরু হয় বিতর্ক। হর্ষ এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দু'জনেই পুলিসের দ্বারস্থ হয়। মায়ের কেবিনের পাশে নিরাপত্তা রক্ষীদের বসিয়ে,— সেখানে সবাইকে ঢুকতে বারণ করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সোমবার সন্ধ্যায় এক অন ডিউটি মেডিক্যাল অফিসারের উপস্থিতিতে মহিলার বয়ান নথিভুক্ত করে পুলিস। সেখানে ওই তরুণী দাবি করেন,দীপঙ্কর নন,হর্ষই তাঁর সন্তানের বাবা।নাটক আরও নাটকীয় মোড় নেয়,যখন প্রদীপ রায় নামে আরও এক ব্যক্তি সোমবার বিয়ের কাগজপত্র এনে পুলিসের কাছে দাবি করেন,— দীপঙ্কর বা হর্ষ নন,কন্যার আসল বাবা তিনিই।
পুলিস সূত্রের খবর,বয়ানে ওই তরুণী জানিয়েছেন,তাঁর বাড়ি উত্তরপাড়ায়। হর্ষের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু হর্ষের বাড়ি থেকে তা না মানায় তিনি গাঙ্গুলিবাগানে ঘরভাড়া নিয়ে থাকতেন। হর্ষই তাঁর মেয়ের আসল বাবা। যাকে নিয়ে এত কাণ্ড,সে কিন্তু রয়েছে বহাল তবিয়েতে।

অসহিষ্ণুতা নিয়ে বিদ্বজনের চিঠি খারিজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি. স.) : 'দেশে গণতন্ত্র অক্ষুণ্ণ', বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে খারিজ করে দেওয়া হল অসহিষ্ণুতা ও গণপিটুনি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেওয়া বিদ্বজনেদের চিঠি। দলিত ও মুসলিমদের ওপর গণপিটুনির ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোট ৪৯ জন বুদ্ধিজীবী চিঠি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে। ২৩ জুলাই তারিখের সেই চিঠি নরেন্দ্র মোদীর দফতরে পৌঁছায় বুধবার। যে কোনও ধরনের হিংসাত্মক ঘটনায় জামিন ব্যতিরেকে যাবজ্জীবন সাজার দাবি জানিয়েছিলেন বুদ্ধিজীবীরা। গায়িকা শুভা মুদগল, অভিনেত্রী ও পরিচালক কঙ্কণা সেন শর্মা, পরিচালক মণি রত্নম, শ্যাম বেনেগাল এবং অনুরাগ কাশ্যপ সহ আরও অন্যান্য ক্ষেত্রের মোট ৪৯ জন তারকার সাক্ষর রয়েছে ২৩ জুলাইয়ের ওই চিঠিতে। এঁদের মধ্যে ছিলেন অপর্ণা সেন, কৌশিক সেন, গৌতম ঘোষ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের মত ব্যক্তিত্ব। ছিলেন চিত্র পরিচালক কেতন মেহতা, অঞ্জন দত্ত, অনুপম রায়, আদুর গোপালকৃষ্ণণ, রূপম ইসলাম, ঋদ্ধি সেন, ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ প্রমুখরাও। কিন্তু এদিন বিকেলেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই চিঠির উত্তরে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, 'দেশে গণতন্ত্র অক্ষুণ রয়েছে। সাংবিধানিক সব ধরণের মৌলিক অধিকার মানুষ ভোগ করেন। কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা নেই।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এদিন জানিয়ে দিয়েছে, 'শিল্পী, ঐতিহাসিক ও লেখকরা তাঁদের চিঠিতে যে দাবি করেছেন তা পুরোপুরি অসত্য। এরকম উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। ভারত নিজের গণতান্ত্রিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ রূপ এখন বজায় রেখেছে, ভবিষ্যতেও তাই রাখবে।' কেন্দ্রের মোদী সরকার দেশের নাগরিকদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছে বলে জানিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। বুধবার রাজ্যসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী জি কিষণ রেড্ডি ২০১৪ সালে মোদী সরকারের ক্ষমতায় আসার পর কোনও সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা ঘটেনি বলে দাবি করেন। তবে এদিন গণপিটুনির সংখ্যা বাড়ার প্রসঙ্গ তোলেন কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ। লোকসভায় এদিন ইউএপিএ বিল নিয়ে সমালোচনার সময় শহরাঞ্চলের মাওবাদ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, শহুরে মাওবাদীদের প্রতি কোনও ভাবেই নমনীয় মনোভাব পোষণ করবে না কেন্দ্র। মাওবাদকে কোনও ভাবেই আদর্শগত ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। যেখানে বিদ্বজনেদের চিঠিতে উল্লেখ ছিল শহুরে নকশালের প্রসঙ্গও। ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'সরকারের সমালোচনা করার অর্থ দেশের সমালোচনা নয়। ক্ষমতাসীন দলের সমালোচনা ছাড়া গণতন্ত্র হয় না। সুতরাং, সরকার বিরোধী অবস্থানকে দেশদ্রোহী মনোভাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া ঠিক না। তাই, "দেশবিরোধী" বা "শহুরে নকশাল"-এর তকমা দেওয়াটা বন্ধ হোক। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের মধ্যে "রাম"নাম অত্যন্ত পবিত্র। তাই রামের নামে ধর্মীয় হিংসা ছড়ানো বন্ধ হোক।' চিঠিতে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্যের ভিত্তিতে বলা হয়, ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০১৮ সালের ২৯ অক্টোবরের মধ্যে ধর্মের ভিত্তিতে ২৫৪ জনকে অপরাধী, ৯১-এর হত্যা, ৫৭৯ জন আহত হয়। চিঠি অনুযায়ী, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী পদে যখন নরেন্দ্র মোদী ছিলেন তখন এমনই অপরাধের মাত্রা ছিল ৯০ শতাংশ।সমাজকর্মী অনুরাধা কাপুর থেকে চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ, ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ থেকে মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী রত্নাবলী রায়, পরিবেশকর্মী বনানী কক্কর থেকে ডিজাইনার চিত্রা সরকার সহ ৪৯ জন সামিল ছিলেন ওই চিঠিতে।

কেন জোর করে বলানো হচ্ছে জয় শ্রী রাম, প্রশ্ন অপর্ণার

কলকাতা,২৪ জুলাই (হি.স.): দেশজুড়ে বেড়ে চলা অসহিষ্ণুতার ঘটনায় সরব হলেন দেশের বিদ্বজ্জনেরাও ।একাধিক ইস্যু নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি পাঠালেন দেশের বিদ্বজ্জনেরা ঊ চিঠি পাঠানোর পর বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে পরিচালক তথা অভিনেত্রী অপর্ণা সেন প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন "কেন জোর করে বলানো হচ্ছে জয় শ্রী রাম"
এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে অপর্ণা সেন আরও বলেন, 'কেন একজন ভিন্ন ধর্মের মানুষকে জোর করে জয় শ্রী রাম বলানো হবে? আমি একজন হিন্দু, আমাকে যদি কেউ জোর করে আল্লাহু আকবর বলতে বাধ্য করে, তাহলে আমার কেমন লাগত? দেশ জুড়ে কোথাও গোমাংস খাওয়ার অভিযোগ তোলা হচ্ছে, কোথাও জয় শ্রী রাম না বললে পেটানো হচ্ছে, এমনকি হত্যা পর্যন্ত করা হচ্ছে। এগুলো কী ধরনের ঘটনা? জয় শ্রী রাম, আল্লাহু আকবর, জয় বাংলা, জয় মা কালী কিংবা জয় মহাদেব। সবকিছুই বলার অধিকার আছে মানুষের। তবে ভালোবেসে বলানো উচিত, কিন্তু জোর করে নয়'।
উল্লেখ্য, অসহিষ্ণুতা ইস্যুতে অপর্ণা সেন , অঞ্জন দত্ত, অনুপম রায় থেকে শুরু করে মণিরত্নম, কেতন মেহেতা, শ্যাম বেনেগাল, শুভা মুদগল সহ ৪৯ জন শিল্পী প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন।

লোয়াইরপোয়া ব্লকে ব্যাপক দুর্নীতি, দুই বিডিও জেই-সহ সাতজনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা

পাথারকান্দি (অসম), ২৪ জুলাই (হি.স.) : পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার লোয়াইরপোয়া ব্লকে এমজিএনরেগার কাজে ব্যাপক পুকুরচুরি হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে বিডিও-সহ সাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেছেন কতিপয়।
জবকার্ড হোল্ডার জনৈক নজরুল ইসলাম এই খবর দিয়ে জানান, লোয়াইরপোয়া ব্লকের অন্তর্গত বাজারিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি) এলাকায় ২০১৭-১৮) অর্থবছরে এমজিএনরেগার কাজে প্রায় তিন কোটি এবং নদীবাঁধ প্রটেকশন-সহ পুকুর খননের জন্য সরকার প্রায় ২০ কোটি টাকা রিলিজ করেছিল। কিন্তু সিংহভাগ টাকাই নামে বেনামে জবকার্ডের মাধ্যমে লুটে নেওয়া হয়েছে। কেননা, যে সবের জন্য এক টাকা সরকার দিয়েছিল, সেই সব কোনও কাজই হয়নি। তিনি বলেন, বিষয়টি প্রথম দিকে ব্লক কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা এতে কর্ণপাত করেননি। তাই বাধ্য হয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য আদালতে যেতে হয়েছে তাঁদের।
নজরুল আরও বলেন, পুরনো জবকার্ডধারী শ্রমিকদের কাজ না দিয়ে পুরনো কার্ডগুলো বাতিল করে নতুন করে প্রায় দেড় হাজার জবকার্ড বানিয়ে কাজের বরাদ্দকৃত টাকায় হরির লুট করা হয়েছে। এমন-কি অনেক চাকরিজীবী পেনশনার, কলেজপড়ুয়া, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, গাড়ির মালিক, রেশন ডিলার-সহ নিন্দিষ্ট গ্রামপঞ্চায়েতের বাইরের মানুষের নামেও জবকার্ড তৈরি করে দিয়ে সরকারি টাকার অপচয় করা হয়েছে।
নজরুলের কথায়, বাজারিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা জনৈক শ্যামলকুমার দাসের এক আরটিআই-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য হাতে নিয়েই তাঁরা আদালতের স্মরণাপন্ন হয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে করিমগঞ্জের মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। মহামান্য আদালত মামলাটি সিআর ১৭৩/১৯ নম্বরে গ্রহণ করে শুনানি শুরু হয়েছে, জানান মামলাকারীদের পক্ষে নজরুল ইসলাম।
মামলায় যাঁদের অভিযুক্ত করা হয়েছে তাঁরা দুই বিডিও যথাক্রমে রসরাজ দাস ও কেসিওকরণ পেগু, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়া সুজিত দাস, বড়বাবু সুব্রত চৌধুরী, বাজারিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই সচিব যথাক্রমে বিশ্বজিৎ পুরকায়স্থ ও কণীন্দ্র নাথ এবং বাজারিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সভানেত্রী বনমালা ত্রিপুরা।

চন্দ্রাভিযান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সাফল্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক : প্রণব মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি. স.) : চন্দ্রাভিযান ভারতকে বিশ্বের দরবারে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। বুধবার কলকাতায় টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন। তাঁর নামে তিনটি সাম্মানিক বৃত্তির কথা এদিন ঘোষণা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য গৌতম রায়চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণ দেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি।
নিউ টাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে এদিন প্রণববাবু বলেন, স্বাধীনতার পর প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু হোমি জাহাঙ্গীর ভাবাকে পারমাণবিক গবেষণার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আবেদন করেন। সেই শুরু। আজ এত বড় একটা চন্দ্রাভিযান হল। এটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সাফল্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক। ভারতকে বিশ্বের দরবারে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে এই অভিযান। দক্ষতাবৃদ্ধির দিকে সবাইকে বেশি করে মনোনিবেশ করতে হবে।
রাজ্যপাল বলেন, ভারত অর্থনীতির নিরিখে আরও শক্তিশালী হচ্ছে। অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছোতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আরও নজর দিতে হবে। প্রণববাবুকে 'বাংলার গর্ব' বলে চিহ্নিত করে রাজ্যপাল বলেন, "তাঁর নামে বৃত্তি চালু বিশের আনন্দের বিষয়।" অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ধ্রুপদী সঙ্গীতশিল্পী অজয় চক্রবর্তী, বিশিষ্ট চিকিৎসক সুকুমার মুখোপাধ্যায় এবং 'বেসু-র প্রাক্তন উপাচার্য স্পর্শমনি চট্টোপাধ্যায়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ডি লিট সম্মাননা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা জানানো হয় ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিট্যুটের অধিকর্তা সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রাক্তন অধিকর্তা বিমল রায়, প্রশাসক অমিতাভ রায় প্রমুখকে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিত অনেকে।

অমরনাথ যাত্রাপথে দুঃসংবাদ মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৩০

জম্মু, ২৪ জুলাই (হি.স.): অমরনাথ যাত্রায় এ বছর ইতিমধ্যেই মোট আড়াই লক্ষের বেশি তীর্থযাত্রী পুজো দিয়েছেন। যাত্রার ২৩ তম দিনে বুধবার বিকেলে সেই সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষের সীমা স্পর্শ করতে চলেছে বলে খবর অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড সূত্রে। এই পবিত্র তীর্থযাত্রাপথে আরও চারজন তীর্থযাত্রীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। তীর্থ করতে এসে এপর্যন্ত হিমালয়ের কোলেই মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩০। এছাড়াও, আরও ৪০ জন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড সূত্রের খবর, যাত্রাপথে মঙ্গলবার মৃত্যু হয়েছে তিনজনের, বুধবার মারা গিয়েছেন আরও একজন। বাইক সহ পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর কনভয় রয়েছে তীর্থযাত্রীদের সহায়তায়। ভগবতীনগর বেসক্যাম্প থেকে ৩৬ কিলোমিটার (কিমি) দূরে পহেলগাঁও বেসক্যাম্প এবং ১৪ কিমি দূরে বালতাল বেসক্যাম্প থেকে দক্ষিণ কাশ্মীর হিমালয়ের ৩৮৮০ মিটার উঁচুতে অমরনাথ গুহায় পৌঁছনোর মূল যাত্রাপথ। প্রতিবছরই হাজার হাজার পূণ্যার্থী এই অমরনাথ যাত্রা করেন। মূলত দুটি প্রধান পথে বালতাল এবং পহেলগামের রাস্তা ধরেই এই তীর্থের যাত্রাপথ। এই পথে জঙ্গিদের নাশকতার ঝুঁকি এড়াতে যাত্রাপথে টহল দিচ্ছে সিআরপিএফ। আগামী ১৫ অগাস্ট রাখী বন্ধন উৎসবের সঙ্গে শেষ হবে ৪৬ দিনের এই বার্ষিক পবিত্র তীর্থযাত্রা। যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ৪০,০০০ নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। এর মধ্যে সেনাবাহিনী, সিআরপিএফ, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য পুলিশও রয়েছে। অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড সূত্রের খবর, যাত্রাপথে এখনও পর্যন্ত স্বাভাবিক কারণে এবং শারীরিক অসুস্থতার জেরে মৃত্যু হয়েছে মোট ৩০ জন তীর্থযাত্রীর, যার মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যাই বেশি।

জাপানি এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত অসমে আরও চার রোগীর মৃত্যু

গুয়াহাটি, ২৪ জুলাই (হি.স.) : জাপানি এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে অসমে আরও চারজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। ডিমা হাসাও জেলায় এক, গোয়ালপাড়ায় এক, লখিমপুরে এক এবং শোণিতপুর জেলায় একজন-সহ মোট চারজন জাপানিজ এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে খবর মিলেছে। এখন পর্যন্ত গোটা রাজ্যে জাপানি এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে ১১৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া আরও ৪৯৫ জনের শরীরে মশাবাহী জাপানি এনসেফেলাইটিসের জীবাণু পাওয়া গেছে বলে রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (এনআরএইচএম)-এর একটি বুলেটিনে এই খবর জানানো হয়েছে।
এদিকে মঙ্গলবার বিকেলে হাফলং সরকারি হাসপাতালে জাপানি এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। উমরাংসো নিউ গরমপানির বাসিন্দা থাংকুমাই লুসাই (৫৯)-কে জাপানি এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হলে প্রথমে তাঁকে উমরাংসো সরকারি হাসপাতালে ভরতি করা হয়। তার পর ২১ জুলাই আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাফলং সরকারি হাসপাতালে ভরতি করা হলে মঙ্গলবার বিকেলে থাংকুমাই লুসাইয়ের মৃত্যু ঘটে। এখন পর্যন্ত জাপানি এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে দুই মহিলার মৃত্যু হয়েছে ডিমা হাসাও জেলায়।
বর্তমানে হাফলঙের একটি বেসরকারি হাসপাতালে জাপানিজ এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত আরও এক মহিলার চিকিৎসা চলছে বলে জেলার স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে।
উল্লেখ্য, জাপানি এনসেফেলাইটিস রাজ্যে প্রায় এক প্রকার মহামারীর আকার ধারণ করেছে। প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার খবর মিলছে।

কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ শিলচরে, উদ্ধার বদরপুরে, নিজের রক্ত দিয়ে পীড়িতাকে বাঁচালেন পুলিশকর্মী

করিমগঞ্জ (অসম), ২৪ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার বদরপুরে উদ্ধার হয়েছে পাথারকান্দি থানাধীন আসলকান্দি গ্রামের নিখোঁজ জনৈক কিশোরী। শিলচরে তাকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করা হয়েছিল। মঙ্গলবার রাতে কিশোরীকে বদরপুর টাউন কমিটি অফিসবাড়ির ভূমিতল থেকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করেছে পুলিশ।
ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, খবর পেয়ে বদরপুর থানার পুলিশ গতকাল রাত প্রায় ৯-টা নাগাদ টাউন কমিটির অফিসবাড়ির ভূমিতল থেকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মেয়েটিকে উদ্ধার করে প্রথমে শ্রীগৌরী হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু প্রচণ্ড রক্তক্ষরণের জন্য হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে করিমগঞ্জের সিভিল হাসপাতালে রেফার করেন। অপর্যাপ্ত রক্তক্ষরণের ফলে তার শারীরি অবস্থার অবনতি হলে রক্তের দরকার হয়। তখন বদরপুর থানার এএসআই মণিরুল ইসলাম নিজের রক্ত দিয়ে মানবিকতার নজির স্থাপন করে কিশোরীর প্রাণ বাঁচান।
পুলিশের কাছে ধর্ষিতা কিশোরী বয়ান দিয়ে বলেছে, তার রুমা বেগম (ছদ্মনাম)। বাড়ি পাথারকান্দি থানা এলাকার আসলকান্দি গ্রামে। সোমবার সে বারইগ্রাম মামার বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়েছিল। কিন্তু কতিপয় দুষ্কৃতী তাকে জবরদস্তি একটি অলটো গাড়িতে উঠিয়ে শিলচরে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে তারা তাকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে। সেখান থেকে পালিয়ে সে মঙ্গলবার শিলচর থেকে করিমগঞ্জগামী একটি ট্র্যাভেলারে ওঠে বদরপুর পৌঁছে। এখানে এসে শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে থাকলে টাউন কমিটির অফিসের বারান্দায় বসে। এর পর আর কিছু বলতে পারে না। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে।
তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জানান, গতকাল রাতে কতিপয় প্রত্যক্ষদর্শী সেখানে একটি কিশোরী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে রয়েছে বলে থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে তাঁরা গিয়ে রুমা বেগমকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। এদিকে মেয়ে মামার বাড়ি গিয়ে পৌছেনি শুনে রুমানার মা বাবা তাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেন। কোথাও মেয়ের হদিশ না পেয়ে গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হন তাঁরা। পরের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার এক অজ্ঞাতপরিয় ব্যক্তি ফোনে রুমার বাবাকে জানায়, তাদের মেয়েকে শিলচরের এক চা স্টলে দেখা গিয়েছে। এই খবর শুনে মাথায় বাজ ভেঙে পড়ার উপক্রম রুমার মা বাবার। ইতিমধ্যে বদরপুর পুলিশের কাছ থেকে তাদের মেয়ে উদ্ধারের খবর পেয়ে আজ সকালে তারা করিমগঞ্জ এসেছেন।
ভুক্তভোগী রুমার বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে পুলিশ দুষ্কৃতীদের ধরতে তালাশি অভিযান চালিয়েছে বলে জানা গেছে। তার বাবার কাছে যে নম্বর থেকে ফোন করা হয়েছিল তাকেও খুঁজছে পুলিশ।

আগামী মাসেই চালু হতে পারে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো

কলকাতা,২৪ জুলাই (হি.স.): আর কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হতে চলেছেইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো পরিষেবাঊ এমনটাই জানা যাচ্ছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ সুত্রেঊ কিছুদিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে ছাড়পত্রঊ গতকাল থেকে শুরু হয়েগেছে— চূড়ান্ত পর্যায়ের ট্রায়াল রানও।
মেট্রো এখন ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে শহরবাসীর কাছেঊ তাই ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর ক্ষেত্রে যাত্রী সুরক্ষার বিষয়টিকে আরও জোর দিয়ে দেখা হচ্ছেঊ তাই চূড়ান্ত পরিষেবা চালুর আগে যাত্রী সুরক্ষার বিষয়টি খতিয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে। সল্টলেক স্টেডিয়াম ও বেঙ্গল কেমিক্যাল এই দুটি স্টেশনকে দমকলের চূড়ান্ত ছাড়পত্র দেওয়া এখনও বাকি। এই কাজগুলি সম্পূর্ণ হলেই প্রথম পর্যায়ের পরিষেবা চালু হবে বলে জানা গিয়েছে।— প্রথম পর্যায়ে ছয়টি স্টেশনে চলবে মেট্রোঊ ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর প্রথম পর্হায়ের পরিসেবা আগস্টেই শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

রাজ্যের ৮২ মাইল ও সহ বিভিন্ন এলাকায় কার্গিল বিজয় দিবস পালিত হয় বুধবার।

প্রত্যাবর্তনে

● প্রথম পাতার পর

২৩৫৫ পরিবারের ব্যাঙ্কের খাতা খুলে দেওয়া হয়েছে। বাকি রয়েছে ২৪৯৯ পরিবার। একইভাবে পানিসাগর মহকুমায় ১২০৩ পরিবারের মধ্যে ৭২৯ পরিবারের ব্যাঙ্কের খাতা খুলে দেওয়া হয়েছে। বাকি রয়েচে ২৯৭৩ পরিবার। তিনি জানান, যাদের ব্যাঙ্কের খাতা খোলা হয়নি, তাদের নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।

এদিন তিনি জানিয়েছেন, ব্রু শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে ত্রিপুরা সরকার সবরকম সহযোগিতা করছে। ব্রু শরণার্থীদের শনাক্তকরণ প্রক্রিয়াও প্রায় সমাপ্ত। এখন আনুষ্ঠিকভাবে তাঁদের স্বভূমে ফিরে যাওয়ার পালা, বলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসক রেভেল হেমেন্দ্র কুমার।

তারিখ সংশোধন : পশ্চিমবঙ্গের নয়া রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর, শপথগ্রহণ সম্ভবত ৩০ জুলাই

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি.স.): আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষাঊ সম্ভবত আগামী ৩০ জুলাই, মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের ১৯ তম রাজ্যপাল হিসেবে শপথগ্রহণ করবেন সুপ্রিম কোর্টের বর্ষীয়ান আইনজীবী জগদীপ ধনকরঊ যদিও, সরকারি ভাবে এখনও পর্যন্ত কিছুই জানা যায়নিঊ কিছুদিন আগেই পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের বর্ষীয়ান আইনজীবী জগদীপ ধনকরকে নিযুক্ত করেছিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দঊ কেশরীনাথ ত্রিপাঠির জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন জগদীপ ধনকরঊ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ৩০ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের নয়া রাজ্যপাল হিসেবে শপথগ্রহণ করবেন জগদীপ ধনকরঊ

১৯৫১ সালের ১৮ মে রাজস্থানের ঝুনঝুনু জেলার চিরাওয়া তেহসিলের কিঠানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জগদীপ ধনকরঊ ১৯৮৯-১৯৯১, নবম লোকসভা নির্বাচনে রাজস্থানের ঝুনঝুনু লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ছিলেন তিনিঊ রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় (জয়পুর) থেকে পড়াশোনা শেষ করেন জগদীপ ধনকরঊ সুপ্রিম কোর্টের বর্ষীয়ান এই আইনজীবীকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দঊ

উল্লেখ্য, নরেন্দ্র মোদী সরকার প্রথমবার ক্ষমতায় আসার পর, ২০১৪ সালের ২৪ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে শপথগ্রহণ করেছিলেন কেশরীনাথ ত্রিপাঠিঊ পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিহার এবং মিজোরামের রাজ্যপাল হিসেবেও অতিরিক্ত দায়িত্ব সামলেছেন কেশরীনাথ ত্রিপাঠিঊ বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা এর আগে উত্তর প্রদেশ বিধানসভার স্পিকার এবং উত্তর প্রদেশ বিজেপি ইউনিটের সভাপতিও ছিলেন

ফের বাড়ল পেট্রোলের দাম, ডিজেলের দর অপরিবর্তিত

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি.স.): আবারও অস্বস্তিতে মধ্যবিত্ত। ফের বাড়ল পেট্রোলের দাম, তবে ডিজেলের দর অপরিবর্তিত। পেট্রোলের দর আবারও বাড়ায় চিন্তা খানিকটা বাড়ল সাধারণ মানুষের। সাধারণ মানুষের অস্বস্তি বাড়িয়ে বুধবার ফের রাজধানী দিল্লি-সহ সমস্ত মেট্রো সিটিতে দামি হয়েছে পেট্রোল-এর দর। কলকাতায় বুধবার এক ধাক্কায় ০.১০ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দামঊ কলকাতায় আইওসি-র পাম্পে এদিন পেট্রোলের দাম দাঁড়িয়েছে লিটারে ৭৫.৮৭ টাকা। তবে, কলকাতা-সহ দেশের সমস্ত মেট্রো সিটিতে ডিজেলের দাম এদিন অপরিবর্তিত। অপরিবর্তিত থাকার পর কলকাতায় ডিজেলের দাম এখন লিটারে ৬৮.৩১ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার পাশাপাশি, বুধবার পেট্রোল-এর দাম বেড়েছে দিল্লি এবং মুম্বইয়েওঊ দিল্লিতে ০.০৬ পয়সা বাড়ার পর পেট্রোলের দাম এখন ৭৩.৪১ টাকা প্রতি লিটার। অপরিবর্তিত থাকার পর ডিজেলের দাম এখন ৬৬.২৪ টাকাঊ পাশাপাশি মুম্বইয়েও ০.০৬ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দাম এবং অপরিবর্তিত ডিজেলের দামঊ মুম্বইয়ে পেট্রোল-এর নতুন দাম ৭৯.০২ টাকা প্রতি লিটার। ডিজেলের দাম ৬৯.৪৩ প্রতি লিটার। প্রসঙ্গত, বিশ্ব বাজারে তেলের দাম বাড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশেও পেট্রোলের দাম খানিকটা বাড়ল। এর আগে মঙ্গলবারও দাম বেড়েছিল পেট্রোলের।

জওয়ান

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় জেলা হাসপাতাল থেকে ওই টিএসআর জওয়ানকে জিবিতে স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে জিবি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে চিকিৎসাধীন ওই টিএসআর জওয়ান।

পর্যবেক্ষন

● প্রথম পাতার পর

দিবসের অনুষ্ঠানের আগেই সাব্রুম ভারতের রেল মানচিত্রে যুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু, সেই আশা এখন বাস্তবায়নে কিছুটা হোঁচট খেয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

এক্ষেত্রে, রেলওয়ের নির্মাণ কাজে ত্রুটি বিষয়টি পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে মানতে চাইছে না। বৃষ্টির জন্যই রেললাইনে ত্রুটি দেখা দিয়েছে বলে তাঁরা দায় এড়াতে চাইছেন। কিন্তু, বর্ষা মরশুমে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা কেন নেওয়া হয়নি সেই প্রশ্ন উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

মিটার গেজ থেকে ব্রজ গেজে রূপান্তরে বিশাল কর্মযজ্ঞ সাফল্যের সাথে সমাপ্ত করেছে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে। ইতিপূর্বে গেজ পরিবর্তনে বিরাট সমস্যাও খুব সহজে সমাধান করা হয়েছে। জিরানীয়া এলাকায় রেললাইন বসাতে গিয়ে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের নির্মাণ প্রকৌশলীদের কালঘাম ছুটেছে। অথচ, ওই কঠিন কাজেও সাফল্যের ছাপ রাখতে পেড়েছে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে। কিন্তু, সাব্রুমের ক্ষেত্রে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের তীরে এসে তড়ি ডুবে যাওয়ার মত অবস্থা হয়েছে। তবে, আশা করা যাচ্ছে, চিফ কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটির সুরক্ষা পর্যবেক্ষনে সাব্রুম লাইনে রেল চলাচলে সবুজ সংকেত মিলবে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এখনও ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার সন্ত্রাসবাদী সক্রিয় পাকিস্তানে : স্বীকারোক্তি ইমরানের

ওয়াশিংটন, ২৪ জুলাই (হি.স.): পাকিস্তানে বর্তমানে ৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০ সক্রিয় সন্ত্রাসবাদী রয়েছে। ইনস্টিটিউট অফ পিস-এ মার্কিন আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বৈঠকে উঠে এল এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। এছাড়াও, গত ১৫ বছরে পাক সরকার কখনও যে সত্যিটা জানায়নি আমেরিকাকে, তা হল আমেরিকা যখন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করছে সে সময় পাকিস্তানে ৪০টি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন সক্রিয় ছিল। ওয়াশিংটনে মঙ্গলবার এমনই বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি শোনা গেল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বক্তব্যে।

মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যা শিলা জ্যাকসন লি আয়োজিত ক্যাপিটল হিলের নৈশভোজে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বলেন, 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধে আমরাও লড়ছি। ৯/১১-র সঙ্গে পাকিস্তানের কোনও সম্পর্ক নেই। আল-কায়দা আফগানিস্তানে ছিল। পাকিস্তানে কোনও সন্ত্রাসবাদী তালিবান ছিল না। তবু আমরা আমেরিকার যুদ্ধে সামিল হয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যজনকভাবে যখন কোনও কিছুই ঠিকঠাক চলছিল না, তখন আমার সরকারের উপর দোষারোপ করে বলছি আমরা আমেরিকাকে যথার্থ সত্য বলিনি। পাকিস্তান থেকে ৪০টি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন কাজ করছিল। ফলে পাকিস্তান এমন একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, যেখানে আমাদের মতো নাগরিকরা বেঁচে থাকবে কি না চিন্তায় ছিল। সে জন্য আমেরিকা যখন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের থেকে আরও বেশি কিছু আশা করেছিল, তখন পাকিস্তান নিজের অস্তিত্বের জন্য লড়াই চালাচ্ছিল।' তালিবানকে আলোচনার টেবিলে বসার জন্য পাকিস্তান চেষ্টা চালিয়েছে বলে জানান পাক প্রধানমন্ত্রী। এরপর তিনি বলেন, তাঁর পাকিস্তান তেহরীক-ই-ইনসাফ ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত পূর্ববর্তী সরকারের সন্ত্রাস দমনে কোনও "রাজনৈতিক সদিচ্ছা" ছিলই না। তিনি বলেছেন, 'আমরা ক্ষমতায় আসার আগে সন্ত্রাস দমনে সরকারের কোনও "রাজনৈতিক সদিচ্ছা"ই ছিল না। এখন সন্ত্রাসবাদ নিয়ে কথা উঠলে পাকিস্তানে ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার সক্রিয় সন্ত্রাসবাদী রয়েছে, যাদের আফগানিস্তান এবং কাশ্মীরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রথমবার সন্ত্রাস দমনে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে পাকিস্তান সরকার।' তাঁর সফরের পর আমেরিকা-পাকিস্তান সম্পর্ক আরও মজবুত হবে বলে আশা প্রকাশ করে ইমরান বলেন, 'দুই দেশের অবিশ্বাসের সম্পর্ক আমাদের কাছে খুবই বেদনাদায়ক। আশা করি এর পর থেকে আমাদের সম্পর্ক সম্পূর্ণ বদলে যাবে।

হস্তক্ষেপ

● প্রথম পাতার পর

করে একটি বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'এটা স্পষ্ট যে বর্তমান সরকার আরটিআই আইনকে একটি উপদ্রব হিসাবে দেখছে এবং কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন, নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় ভিজিলেন্স কমিশনের মর্যাদা ও স্বাধীনতা খর্ব করতে চাইছে। আরটিআই এখন বিলুপ্তির "প্রান্তে" এসে ঠেকেছে।' এছাড়াও, এদিন লোকসভায় পাশ হয়ে যায় সন্ত্রাস বিরোধী ইউএপিএ বিল। তার আগেই আরটিআই (সংশোধনী) বিল, তিন তালাক বিল এবং ইউএপিএ বিল সহ মোট সাতটি বিল পুনর্মূল্যায়ণের জন্য জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্যসভার বিরোধীরা।

কেন্দ্রে

● প্রথম পাতার পর

ককবরকে ৩ জন পরীক্ষা দেবেন। একইভাবে উচ্চ মাধ্যমিকে ইংরেজীতে ১১৮ জন, বাংলায় ৪৬ জন, রসায়নে ২ জন, ফিজিক্সে ৩৮ জন, অংকে ১৯ জন, ফিলিসোফিতে ৪৫ জন, ইকোনমিক্সে ৪৭ জন পরীক্ষা দেবেন।

পুর কাউন্সিলারের

● প্রথম পাতার পর

. না। ফলে, রাতে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতে ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে।

তিনি জানান, বাম সমর্থিত পুর কাউন্সিলার অপরূপা দেববর্মাকে সমস্যাগুলি সমাধানে বহুবার দাবি জানানো সত্ত্বেও তিনি কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। উৎপল আচার্যি অভিযোগ করেন, প্রয়োজনীয় অর্থ ও শ্রমিকের অভাবের অজুহাতে তিনি সমস্যাগুলি সমাধান করছেন না। তিনি বলেন, পুর কাউন্সিলারের জনবিরোধী মানসিকতার কারণে ওই এলাকায় বাসিন্দারা স্বস্তিতে বাঁচতে পারছেন না। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, কয়েকদিনের মধ্যে সমস্যা সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। শুধু তা-ই নয়, রাস্তা অবরোধেও নামবেন এলাকাবাসী।

মর্মান্তিক মৃত্যু

আটের পাতার পর

উদ্ধার করে করিমগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের মধ্যে ১২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করা হয়েছে। মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এ ব্যাপারে একটি মামলা গৃহীত হয়েছে। চালকদের দ্রুতগামীতা ও অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে যানা গেছে।

হোম গার্ডকে

আটের পাতার পর

চেষ্টা করে মোটরবাইক আরোহীঊ চালক ছাড়াও পিছনে আরও দু'জন বসেছিলঊ অভিযোগ, ট্র্যাফিক পুলিশের হোম গার্ডকে বেশ কিছুটা দূর টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় ওই মোটরবাইকটিঊ ঘটনায় আহত হন হোম গার্ডঊ মোটরবাইকটি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও, ধরা পড়ে যায়ঊ এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে বাইকের চালক শেখ শাহজাহান ও দুই আরোহীকেঊ বাইকটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ

বিরোধী দল নেতা

আটের পাতার পর

দেশের অর্থনৈতি তলানীতে এসে ঠেকেছে। এক অস্বস্থিকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দেশবাসী জীবন কাটাচ্ছেন। এই অবস্থা থেকে উত্তোলনের পথ উন্মোচিত করতে বামপন্থী শক্তিকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে শান্তি সম্প্রীতি গণতান্ত্রিক অধিকার এবং স্বচ্ছ ও পরিকল্পিত গ্রামউন্নয়নের পরিবেষ পুন প্রতিষ্ঠিত করতে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করতে আহ্বান জানিয়েছেন বিরোধী দল নেতা মানিক সরকার। সমাবেশ মঞ্চে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উনকোটি জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য বিজয় রায়, প্রাক্তন মন্ত্রী বিধু ভূষণ মালাকার, কুমারঘাট মহকুমা সম্পাদক স্বপন কুমার বৈষ্ণব প্রমুখ।

ওবায়দুল কাদের

তিনের পাতার পর

জাতীয় পার্টি একটি রাজনৈতিক দল, সংসদে বিরোধীদলের ভূমিকা পালন করছে। দলের অভ্যন্তরে টানাপড়েন থাকতে পারে, আবার এর সমাধানও আছে।বিরোধী দলে বিরোধ হোক- আওয়ামী লীগ তা চায় না মন্তব্য করে সাধারণ সম্পাদক বলেন,তাদের ঘরোয়া বিবাদ তারা মীমাংসা করে ফেলুক, এটাই আমরা আশা করি।

মির্জা ফখরুল

তিনের পাতার পর

এর কোনো দায়দায়িত্বও আমার নেই।মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, যারাই আমার নামে এই ভুয়া আইডি খুলে ব্যবহার করছেন, তারা অন্যায় ও অনৈতিক কাজ করছেন। আমি আশা করবো- এই জঘন্য কাজ থেকে তারা বিরত থাকবেন। এছাড়া কর্তৃপকেও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

মেধা

● প্রথম পাতার পর

পরীক্ষা দিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে ১০৬ জন প্রথম ধাপে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু, দ্বিতীয় ধাঁপে গিয়ে কেউ উত্তীর্ণ হতে পারেননি। একই ভাবে ২০১৭ সালে ১৪২৭ জন ছাত্রছাত্রী আবেদন জানিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ১২১৮ পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং প্রথম ধাঁপে ১০৩ জন উত্তীর্ণ হলেও তারা কেউই দ্বিতীয় ধাঁপে উত্তীর্ণ হতে পারেননি। তেমনি ২০১৮ সালে ১১১০ জন আবেদন জানিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে ৯১৭ জন পরীক্ষায় বসেছিলেন। প্রথম ১৭৭ জন উত্তীর্ণ হলেও দ্বিতীয় ধাঁপে ১ জনও বাছাই হননি। স্বাভাবিক ভাবেই গত ৩ বছরের কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ সংরক্ষিত আসনগুলি খালি পড়ে রয়েছে।

সূত্রের দাবি, বিজ্ঞানের পৃথক শাখা খোলা হলে ছাত্রছাত্রীদের পৃথক ভাবে যত্ন নেওয়া সম্ভব হবে। এর জন্য আলাদাভাবে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা হবে। সূত্রের খবর, বিজ্ঞানের পৃথক শাখা খুলতে গিয়ে ৪ জন বিশেষ শিক্ষক সাথে মূলায়নের আধিকারীক, ২ জন এলডি ক্লার্ক, একজন অফিস সুপার এবং একজন একাউন্টেন্ট নিয়োগ করা হবে। প্রতি বছর ডিসেম্বরে নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা পৃথক ভাবে নেওয়া হবে।

সূত্রের খবর, রাজ্য সরকার সরকারি, অনুদানপ্রাপ্ত, কেন্দ্রীয় এবং বেসরকারি স্কুলের ৭৫ হাজার ছাত্রছাত্রীদের মেধা অন্বেষণ পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জনে যোগ্য করে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নেবে। তাদের মধ্যে বিজ্ঞান এবং গণিত বিষয়ের ২০০ জন করে ছাত্রছাত্রী ওই পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। সরকারি এবং সরকারি অনুদান প্রাপ্ত স্কুলগুলিতে পরীক্ষার ফি ধার্য করা হবে ৫০ টাকা এবং বেসরকারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ফি ধার্য্য করা হবে ১০০ টাকা। সূত্রের খবর, অষ্টম শ্রেণীতে প্রাপ্ত নম্বর কাটঅফ মার্কস হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং ওই পরীক্ষা সম্পূর্ণই এমসিকিউ পদ্ধতিতে নেওয়া হবে। পরবর্তী সময়ে ৪০০ ছাত্রছাত্রীকে মেধা বৃত্তি প্রদান করা হবে। তারা দেড় বছর প্রতি মাসে ৫০০ টাকা মেধা বৃত্তি পাবেন। সূত্রের কথায়, সরকারি এবং সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি থেকে ৬০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী বাছাই করা হবে। বাকি বেসরকারি বিদ্যালযের ছাত্রছাত্রীরা সুযোগ পাবেন। প্রসঙ্গত, সর্বোচ্চ নম্বর অর্জনকারী ১০০ জন ছাত্রছাত্রীকে পৃথক ভাবে পুরস্কৃত করা হবে। পাশাপাশি কোনও বিদ্যালয়ের ৫ বা তার বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী মেধা তালিকায় বাঁছাই হলে ওই বিদ্যালয়কে পৃথক ভাবে পুরস্কার দেওয়া হবে। সূত্রের দাবি, ওই বিদ্যালয় ১ লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবে। সম্ভবত, আগামীকাল মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পেশ করবে শিক্ষা দপ্তর।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

প্রয়োজন। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের প্রকল্প পর্যালোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দুধের ভালো যোগান যেখানে রয়েছে সেখানে নতুন ডেয়ারি প্ল্যান্ট বসানো যায় কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী দেব আগরতলার মতো অন্যান্য জেলা সদরে কর্মরত মহিলাদের জন্য হোস্টেল চালু করা যায় কিনা তা-ও খতিয়ে দেখতে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দফতরের সচিবকে নির্দেশ দেন।

এদিনের সভায় বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনার পাশাপাশি এ-সব প্রকল্প খাতে ২০১৮-১৯ এবং চলতি আর্থিক বছরের (২০১৯-২০) কেন্দ্রীয় আর্থিক বরাদ্দ উন্নয়নমূলক খাতে ব্যয় করার পর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট সম্পর্কিত স্ট্যাটাস নিয়ে প্রকল্প ভিত্তিক অনুপুঙ্খ আলোচনা করেন মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু। ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের উপর যে সকল দফতর এখনও ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে পারেনি তার উপর আলোকপাত করেন মুখ্যসচিব।

এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য দফতর সচিবদের নির্দেশ দেন তিনি। এদিনের সভায় অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক ও মনোজ কুমার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোচনায় অংশ নেন। এদিনের সভায় কৃষি দফতরের সচিব এমএল দে জানান, ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরে কৃষি দফতরে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে আর্থিক বরাদ্দ ছিল ১৪৯ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। চলতি বছরেও কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ১৩০ কোটি ২০ লক্ষ টাকার আর্থিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। তিনি জানান, হর্টিকালচারেও চলতি বছরে ৩১ কোটি ৯ লক্ষ টাকার অনুমোদন পাওয়া গেছে। এছাড়াও বিভিন্ন দফতর কর্তৃক উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রককে যে যে প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে তার স্ট্যাটাস নিয়েও সভায় আলোচনা করা হয়।

সভায় উল্লেখ করা তথ্যে দেখা যায়, ২৫টি দফতরের মোট ৮৪টি এ-ধরনের প্রকল্প কেন্দ্রীয় বিভিন্ন মন্ত্রালয়ে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় অনুমোদন পাওয়া গেছে। যে সকল ক্ষেত্রে এখনও কেন্দ্রীয় অনুমোদন পাওয়া যায়নি সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দফতরের সচিবদের সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সাথে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এদিনের সভায় প্রধানসচিব শশীরঞ্জন কুমার, এল এইচ ডার্লং, বি কে সাহু, ভারপ্রাপ্ত পুলিশ মহানির্দেশক রাজীব সিং, বিশেষ সচিব কিরণ গিত্যে, চৈতন্য মূর্তি, সচিব রামেশ্বর দাস, সৌম্যা গুপ্তা, সমরজিৎ ভৌমিক, ড় দেবাশিস বসু, এন ডার্লং, মুখ্য বন সংরক্ষক ড় অলিন্দ্য রস্তোগি প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন। এছাড়াও বিভিন্ন দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পূর্বাভাস

● প্রথম পাতার পর

এপিঘাটে, বরপেটা, লাখিপুরে ৮০ এমএম, উইলিয়ামনগরে ৭০ এমএম, মুতুঙ্গা, বাহালপুর, বিপিঘাট ৬০ এমএম, ক্লিয়েহরিয়াট (মেঘালয়)-এ ৫০ এমএম বৃষ্টিপাত হয়েছে। এছাড়া, করিমগঞ্জ, হাজুয়া, পাসিঘাট, ধুবড়ি, মুসলপুর, তিক্রিকিলা, তামুলপুর, গইবেরগাঁও, বাঘমারা, কৈলাসহর, ধুলাবাজার, ধেমাজি, সাইহা, নলবাড়ি, গোয়ালপাড়া, বাগাফা, ধলাই, হাফলং, তুইনসেং, ছোটবেক্রা, বিলোনিয়া, গন্ডাছড়া, চাম্পাই, লংটলই, তেজপুর, কামপুর, পুঠিমারি, ধর্মনগর, ডিব্রুগড়, শিলং, রঙিয়া, মাটিজুরি, ঝর্নাপানি এলাকায়ও ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে।

তারকার

● প্রথম পাতার পর

মিলিয়ে দেওয়া ঠিক না। তাই, "দেশবিরোধী" বা "শহুরে নকশাল"-এর তকমা দেওয়াটা বন্ধ হোক। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের মধ্যে "রাম"নাম অত্যন্ত পবিত্র। তাই রামের নামে ধর্মীয় হিংসা ছড়ানো বন্ধ হোক।' সমাজকর্মী অনুরাধা কাপুর থেকে চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ, ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ থেকে মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী রত্নাবলী রায়, পরিবেশকর্মী বনানী কক্কর থেকে ডিজাইনার চিত্রা সরকার সহ ৪৯ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে ওই চিঠিতে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এদিন জানিয়ে দিয়েছে, 'শিল্পী, ঐতিহাসিক ও লেখকরা তাঁদের চিঠিতে যে দাবি করেছেন তা পুরোপুরি অসত্য। এরকম উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। ভারত নিজের গণতান্ত্রিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ রূপ এখন বজায় রেখেছে, ভবিষ্যতেও তাই রাখবে।' কেন্দ্রের মোদী সরকার দেশের নাগরিকদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছে বলে জানিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। বুধবার রাজ্যসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী জি কিষণ রেড্ডি ২০১৪ সালে মোদী সরকারের ক্ষমতায় আসার পর কোনও সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা ঘটেনি বলে দাবি করেন। তবে এদিন গণপিটুনির সংখ্যা বাড়ার প্রসঙ্গ তোলেন কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ। লোকসভায় এদিন ইউএপিএ বিল নিয়ে সমালোচনার সময় শহরাঞ্চলের মাওবাদ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, শহুরে মাওবাদীদের প্রতি কোনও ভাবেই নমনীয় মনোভাব পোষণ করবে না কেন্দ্র।

রাহুল সিনহা হিন্দুস্থান সমাচার-কে বলেন, "বিজেপি কোনও ধর্মের বিরোধিতা করেনি, করে নাঊ চাপিয়ে দেওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী নয় বিজেপিঊ সবার সঙ্গে, সবার বিকাশ, সবার বিশ্বাস- এটা প্রধানমন্ত্রী বলেছেনঊ এর মধ্যেই তো বিজেপি-র মূল মনোভাব লুকিয়েঊ বরং বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকার রামনবমী, হনুমান জয়ন্তীর সময় আমাদের উপর দমননীতি প্রয়োগ করেছেঊ প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠি তারকাদের উচিত ছিল এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া।

. াজু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নির্বাচনের আগেও দেশের নানা প্রান্তের বুদ্ধিজীবিরা প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেনঊ কিন্তু নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে তা তাঁরা বলছেন নাঊ এটাই ইঙ্গিত করে এই আবেদন বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রনোদিতঊ

অচিন্ত্য বিশ্বাস জানিয়েছেন, "ওদের খোলা চিঠি দেখলাম। জয় শ্রীরাম না বলায় মুসলমানদের মারাটা ওদের দৃষ্টিতে এল! এই রাজ্যে জয়শ্রী রাম বললে মারা হচ্ছে, তা তাদের চোখে পড়ল না? দলিত হত্যার কথা বললেন, কিন্তু দাড়িভিট সন্দেশখালিতে কারা মারা গেছে? এরা মুসলমানদের পক্ষপাতী ছাড়া কি। ভণ্ড অসৎ চতুর আর দেশবিরোধী। ধিক্কার জানাই। অস্থিরতার কি দৃষ্টান্ত দিয়েছে বিজেপি? বামপন্থীদের প্রকৃত রাজনৈতিক কর্মসূচী তো বলপূর্বক রাষ্ট্রীয় শাসন অধিকার! এটাই তাদের ঘোষিত নীতি। এখন এই নৈরাজ্যবাদীরা অস্থিরতা বলতে কিছু বললে বুঝতে হবে ওদের স্বার্থে আঘাত লেগেছে। ভারতে এখন স্থিরতা বিদ্যমান। দেশ ভাগ করে যাদের সাধ মেটেনি, তারা দেশের ভিতর একটা গল্প শোনাতে চাইছে, দেশ অস্থির। একে মিথ্যে ন্যারেটিভ বলাই সঙ্গত। লোকসভার নির্বাচনে চূড়ান্ত পরাজয় মানতে এদের কষ্ট হচ্ছে হয়ত। কাশ্মীর-সমস্যার কার্যকর সমাধান করার চেষ্টায় এদের আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু ওসাকা বৈঠক নিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ট ট্রাম্পের মিথ্যাচারকে মেনে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে অবিশ্বাস করতে এদের লজ্জা নেই! আসলে অস্থিরতা নেই। অস্থিরতা কেন নেই? তাই এরা অস্থিরতা হয়েছেন?

আসলে, এইসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের প্যাঁচালো বুদ্ধি। তাঁরা ভেবে নিয়েছিলেন, বিজেপি হল হিন্দুত্ব-বাদী আরএসএস-নিয়ন্ত্রিতঊ অতএব এরা দেশকে অস্থিরতা ছাড়া কিছুই দেবে না। বাস্তবে তা হয়নি। দ্বিতীয় বারের জন্য বিপুল জন সমর্থন পেয়ে আসা এই সরকারকে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে এদের। এথেকে স্পষ্ট এরা চূড়ান্ত অসহিষ্ণু অগণতান্ত্রিক। এমন কি এদের এক চিন্তা নায়ক তো বলেইছেন, নরেন্দ্রদামোদর মোদীকে যারা ভোট দিয়েছেন তারা বোকা! এথেকে তাদের মনটি পড়ে নেওয়া যায়। দেশের অধিকাংশ মানুষ বোকা আর ওরাই বুদ্ধিমান? বস্তুগত এরা অস্থির হয়ে পড়েছেন।

তিনি আরও বলেন, লোকসভায় শপথ নেবার সময় "বন্দেমাতরম "জয় হিন্দ" বলতে এদের রাজনৈতিক অভিভাবকরা আল্লার নাম নিলে এদের আপত্তি হয় না, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ বিদ্যালয়ে জাতীয় সঙ্গীত চলাকালীন আল্লার নাম নিলে সেই বদমায়েশি এদের নজর এড়ায়। অথচ শান্তি পূর্ণতা অবস্থায় এরা অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে অস্থিরতা খুঁজছেন! বলিহারি যাই।

চিঠি পাঠানোর পর বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে পরিচালক তথা অভিনেত্রী অপর্ণা সেন প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন "কেন জোর করে বলানো হচ্ছে জয় শ্রী রাম"

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে অপর্ণা সেন আরও বলেন, 'কেন একজন ভিন্ন ধর্মের মানুষকে জোর করে জয় শ্রী রাম বলানো হবে? আমি একজন হিন্দু, আমাকে যদি কেউ জোর করে আল্লাহু আকবর বলতে বাধ্য করে, তাহলে আমার কেমন লাগত? দেশ জুড়ে কোথাও গোমাংস খাওয়ার অভিযোগ তোলা হচ্ছে, কোথাও জয় শ্রী রাম না বললে পেটানো হচ্ছে, এমনকি হত্যা পর্যন্ত করা হচ্ছে। এগুলো কী ধরনের ঘটনা? জয় শ্রী রাম, আল্লাহু আকবর, জয় বাংলা, জয় মা কালী কিংবা জয় মহাদেব। সবকিছুই বলার অধিকার আছে মানুষের। তবে ভালোবেসে বলানো উচিত, কিন্তু জোর করে নয়'।

খেলা

লিগের লড়াইয়ে নামার আগে সালভাদের জন্য সনির পরামর্শ

মোহনবাগানের নবাগত বিদেশি সালভা চামোরো, ফ্রান মোরান্তেরা বুধবার যখন আইএফএ অফিসে সই করছেন, তখন সনি নর্দে অনেক দূরে। তুরস্কে চলছে তাঁর ক্লাব জিরা এফকে-র প্রি সিজন। প্র্যাকটিশও তত ক্ষণে হয়ে গিয়েছে। লাঞ্চে বসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন হাইতিয়ান ম্যাজিশিয়ান। পুরনো ক্লাব মোহনবাগানের প্রসঙ্গ উঠতেই পিছিয়ে গেল সনির লাঞ্চ। এখনও তাঁর প্রিয় রং সবুজ-মেরুন। শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবের অনেক স্মৃতি এখনও তাঁর মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। ২৬ তারিখ কলকাতা প্রিমিয়ার লিগে মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ পিয়ারলেস। নতুন কোচ, নতুন বিদেশি। বাগান সমর্থকরা আশায় বুক বাঁধছেন। বাকু থেকে চামোরো সালভাদের উদ্দেশে সনি বললেন, ""অনেক শুভেচ্ছা। তোমাদের সেরাটা দিও। সমর্থকদের খুশি রেখো। মনে রাখবে, সমর্থকরা তোমাদের কাছ থেকে জয়ই দেখতে চান।""সমর্থকদের আশা-প্রত্যাশা তাঁর থেকে বেশি আর কে জানেন! মোহনবাগান-ভক্তরা এখনও বলেন, সনি এলেন, দেখলেন আর জয় করে নিলেন। ২০১৪ সালে বাংলাদেশের ক্লাব শেখ জামাল ধানমুন্ডি থেকে বাগানে এসেছিলেন তিনি। সে বারই দীর্ঘ ১৩ বছরের খরা কাটিয়ে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মোহনবাগান। সেই সনি এ বার বাকুর ক্লাব জিরা এফকে-তে সই করেছেন। ক্লাবের হয়ে নেমেই প্রস্তুতি ম্যাচে গোল পেয়েছিলেন সনি। ১৪ অগস্ট থেকে লিগ শুরু হচ্ছে বাকুতে। তার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন সনি। তিনি বলছেন, ""আমি ভালই আছি বাকুতে। দল নিয়ে সন্তুষ্ট। ক্লাব খুবই পেশাদার। সময় পেলে নিশ্চয় ডার্বি ম্যাচ দেখব।"" একসময়ে তিনিই যে ছিলেন ডার্বির মহানায়ক। এ বার হয়তো নতুন কেউ তাঁর জায়গা নেবেন মোহনবাগানে। সনি খুব ভালই জানেন তা। ফুটবলারদের জীবন যে এরকমই হয়। বারবার পরীক্ষায় বসতে হয়।সালভাদের প্রথম ম্যাচে খেলাতে পারেন কিবুইস্টবেঙ্গলের শতবর্ষের বিশেষ ফলক বসছে কুমোরটুলি পার্কেনতুন মোহনবাগান এখনও পরীক্ষায় বসেনি। পিয়ারলেস ম্যাচই অগ্নিপরীক্ষা কিবুর। এত দিন ধরে যে ভাবে দল তৈরি করলেন স্প্যানিশ কোচ, তার প্রতিফলন যে ঘটবে শুক্রবারই। সনি বলছেন, ""মোহনবাগান আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখতেই পারে। এ বার নতুন বিদেশি কোচ, নতুন বিদেশি ফুটবলার নিয়ে দল তৈরি করা হয়েছে। আমার মনে হয়, এ বার আই লিগ জিতবে মোহনবাগানই।"" আই লিগের অবশ্য ঢের দেরি। তার আগে তো রয়েছে কলকাতা লিগ। কলকাতা লিগের সঙ্গেই চলবে ডুরান্ড কাপ।সনি অবশ্য কলকাতা লিগে নামেননি। আই লিগেই নিজেকে বারবার তুলে ধরেছেন তিনি। গত বার তাঁকে নিয়ে কম চর্চা হয়নি। চোট সারিয়ে ফিরেছিলেন প্রিয় ক্লাবেই। আইজলের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে নেমেই গোল পেয়েছিলেন। গত বারের আই লিগ চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সিটির বিরুদ্ধে তাঁর গোল এখনও ফুটবলপ্রেমীদের স্মৃতিতে জীবন্ত। সনি স্বয়ং বলছেন, ""গত বার চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধেই সেরা ম্যাচটা খেলেছিলাম।"" তার পরেও চোট তাঁকে ছিটকে দেয় ডার্বি থেকে। মাঠের বাইরে বসে হাইতিয়ান তারকাকে দেখতে হয়েছিল সবুজ-মেরুনের হার। সমালোচিত হয়েছিলেন, মনে মনে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন। এ বার অবশ্য কলকাতা ময়দানের আবেগ তাঁর শরীর ছুঁয়ে যাবে না। বহু দূরের এক শহরে বসেই প্রিয় ক্লাবের দিকে নজর রাখবেন সনি।

রিংয়ে চোট পেয়ে মৃত্যু পেশাদার বক্সারের

মস্কো: রিংয়ে লড়াই করে খ্যাতি অর্জনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। পেশাদার বক্সিংয়ে মাত্র তিন বছরে সাফল্যের শিখর পৌঁছেছিলেন। কিন্তু মাত্র ২৮ বছর বয়সেই থেমে গেল ম্যাক্সিম দাদাশেভের লড়াই।আমেরিকার মেরিল্যান্ডে শুক্রবার জুনিয়র ওয়েল্টারওয়েট গ্রুপে দাদাশেভের লড়াই ছিল সুব্রিয়েল মাতিয়াসের বিরুদ্ধে। বাউটে মাথায় বেশ কয়েকবার চোট লেগেছিল রাশিয়ান এই প্রতিশ্রুতিময় বক্সারের। রিংয়ের মধ্য অসুস্থবোধ করায় ট্রেনার ফাইট থামাতে বাধ্য হন। তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ব্রেনে আঘাত লাগয়া কোমায় চলে যান দাদাশেভ। কিন্তু রিংয়ের বাইরে তাঁর লড়াই বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। মঙ্গলবার মৃত্যু হয় রিংয়ে হার না-মানা এই বক্সারের।বুধবার রাশিয়ান বক্সিং ফেডারেশনের তরফে দাদাশেভের মৃত্যুর খবর জানানো হয়। রাশিয়ান বক্সিং ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি উমর ক্রিমলেভ জানান, ''ম্যাক্সিমের সঙ্গে কী ঘটেছিল, তার সত্যতা আমাদের জানতে হবে। এ ব্যাপারে ফেডারেশন তদন্ত করবে। ওর মৃত্যুতে কারোর দোষ রয়েছে কিনা, জানার চেষ্টা করা হবে।''জুনিয়র ওয়েল্টারওয়েট গ্রুপে এই বাউট চলে ১১ রাউন্ড পর্যন্ত। বাউট চলার মধ্যেই মাথায় বেশ কয়েকবার আঘাত পান রাশিয়ান এই বক্সার। তাঁর ট্রেনার বাডি ম্যাকগ্রিট লড়াই থামিয়ে দিতে বলেন। ম্যাকগ্রিটের অনুরোধে রেফারি খেলা থামিয়ে যান। স্ট্রেচারে ড্রেসিংরুমে আনার পথে বমি করেন দাদাশেভ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ইউএম প্রিন্স জর্জ হসপিটাল সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর অস্ত্রোপচারও করা হয়। কিন্তু বাঁচানো যায়নি।সেন্ট পিটার্সবার্গে জন্ম হলেও ম্যাক্সিম থাকতেন ক্যালিফোর্নিয়ায়। ২০০৮-এ বিশ্ব জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে ৫৭ কেজি বিভাগে রুপো জেতেন দাদাশেভ। এর পর ২০১০ ও ২০১২-তে রাশিয়ার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ৬০ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ জেতেন তিনি। ২০১৩ সালে রাশিয়ার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ৬৪ কেজি বিভাগে রুপো জেতেন ম্যাক্সিম।তবে দাদাশেভের পেশাদার বক্সিংয়ে লড়াই শুরু হয় ২০১৬ সালে। অভিষেক থেকে দুরন্ত ছিলেন তিনি। পেশাদার সার্কিটে ১৪টি বাউটের মধ্যে ১৩টি জেতেন ম্যাক্সিম। এর মধ্যে ১১টিতে জয় পান টেকনিক্যাল নক-আউটে। গত বছর জুনে এনএবিএফ সুপার লাইটওয়েট খেতাব জেতেন। কিন্তু ২০১৯-এ মাত্র ২৮ বছর বয়সে থেমে গেল দাদাশেভের লড়াই।

কার্স্টেন, সেহওয়াগ, জয়বর্ধনে..কোহলিদের হেডস্যারের দৌড়ে একাধিক হেভিওয়েট

দ্য ওয়াল ব্যুরো : বিশ্বকাপের পরেই বোর্ডের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় ক্যারিবিয়ান সফরের জন্য ৪৫ দিন বাড়ানো হচ্ছে রবি শাস্ত্রীদের চুক্তি। তার পরেই হয়তো নতুন কোচ নির্বাচন করতে পারে বোর্ড। কোচের জন্য আবেদনও নেওয়া শুরু করেছে বোর্ড। শোনা যাচ্ছে, কোহলিদের কোচ হওয়ার দৌড়ে আছেন অনেক হেভিওয়েট প্রার্থী। গ্যারি কার্সনে থেকে শুরু করে বীরেন্দ্র সেহওয়াগ হয়ে মাহেলা জয়বর্ধনে, এঁরা সবাই নাকি আবেদন করেছেন ভারতের কোচ হওয়ার জন্য। বীরেন্দ্র সেহওয়াগের অবশ্য কোচের আবেদন নতুন নয়। এর আগেও ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আগে বিরাটদের কোচ হতে চেয়েছিলেন বীরু। কিন্তু সে সময় শচীন, সৌরভ, লক্ষ্মণের কমিটি রবি শাস্ত্রীকেই ভারতের কোচের দায়িত্ব দেন। এ বার ফের বীরু আবেদন করেছেন বলে বোর্ড সূত্রে খবর। ভারতের কোচ হওয়ার জন্য যে ক্রাইটেরিয়া দরকার তার বেশিরভাগ পূর্ণ হলেও দু''বছরের কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা নেই তাঁর। যদিও দু''বার আইপিএল-এ কিংস ইলেভেন পঞ্জাবের তিনি মেন্টর ছিলেন, কিন্তু সেটা কোচিং নয়। ভারতকে ২০১১ সালের বিশ্বকাপ জেতানো কোচ গ্যারি কার্সনে ফের আবেদন করেছেন বলে খবর। বিশ্বকাপের পর ভারতের দায়িত্ব ছেড়েছিলেন তিনি। যদিও তার পর আইপিএল-এ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু কোচিং করিয়েছেন তিনি। তাই বিরাটের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো। সেই সঙ্গে ভারতে কোচ হিসেবে তাঁর সাফল্যও রয়েছে। তবে আইপিএল-এ সাফল্য পাননি গ্যারি। এটা তাঁর বিরুদ্ধে যেতে পারে। বোর্ড সূত্রে খবর, শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অধিনায়ক মাহেলা জয়বর্ধনেও রয়েছেন কোহলিদের কোচ হওয়ার দৌড়ে। আইপিএল-এ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কোচ তিনি। তাঁর কোচিংয়ে দু''বার আইপিএল জিতেছেন রোহিত শর্মারা। এ ছাড়াও চলতি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের ব্যাটিং কোচ হিসেবেও কাজ করেছেন মাহেলা। তাই কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা যেমন তাঁর আছে, তেমনই সাফল্যও আছে। বিরাটের ডেপুটি রোহিতের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ভালো। এ ছাড়াও আরও কয়েকজনের নাম শোনা যাচ্ছে কোচ হওয়ার দৌড়ে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের প্রাক্তন কোচ টম মুডিও আবেদন করতে পারেন। কারণ এই মুহূর্তে কোনও অফার নেই এই প্রাক্তন অজি ব্যাটসম্যানের কাছে। আবেদন করতে পারেন পাক কোচ মিকি আর্থারও। বিশ্বকাপের খারাপ ফলের পর তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়েই নিয়েছে পিসিবি। বোর্ড সূত্রে খবর, রবি শাস্ত্রীও ফের আবেদন করতে পারেন। তিনি আবেদন করলে নতুন করে বিবেচনা করা হবে তাঁর নাম। তবে বোর্ডের এক কর্তা জানিয়েছেন, নিজের চুক্তি রিনিউ করার ব্যাপারে খুব একটা নিশ্চিত নন শাস্ত্রী। কারণ, ভারতের কোচ হিসেবে তিনি পান বার্ষিক ১২ কোটি টাকা। অথচ ধারাভাষ্যকাররা এর থেকে বেশি টাকা পান। আর ধারাভাষ্যকার হিসেবে শাস্ত্রী বেশ জনপ্রিয়। তাই তাঁকে ফের তাঁর পুরনো রূপে দেখা যাতে পারে। তবে সব আবেদনের শেষে কোচ বাছাই কে করবেন তাই নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। কপিল দেব, অংশুমান গায়কোয়াড়, শান্তা রঙ্গস্বামীর অ্যাড হক কমিটির উপরেই কি দেওয়া হবে সব দায়িত্ব। নাকি প্রশাসনিক কমিটি নিজেই বাছাই করবেন কোচ। সেখানে আবার বিনোদ রাই ও ডায়ানা এডুলজির মধ্যে মতের মিল হয় কিনা, তার উপরেও নির্ভর করছে কোচ বাছাই প্রক্রিয়া।

ভারতের পরবর্তী ফিল্ডিং কোচ হচ্ছেন জন্টি রোডস?

ক্রিকেট মাঠে একসময়ে পাখি হয়ে উড়তেন তিনি। ফিল্ডিংকে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন ক্রিকেটার জন্টি রোডস।টিম ইন্ডিয়ার ফিল্ডিং কোচ হওয়ার জন্য এ বার আবেদন করেছেন তিনি।কোচ হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে রোডসের। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে কোচিং করিয়েছেন তিনি। ভারতের ফিল্ডিং কোচ হওয়ার আবেদন করেছেন রোডস, এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্রিকেটবিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, রোডস-ই ভারতের ফিল্ডিং কোচ হওয়ার দৌড়ে সবার আগে। কারণ তাঁর মতো ক্রিকেট ব্যক্তিত্বকে জাতীয় দলের ফিল্ডিং কোচ করা হলে উপকৃত হবেন ভারতীয় ক্রিকেটাররাই। ফিল্ডিং কোচ হিসেবে রোডস হেভিওয়েট প্রার্থীও।ধোনির থেকে এখনও আমার অনেক কিছু শেখার আছে, বলছেন তরুণ বাঁ হাতি অলরাউন্ডারআরও পড়ুন: বিশ্বকাপে হারের যন্ত্রণা এখনও মেনে নিতে পারিনি, বলছেন বিরাটবিশ্বকাপের পরেই বর্তমান কোচ ও সাপোর্ট স্টাফদের কার্যকালের মেয়াদ ৪৫ দিন বাড়ানো হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে দল নিয়ে যাবেন রবি শাস্ত্রী। বাকি সাপোর্ট স্টাফরাও থাকবেন ক্যারিবিয়ান সফরে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের পরেই নতুনহেড কোচ-সহ সাপোর্ট স্টাফদেরও বেছে নেওয়া হবে। নতুন হেড কোচ ও সাপোর্ট স্টাফের জন্য খোঁজ শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড। ফিল্ডিং কোচ বাছাইয়ের সময়ে বর্তমান ফিল্ডিং কোচ আর শ্রীধরের নাম বিবেচিত হবে। কিন্তু, কপিল দেবের নেতৃত্বাধীন ক্রিকেট অ্যাডভাইজরি কমিটি জন্টিকেই প্রাধান্য দেবেন বলে মনে করা হচ্ছে। ক্রিকেট অ্যাডভাইজরি কমিটির সব শর্ত পূরণ করতে পারলে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন এই ক্রিকেটার ভারতের ফিল্ডিং কোচ হচ্ছেন, সেই দেওয়াললিখন স্পষ্ট বলেই মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা।

অ্যাশেজের আগে বেন স্টোকসের প্রশংসায় রিকি পন্টিং

ইংল্যান্ডকে বিশ্বকাপ পাইয়ে দেওয়া অল-রাউন্ডার বেন স্টোকস এখন অনেক বেশি পরিণত। বললেন অস্ট্রেলিয় লেজেন্ড রিকি পন্টিং। অগাস্টে ইংল্যান্ডে ঐতিহাসিক অ্যাশেজ টেস্ট সিরিজ খেলতে আসছে অস্ট্রেলিয়া। তার আগে রিকি পন্টিংয়ের মুখে বেন স্টোকসের প্রশংসা ক্রিকেটীয় সৌজন্যবোধকেই উজ্জ্বল করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।আইনগত জটিলতায় ব্যস্ত থাকায় ইংল্যান্ড দলের সদস্য হিসেবে অস্ট্রেলিয়ায় ২০১৭-১৮-র অ্যাশেজ খেলতে যেতে পারেননি বেন। সেই সিরিজে অজিদের কাছে দুর্মুষ হয়েছিলেন ইংরেজরা। কিন্তু এবার দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে ইংলান্ড। বিশ্বকাপ জিতে তাদের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে। দারুণ ফর্মে রয়েছেন ইংরেজ ক্রিকেটাররা। তাঁদের মধ্যে বেন স্টোকস এবারের অ্যাশেজে কি-ফ্যাক্টর হতে পারেন বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। কথা যে ঠিক, তা জোড়া বিশ্বকাপ জয়ী অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রিকি পন্টিংয়ের কথা শুনলে বোঝা যায়। অজি লেজেন্ডের কথায়, নিজেকে অনেক পরিণত করেছেন বেন স্টোকস। পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুযায়ী কীভাবে খেলা উচিত, ইংল্যান্ডের অল রাউন্ডার তা ভালোই রপ্ত করেছেন বলে মত পন্টিংয়ের। তাঁর কথায়, স্টোকস আগের থেকে অনেক বেশি পরিণত হয়েছেন। দায়িত্ব নিয়ে খেলতে শিখেছেন। বাটসম্যান হিসেবে বেন স্টোকস এখন অনেক বেশি শক্তিশালী বলে মত রিকি পন্টিংয়ের।অ্যাশেজ জিততে বেন স্টোকসকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার আলাদা পরিকল্পনা করা প্রয়োজন বলে মনে করেন রিকি। ১৪ জুলাই লর্ডসের ফাইনালে নিউজিলান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জেতে ইংল্যান্ড। সেই ম্যাচে ৮৪ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন বেন স্টোকস। গোটা টুর্নামেন্টেই তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে প্রচুর রান। ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে বল হাতেও বেনের পারফরম্যান্স আকর্ষণীয়।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন কুলশেখরা

কলম্বো: আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন শ্রীলঙ্কান পেসার নুয়ান কুলশেখরা। দীর্ঘ ১৬ বছর অন্তর্জাতিক মঞ্চে বিচরণ করার পর বুধবার ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর কথা জানিয়ে দিলেন ডান হাতি এই মিডিয়াম পেসার, যাঁর ব্যাটের হাতটা নেহাত মন্দ ছিল না।২০০৩ সালে ডাম্বুলায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হাতেখড়ি হয় কুলশেখরার। ২০০৫ সালে নেপিয়ারে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলেন তিনি। ২০০৮ সালে কিং সিটিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কেরিয়ারের প্রথম টি-২০ ম্যাচ খেলেন নুয়ান।লঙ্কার হয়ে ২১টি টেস্টে ৪৮টি উইকেট নিয়েছেন ৩৭ বছর বয়সি কুলশেখরা। ওয়ান ডে ক্রিকেটে দেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকার পেসার তিনি। ১৮৪টি ওয়ান ডে ম্যাচে ১৯৯টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। শ্রীলঙ্কান পেসার হিসাবে তাঁর থেকে বেশি উইকেট নিয়েছেন কেবল চামিন্ডা ভাস ও লসিথ মালিঙ্গা।আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে তিনি যুগ্মভাবে শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী। ৫৮টি টি-২০ ম্যাচে কুলশেখরা ৬৬টি উইকেট নিয়েছেন। তাঁর থেকে বেশি টি-২০ উইকেট রয়েছে কেবল মালিঙ্গার। ওয়ান ডে ক্রিকেটে ৪টি হাফসেঞ্চুরিসহ ১৩২৭ রান রয়েছে নুয়ানের সংগ্রহে।শ্রীলঙ্কার হয়ে কুলশেখরা শেষবার মাঠে নেমেছিলেন ২০১৭ সালের জুলাই মাসে হাম্বানতোতায় জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে ম্যাচে। গত বছর মার্চ থেকে তিনি প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে রয়েছেন।ক''দিন আগেই ওয়ান ডে ক্রিকেট থেকে অবসরের কথা ঘোষণা করেছেন শ্রীলঙ্কার সর্বকালের অন্যতম সেরা পেসার লসিথ মালিঙ্গা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজের প্রথম ম্যাচটিই হতে চলেছে মালিঙ্গার কেরিয়ারের শেষ ওয়ান ডে ম্যাচ। তবে টি-২০ খেলা চালিয়ে যাবেন তিনি। আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া টি-২০ বিশ্বকাপে জাতীয় দলের জার্সিতে মাঠে নামতে চান মালিঙ্গা।এদিকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজের পরেই শ্রীলঙ্কান বোর্ডের তরফে জাতীয় কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে চন্দিকা হাতুরুসিংহেকে।

৮৫ রানে গুটিয়ে গেল ইংল্যান্ড

লন্ডন: বিশ্বকাপ জয়ের ঘোর এখনও কাটেনি। তাই লাল-বলের লড়াইয়ে নবাগত আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে লজ্জার ইনিংস ''উপহার'' ইংল্যান্ডের। বুধবার আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে চারদিনের টেস্টের প্রথম দিনেই মাত্র ৮৫ রানে গুটয়ে গেল সদ্য বিশ্বকাপজয়ী ইংল্যান্ড। লর্ডসের বাইশ গজে মাত্র ২৩.৪ ওভারের বেশি কাটাতে পারলেন না ইংরেজ ব্যাটসম্যানরা।শ্কাপের হ্যাংওভার কাটতে না-কাটতে ফর্ম্যাট বদলে লর্ডসে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্ট খেলতে নামে ইংল্যান্ড। ১ আগস্ট থেকে এজবাস্টনে শুরু হবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অ্যাসেজ সিরিজ।

তার আগে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে লর্ডস টেস্টে নিজেদের যাচাই করে নেওয়ার পরীক্ষায় নামে রুটবাহিনী। কিন্তু অ্যাসেজ প্রস্তুতি মঞ্চেই মুখ থুবড়ে পড়ল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। মাত্র ১০ দিন আগে যেখানে বিশ্বকাপ জেতে ইংল্যান্ড, সেখানেই ১০০ রানের আগেই গুটিয়ে গেল ইংল্যান্ড ইনিংস। ৩৮ ছুঁই ছুঁই এক আইরিশ পেসারের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ ইংরেজ ব্যাটসম্যানদের। ৯ ওভারে দু''টি মেডেন-সহ মাত্র ১৩ রান খরচ করে পাঁচ উইকেট তুলে নেন টিম মুর্তাঘ।লর্ডসে টস ভাগ্য সঙ্গ দেয় ইংল্যান্ডকে। আয়ারল্যান্ডের সামনে বড় রানের টার্গেট দেওয়ার লক্ষ্যে টস জিতে জো রুট প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। টস হারলেও হতাশ হননি আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক উইলিয়াম পোটারফিল্ড। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে, প্রথম ঘণ্টায় লর্ডসের পিচের আর্দতা ব্যবহার করে ধাক্কা দিতে চান ইংল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন-আপে।ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে মাঠে নেমে নিজেদের পরিকল্পনায় চূড়ান্ত সফল আয়ারল্যান্ড। শুরু থেকেই ধারাবাহিকভাবে উইকেট তুলতে থাকা আয়ারল্যান্ড ইংল্যান্ডকে একশো রানের গণ্ডি ছুঁতে দেয়নি। জো ডেনলি (২৩), স্যাম কারান (১৮) ও ওলি স্টোনের (১৯) লড়াই লজ্জার হাত থেকে বাঁচায় ইংল্যান্ডকে। এক সময় ৪৩ রানে ৭ হারিয়ে টেস্টে সর্বনিম্ন স্কোর করার আশঙ্কা ছিল ব্রিটিশদের। ১৮৮৭ সালে সিডনি টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৪৫ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ড।

বোর্ডকে বিঁধলেন সৌরভ

বিশ্বকাপের ব্যর্থতা ভুলে ক্যারিবিয়ান সফরে ঘুরে দাঁড়তে চাইছে টিম ইন্ডিয়া। ইতিমধ্যেই বিসিসিআই ক্যারিবিয়ান সফরের জন্য তিন ফর্ম্যাটে দল ঘোষণা করে দিয়েছে। আর তারপর থেকেই উইন্ডিজদের বিরুদ্ধে একদিনের ও টি-২০ ফর্ম্যাটে ভারতীয় দল নিয়ে শুরু হয়েছে সমালোচনা। আর এই সমালোচনায় নিজের নাম লিখিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে কদাচিতই বিঁধে কথা বলেন মহারাজ। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিসিসিআইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আজ, বুধবার দুটি ট্যুইট করেছেন সৌরভ। একটি ট্যুইটে একদিনের ক্রিকেটে শুভমন গিল ও অজিঙ্কা রাহানের না থাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ও আর একটি ট্যুইটে নির্বাচক কমিটির পলিসি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।প্রথম ট্যুইটে সৌরভ বলেন, ''নির্বাচকদের এবার সময় এসেছে দলের ছন্দ ও আত্মবিশ্বাস বাড়াতে একই ক্রিকেটারদের সব ফর্ম্যাটে বেছে নেওয়ার। যদিও খুব কম ক্রিকেটারই সব ফর্ম্যাটের ক্রিকেট খেলছে। ভাল দল। ধারাবাহিক ক্রিকেটারও আছে। তাই সকলকে খুশি করার চেষ্টা না করে দলের ধারাবাহিকতা ও দেশের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে নির্বাচকদের এবার দল বাছাই করা উচিত।''দ্বিতীয় ট্যুইটে মহারাজ বলেছেন, ''ক্যারিবিয়ান সফরে ভারতের স্কোয়াডে অনেক এমন মুখ আছে, যারা সব ফর্ম্যাটেই খেলতে পারে।

ড্রেসিংরুমের পরিবেশ নিয়ে মুখ খুললেন কোহলি

বিশ্বকাপের পর জল্পনাটা তৈরি হয়েছিল, কোহলির ড্রেসিংরুমে নাকি ভাঙন ধরেছে। সেই চিড় এতটাই গভীরে, যে দল এখন দুটি অংশে বিভক্ত! এক শিবিরে কোহলি ও তাঁর পছন্দের ক্রিকেটাররা অন্য শিবিরে রোহিত ও বিদ্রোহী গোষ্ঠী! নিন্দুকদের এই গুঞ্জনকে এবার ব্যাটফুটে ঠেলে দিলেন বিরাট।এক সাক্ষাতকারে কোহলি বলেছেন, ''আমার ড্রেসিংরুমে কেউ দাদাগিরি করে না। জুনিয়ার কুলদীপের সঙ্গে যেভাবে বন্ধুর মতো মেশা হয়, একই ভাবে ধোনির মতো সিনিয়রকেও সম্মান করা হয়। ড্রেসিংরুমে দলের প্রত্যেককে আমার সৈনিক, মাঠে আমি ওদের নেতা। আর মাঠের বাইরে আমি ওদের বন্ধু।''বিরাট বরাবরই আবেগপ্রবণ। মাঠে জুনিয়ররা ভুল করলে ড্রেসিংরুমে তাঁকে মেজাজ হারাতে দেখা যায়। বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ঋষভ পন্থ সেট হয়ে গিয়েও উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে আসার পর, বিরাটকে মেজাজ হারাতে দেখা গিয়েছিল।সাম্প্রতিক এক সাক্ষাতকারে কোহলি অবশ্য বলেছেন, ''ড্রেসিংরুমে ক্রিকেটারদের বকাঝকা করার রেওয়াজ নেই। শুধু তাই নয়, আমার ড্রেসিংরুমে জুনিয়র সিনিয়রদের মধ্যে কোনও বিভাজন নেই। প্রত্যেকেই মত প্রকাশ করতে পারে, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের লেগ পুল করে আবার ভুল ত্রুটি গুলোও ধরিয়ে দেয়।''প্রসঙ্গত দলের বিভাজন নিয়ে গুঞ্জনে জানা গিয়েছে, দল নির্বাচন থেকে যেকোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কোহলি সহঅধিনায়কের সঙ্গে কোনও আলোচনাই করেন না। ড্রেসিংরুমের পরিবেশ নিয়ে মুখ খুলে ঘুরিয়ে সেই সব অভিযোগই এবার উড়িয়ে দিলেন বিরাট।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার

বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে প্যারাডাইস চৌমুহনী আগরতলাস্থিত স্টেট আয়ুর্বেদিক হাসপাতালে ক্ষারসূত্র ইউনিট চালু রয়েছে। প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় সোমবার আগরতলা আই.জি.এম হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে ক্ষারসূত্রের প্রয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন করা হয়।

যে সমস্ত রোগী অর্শ, ভগন্দর(ফিশচুলা) ইত্যাদি মলদ্বারঘটিত রোগের চিকিৎসা করাতে ইচ্ছুক তাদেরকে স্টেট আয়ুর্বেদিক হাসপাতালের বর্হির্বিভাগে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ICA/D/571/19-20 **অধিকর্তা**

স্বাস্থ্য অধিকার, ত্রিপুরা সরকার

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:- 07/EE/PWD(R&B)/AMB/2019-20 Dt. 08/07/2019

The Executive Engineer, Ambassa Division, PWD(R&B), Ambassa, Dhalai, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/ firms/agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD /Railway/Other State PWD up to 3,00 P.M.16/08/2019 for the following work:

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Time of Completion	Last date & time for document down-loading and bidding	Time and date of opening of Technical bid	Document down-loading and bidding at application	Class of bidder
1	Improvement of road from Gandacherra-Raishyabari road at Ch. 18.30 KM to Narikel Kunja (Length-8.00 km) for eassy access for the Tourists from dhalai, North And unakoti Districts to Narikel Kunja Island Surrounded by Dumbur Lake Water in Tripura under NESIDS.	Rs. 21,35,11,266.00	Rs. 21,35,113.00	18(Eighteen months	U pto 15.00 Hrs on 16/08/2019	At 16.00 Hrs on 17/08/2019	http://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

For Further details please contact to the Office of the Undersigned.

ICA/C/649/19

(Er. Pranay Kumar Das)
Executive Engineer
Ambassa Division, PWD (R&B)
Ambassa, Dhalai, Tripura.

CMYK

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

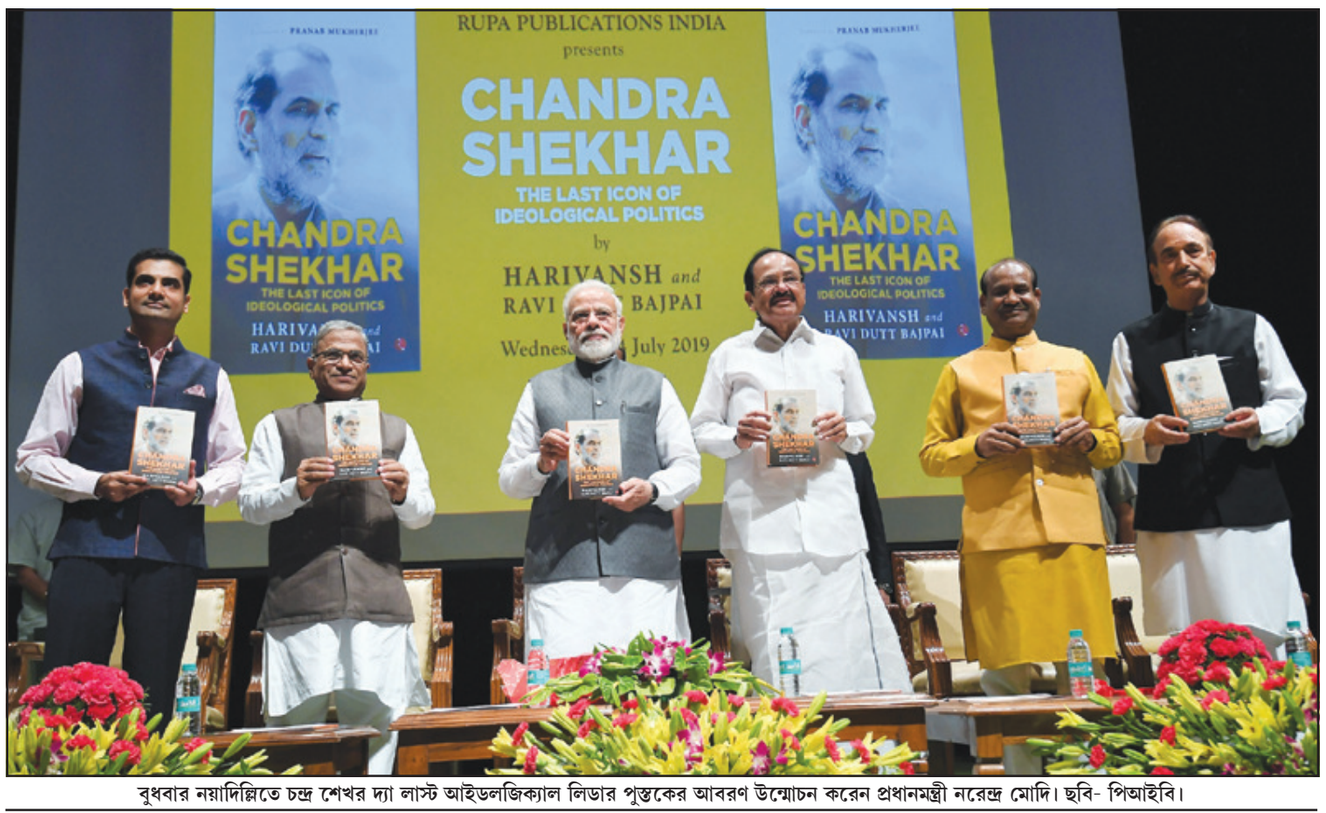

বুধবার নয়াদিল্লিতে চন্দ্র শেখর দ্যা লাস্ট আইডলজিক্যাল লিডার পুস্তকের আবরণ উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি- পিআইবি।

পঃবঙ্গের নাম বদলে ‘বাংলা’ করার প্রস্তাব নিয়ে এবার তৃণমূল সাংসদরা প্রধানমন্ত্রীর দ্বারস্থ

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গের নাম বদলে ‘বাংলা’ করার প্রস্তাব নিয়ে বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল সাংসদের একটি প্রতিনিধি দল। এদিন প্রায় ৩০ মিনিট ধরে প্রধানমন্ত্রী তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্য তৃণমূল সাংসদের কথা শোনেন। তৃণমূল সাংসদের প্রতিনিধি দলের তরফে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি জানানো হয়, চলতি অধিবেশনে প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধনী করে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা পশ্চিমবঙ্গের নাম বদলের দাবির দ্রুত সমাধান করা হোক।

রাজ্যের নাম বদলে ‘বাংলা’করার আবেদন ইতিমধ্যে খারিজ করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কেন্দ্র জানিয়েছে কোনও রাজ্যের নাম বদলাতে গেলে সংবিধানে সংশোধনী আনা প্রয়োজন, তা না হলে নাম বদলানো সম্ভব নয়। যার জেরে নাম বদলের রাজনীতি নিয়ে বর্তমানে তুঙ্গে বঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি।

পরে এদিন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এদিনের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁদের সকলের কথা মন দিয়ে শুনেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে এই দাবি জানিয়ে আসছেন তাঁরা। এর জন্য প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধনী চলতি অধিবেশনে আনারও দাবি তাঁরা জানিয়েছেন। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, তাঁর বিশ্বাস প্রধানমন্ত্রী তাঁদের কথা খুবই মন দিয়ে শুনেছেন, দ্রুতই এই সমস্যার সুনির্দিষ্ট সমাধান হবে বলেই তাঁদের বিশ্বাস।

অন্যদিকে এদিন রাজ্যসভায়, পশ্চিমবঙ্গের নাম বদলে ‘বাংলা’ করার জন্য সংবিধান সংশোধনের কোনও প্রস্তাব নেই বলে জানান স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। বুধবার রাজ্যসভায় নাম বদল নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়া প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘কোনও রাজ্যের নাম বদল করার জন্য সংবিধান সংশোধন করা দরকার। এখনও পর্যন্ত সংবিধান সংশোধনের কোনও প্রস্তাব নেই।’ স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে বাংলা নামটির সাদৃশ্য রয়েছে।

জাপানি এনসেফেলাইটিসের প্রাদুর্ভাব আতঙ্ক ডিমা হাসাও জেলাজুড়ে

হাফলং (অসম), ২৪ জুলাই (হি.স.) : জাপানি এনসেফেলাইটিসের প্রাদুর্ভাবে ডিমা হাসাও জেলা জুড়ে এক আতঙ্কময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। গত ৬ জুলাই হাফলং সরকারি হাসপাতালে হাতিখালির বছর ৬০-এর বৃদ্ধা কুঞ্জলতা হাকমকসা জাপানি এনসেফেলাইটেসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এবার ডিমা হাসাও জেলায় আরও দুই মহিলা জাপানি এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

জেলা স্বাস্থ্য দফতর সুত্রে জানা গিয়েছে, জাটিঙ্গা ও উমরাংসোর বাসিন্দা দুই মহিলা জাপানি এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে হাফলং শহরের দুটি হাসপাতালে ভরতি রয়েছেন। ডিমা হাসাও জেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের যুগ্মঅধিকর্তা ডা. দিপালী বর্মন জানিয়েছেন, গত ৬ জুলাই জাপানি এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে হাতিখালির কুঞ্জলতা হাকমকসার মৃত্যুর পর আরও দুই মহিলা জাপানি এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে হাফলং হোলি স্প্রিট হাসপাতাল ও হাফলং সরকারি হাসপাতালে ভরতি রয়েছেন। চিকিৎসাধীন দুই মহিলার অবস্থা সঙ্কটজনক বলে জানিয়েছেন ডা. দিপালী বর্মন। তিনি জানান, দুই মহিলাকে সোমবার সঙ্কটজনক অবস্থায় শহরের দুটি পৃথক হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। গোটা রাজ্যে জাপানি এনসেফেলাইটিস মহামারীর আকার ধারণ করেছে। এবার জাপানি এনেসেফেলাইটিসে ডিমা হাসাও জেলায় এক মহিলার মৃত্যু ও আরও দুই মহিলা আক্রান্ত হওয়ার খবরে গোটা পাহাড়ি জেলায় আতঙ্কময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখ্য, শূকর ও পরিযায়ী পাখি থেকে এই রোগের জীবাণু মশার মাধ্যমে মানুষের শরীরে চলে আসে। শূকর ও পরিযায়ী পাখিদের মশা কামড়ালে এদের শরীর থেকে এই জীবাণ মশার মধ্যে চলে আসে। আর এই মশা কোনও মানুষকে দংশন করলে জাপানি এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

তাই স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে গোটা জেলায় তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের মাইক যোগে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাড়ির সামনে যাতে শূকরের ঘর বা খামার তৈরি করা না হয়। সন্ধ্যায় বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ রেখে বাড়িতে ধোঁয়ার ব্যবস্থা করা, রাতে শোবার সময় যাতে সবাই মশারি ব্যবহার করেন। কারণ একমাত্র মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও সাবধানতাই এই রোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে, বলেছে স্বাস্থ্য দফতর।

ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ৩ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চোরাইবাড়ি, ২৪ জুলাই।। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের করিমগঞ্জের ভাঙ্গার কাজি গ্রাম এলাকায় ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ৩ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। অপর ৩জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ১২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃতরা হলেন, বিশ্বেন্দু দত্ত চৌধুরী, অলয় ধর এবং বাইসাইকেল চালক সিধাংশু শর্মা।

একটি মসজিদের সামনে ঘটনাটি ঘটেছে। মসজিদের সিসি ক্যামেরায় দুর্ঘটনার চিত্র ক্যামারা বন্দি হয়েছে। সকাল থেকেই হালকা মাঝারী বৃষ্টি হচ্ছিল। ঝির ঝির বৃষ্টিতে আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক রীতিমতো পিচ্ছিল। এরই মধ্যে এ এস টি সি ট্রেভেলারের দুটি বাস যাত্রী নিয়ে শিলচর থেকে করিমগঞ্জের উদ্দেশ্যে আসছিল। বাস দুটি দ্রুত বেগে চলছিল।

পেছনের বাসটি অভারটেক করার চেষ্টা করে। করিমগঞ্জের ভাঙ্গার কাজি গ্রাম এলাকায় সেখানকার একটি মসজিদের সামনে বাসটি যখন অভারটেক করার চেষ্টা করে তখনই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। যাত্রীবাহি বাস দুটির মধ্য সংঘর্ষ হয়। ঐসময় একটি অটো এবং অপর এক ব্যক্তি বাইসাইকেল নিয়ে আসছিলেন। ভাগ্যিস অটো রিকসাটি পাস কাটিয়ে চলে আসে। কিন্তু বাইসাইকেল চালককে ধাক্কা দিয়ে পাশের জলাশয়ে পড়ে যায় যাত্রীবাহী ঐ দুটি বাস।

তাতে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় বাইসাইকেল চালকের এবং বাসের দুই যাত্রীর। স্থানীয় লোকজনরা দ্রুত ছুটে এসে দুর্ঘটনাস্থল থেকে আহত যাত্রীদের উদ্ধার করেন। ৩০ জন যাত্রীকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গায় মাদ্রাসা ছাত্রের মুণ্ডুহীন দেহ উদ্ধার, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

ঢাকা, ২৪ জুলাই (হি.স.): বাংলদেশের চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় মাদ্রাসা ছাত্রের মুণ্ডুহীন মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। বুধবার সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ উপজেলার কয়রাডাঙ্গা গ্রামের মাদ্রাসার পাশে একটি আম বাগানের ভেতর থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত ছাত্রের নাম আবির হোসেন (১১)। পুলিশ সূত্রের খবর, আবির হোসেন ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার খালিশপুর গ্রামের আলী হোসেনের ছেলে এবং চুয়াডাঙ্গার কয়রাডাঙ্গা নুরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসার দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র ছিল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, আবিরকে গত মাসেই মাদ্রাসায় ভর্তি করা হয়। মঙ্গলবার রাতে নামাজের পর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যায় আবির। এরপর মাদ্রাসার সবাই অনেক খোঁজাখুঁজি করলেও তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। বুধবার সকালে গ্রামবাসীরা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় মুণ্ডুহীন একটি মৃতদেহ দেখতে পান। পরে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে খবর পেয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করতে যায় পুলিশ।

পুলিশকে দেখা মাত্রই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় গ্রামবাসী। গ্রামবাসীরা মাদ্রাসা ছাত্র আবিরের হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখতে থাকে। পরে পুলিশের পক্ষ থেকে মাইকিং করে গ্রামবাসীদের শান্ত থাকার অনুরোধ জানানো হয়। আশ্বাস দেওয়া হয় অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। এদিকে, কয়রাডাঙ্গা গ্রামে মাদ্রাসা ছাত্রের মুণ্ডুহীন মৃতদেহ উদ্ধারের পর গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। মাদ্রাসা থেকে অন্যান্য ছাত্রের অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের বাড়িতে নিয়ে যান।

আলিপুরদুয়ারে ট্রেন চালকের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচল ১৫টি হাতির দল

আলিপুরদুয়ার, ২৪ জুলাই (হি. স.) : আলিপুরদুয়ার জংশন ও রাজাভাতখাওয়া স্টেশনের মাঝে ট্রেন চালকদের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচল ১৫টি হাতির দল। মঙ্গলবার বিকেলে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া রেলপথ ধরে এগোচ্ছিল ডাউন ধুবরি-শিলিগুড়ি প্যাসেঞ্জার ট্রেন। বিকেল গড়ালেও সন্ধে নামেনি তখনও। দূর থেকে চালক দেখলেন সামনে প্রায় ১৫টি হাতির পাল। ধীরে ধীরে রেললাইন পেরিয়ে এক জঙ্গল থেকে ঢুকে পড়ছে অন্যপারের জঙ্গলে। কোনওমতে জরুরি ব্রেক কষে ট্রেন থামিয়ে দিলেন চালক ও সহ চালক। তারপর প্রায় ১৫ মিনিট ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকলো সেখানেই। হাতির পাল জঙ্গলে ঢুকে পড়লে চালু হল ট্রেন। ট্রেন চালকদের তৎপরতায় এতগুলি হাতির প্রাণ বেঁচে যাওয়ায় উচ্ছ্বসিত উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন। ট্রেনের চালক হরিদাস বিশ্বাস ও সহচালক গৌতম কুমারকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। এই ডিভিশনের সিনিয়র কমার্শিয়াল ম্যানেজার অমর মোহন ঠাকুর বলেন, “জঙ্গলের পথে কীভাবে ট্রেন চালাবেন, সে ব্যাপারে চালক- সহ চালক- গার্ড ও অন্যান্য রেলকর্মীদের আমরা বিভিন্ন সময় ট্রেনিং দিয়। সেখানে বনকর্তারাও উপস্থিত থাকেন। ট্রেনের চালক ও সহ চালকরা যে সচেতন এই ঘটনা সেটাই প্রমাণ করল। আমরা চালক ও সহচালক দুজনকেই পুরস্কৃত করব।

অতি বৃষ্টিতে আগরতলার রাস্তা জলমগ্ন, এলাকাবাসীর সাথে মতবিনিময় মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহর, বিশেষ করে বনমালীপুর এলাকার বিভিন্ন নিম্নাঞ্চলে অল্প বৃষ্টিতে জল প্লাবিত হওয়া, ড্রেন পরিষ্কারকরণ, জল নিকাশি পাম্প মেশিনগুলির কার্যকারিতা এবং আগরতলায় নির্মীয়মাণ কভার ড্রেনগুলির সার্বিক অবস্থা নিয়ে এলাকার বিশিষ্ট নাগরিকদের সাথে আজ এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সচিবালয়ের ১ নম্বর সভাকক্ষে আয়োজিত এই মতবিনিময় ও পর্যালোচনা সভায় আগরতলা শহর-সহ বনমালিপুরের বিভিন্ন নিম্নাঞ্চল এলাকার জল নিকাশি ব্যবস্থা এবং কভার ড্রেন নির্মাণের কাজ সম্পর্কে ওই এলাকার নাগরিকগণ বিশদভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেন।

জলপ্লাবণজনিত উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে মুখ্যমন্ত্রী দেব বলেন, আগরতলায় বসবাসকারী নাগরিকদের অল্প বৃষ্টিতেই জমাজলের হাঁপা থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে যা যা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার তা নিতে হবে। বৃষ্টির সময় সমস্ত পাম্প মেশিনগুলি যাতে সচল থাকে সেদিকে নজর রাখা আবশ্যক। প্রয়োজনে প্যাম্প মেশিনগুলির জল নিষ্কাশনের ক্ষমতা আরও বাড়ানোর পাশাপাশি আধুনিকতম ব্যবস্থার সংস্থান রাখার বিষয়টি ভেবে দেখা প্রয়োজন বলে মুখ্যমন্ত্রী সভায় গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, যেখানে কভার ড্রেনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেখানে কভার ড্রেন করা দরকার। আবার যেখানে উন্মুক্ত ড্রেন রয়েছে সেখানে ড্রেনের মুখে তারজালি লাগানোর ব্যবস্থা করতে তিনি সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। এর ফলে ড্রেনগুলিতে বিভিন্ন আবর্জনা জমা হলেও সেগুলি পরিষ্কার করা সহজতর হবে। নিয়মিত ড্রেনগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং জল নিকাশি ব্যবস্থা সহজতর করতে মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন।

এদিনের সভায় নগরোন্নয়ন দফতরের বিশেষ সচিব কিরণ গিত্যে আগরতলা শহরের জল নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে সর্বশেষ সভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যে-সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা তুলে ধরেন। গিত্যে জানান, পূর্ব থানা থেকে কাসারিপট্টি পর্যন্ত কভার ড্রেন নির্মাণের কাজ আগামী ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে। বর্ষা মরশুমের পর পুনরায় এর নির্মাণের কাজ শুরু হবে। বনমালিপুর দীঘির পূর্ব ও পশ্চিম দিকের ভেঙে যাওয়া দেওয়ালের প্রাচীর পুনর্নির্মাণের জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে এবং আগামী ১৫ আগস্টের মধ্যে কাজ শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, বনমালিপুর দীঘি সংলগ্ন যে নিকাশি পাম্প বসানো রয়েছে তার পশ্চিম অংশে যে পরিমাণ বৃষ্টির জল জমা হয় তার দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

সভায় বনমালিপুর এলাকার বিশিষ্ট নাগরিকগণ ওই এলাকায় অল্প বৃষ্টিতেই জল জমে যে বন্যাজনিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার পরিত্রাণে গুচ্ছ পরামর্শ দেন। গণরাজ চৌমুহনি এলাকা থেকে কাটাখাল পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণের বিষয়টিও সভায় আলোচিত হয়। শহর এলাকায় অবৈধভাবে বিল্ডিং নির্মাণ এবং জায়গা দখলের ফলে বৃষ্টির জল জমে বন্যাজনিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বলে নাগরিকদের বক্তব্যে উঠে এসেছে। যার ফলে অনেক সময়ই জল নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এ-ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়েও সভায় আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া সভায় শহর এলাকার রাস্তাঘাট নির্মাণের ক্ষেত্রে গুণগতমান বজায় রাখার বিষয়টিও এদিনের সভায় আলোচনায় প্রাধান্য পায়।

গণতান্ত্রিক ঝান্ডা নিয়ে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ার আহ্বান জানালেন বিরোধী দল নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য ও বেঁচে থাকার অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এক হাতে লাল ঝান্ডা আর অন্য হাতে গণতান্ত্রিক ঝান্ডা নিয়ে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ার আহ্বান জানালেন বিরোধী দল নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষ্যে কুমারঘাটে নির্বাচনি সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই আহ্বান জানান। আগামী ২৭ জুলাই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন নির্বাচনের সরব প্রচার শেষের পথে। বর্তমানে সবক’টি রাজনৈতিক দলের অন্তিম লগ্নের প্রচার তুঙ্গে। বিরোধী দল সিপিআইএম ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে শুধুমাত্র জয় লাভের জন্য নয়। আদর্শের লড়াই, নীতির লড়াই অব্যাহত রাখতে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মূল উদ্দেশ্য। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সরকারের জন বিরোধী কার্যকলাপ, শাসক গোষ্ঠীর ভুল ত্রুটি তুলে ধরা এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার হতেই নির্বাচনে লড়াই করতে হবে। নির্বাচনে জয় পরাজয় বামপন্থীদের মোহ নয়। আদর্শ ও নীতি লড়াই হিসেবেই বামপন্থীরা লড়াই করছে। কুমারঘাটে নির্বাচনি সমাবেশে এই কথাগুলি বলেন বিরোধী দল নেতা মানিক সরকার। তিনি বলেন, সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে, উন্মাদনা তৈরি করে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। তাদের বিরুদ্ধে আদর্শ, নীতি ও কর্মসূচীর লড়াই চালিয়ে যেতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বিরোধী দল নেতা বলেন, দেশে বামফ্রন্টের বিকল্প নেই। বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে হয়তো সময় লাগবে। অপেক্ষা করতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে, কেউ অস্থির হবেন না। তিনি আরও বলেন বামফ্রন্টের নিজস্ব কোন স্বার্থ নেই। জনগনে স্বার্থই বামফ্রন্টের স্বার্থ। রাজ্যে এবং কেন্দ্রে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার আধা ফ্যাসিস্ট শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। মানুষের অধিকার হরণ করা হচ্ছে। এর প্রতিবাদে বামফ্রন্ট নির্বাচনে লড়াই করছে। শান্তি, সম্প্রীতি ও আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতে বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্যও তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। কেন্দ্রের বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের তীব্র সমালোচনা করে রাজ্যের বিরোধী দল নেতা মানিক সরকার বলেন, তারা ক্ষমতায় আসার পর থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্তব্ধ করা দেওয়া হয়েছে। প্রতিনিয়ত কর্মী ছাটাই করা হয়েছে। শিল্প কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাতের শহরে ফের মোটরবাইকের দৌরাত্ম্য টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল হোম গার্ডকে

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি.স.): রাতের তিলোত্তমায় ফের মোটরবাইকের দৌরাত্ম্যউ নাকা তল্লাশি চলাকালীন টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হল কর্তব্যরত ট্র্যাফিক পুলিশের হোম গার্ডকেউ এই ঘটনায় মোটরবাইকের আরোহী-সহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশউ পুলিশ সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাত ১১.৫৫ মিনিট নাগাদ টালিগঞ্জ ফাঁড়িতে চারু মার্কেট থানার ওসি ও পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে নাকা তল্লাশি চালাচ্ছিলেন চালিগঞ্জ ট্র্যাফিক পুলিশগার্ডের সার্জেন্ট আলোকেশ নস্করউ

নাকা তল্লাশি চলাকালীন ডি পি এস রোডে একটি মোটরবাইককে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন হোমগার্ড প্রতাপকুমার রায়উ তখনই তাঁর উপর দিয়ে মোটরবাইক চালিয়ে পালানোর

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।